বৃহৎ

নারদীয় পুরাণ।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া, ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২৯২।

ফলশ্রুতি।

হে মুনিগণ! বৈষ্ণব-চূড়ামণি নারদ মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট যে অপূর্ব্ব হরিকথামৃত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহা জগতে বৃহন্নারদীয় পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ, আমি তাহা আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। ইহা অতি পবিত্র, ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সকল দুঃখ নিবারিত হয়; সমস্ত পুণ্য ও সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে পারা যায়। হে বুধমণ্ডল! যাঁহারা ইহার একটী শ্লোক অথবা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের কখনও পাপবন্ধ জন্মে না। যাঁহারা আবার ইহার এক অধ্যায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাঁহারা জ্যোতিষ্টোমের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। এই মহাপুরাণ নারায়ণে সমর্পিত, ইহা পাঠ করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়; যাঁহারা ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তাঁহারা শত জন্মের পাপ হইতে মুক্ত এবং সহস্রকুলে যুক্ত হইয়া সদ্য পরমপদ লাভ করিতে পারেন। অনুদিন যাঁহারা ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তন্ময়ভাবে গোবিন্দের নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করেন; তাঁহাদের তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ, তীর্থস্নান, ও গোদানে কি হইবে? তাঁহারা পুত্র, কন্যা, দারা, ধনধান্য, ক্ষেত্র ও বন্ধুবান্ধব লইয়া কি করিবেন? আহা! এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ অতি পবিত্র; ইহাতে দুঃস্বপ্ন নিবারিত হয়, সর্ব্বদুঃখ নিরাকৃত হয়; ইহা ভবযন্ত্রণার একমাত্র আরোগ্যোপায়। যাঁহাদের গৃহে এই পুরাণ লিখিত বা

পঠিত হয়, যাঁহারা ভক্তিভাবে ইহার পূজা করিয়া থাকেন, কোন কুগ্রহই অথবা ভূতবেতালাদি তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। নারায়ণের অনুগ্রহে তাঁহারা দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের অগ্নিভয় থাকে না, চৌর তাঁহাদিগের কিছুই করিতে পারে না। কুটুম্বকে সহস্রকোটি গোদান করিলে যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, ইহার এক অধ্যায় মাত্র পাঠে সেই পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। শতবার গঙ্গাস্নান করিয়া যে ফললাভ হইয়া থাকে, ইহার দশ অধ্যায় পাঠ করিলে সেই মহাফল লাভ করিতে পারা যায়। নারায়ণে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া যিনি এই মহাপুরাণ নিত্য পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি সদ্য শত জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং দেহান্তে শতবংশে সমাবৃত হইয়া পরম মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া ইহার বিংশতি শ্লোক পাঠ করেন, তিনি জ্যোতিষ্টোমের ও প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। এই হিতকর পরম পবিত্র পুরাণ দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতে নাই। নিম্ন আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিনীতভাবে ভক্তি-সহকারে সকলে ইহা শ্রবণ করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে কি ইহ, কি পর—সকল লোকেই সুখলাভ করিতে পারা যায়। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই সদ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান অথবা অজ্ঞানবশতঃ যে কেহ ইহা শ্রবণ করিবে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষার দ্রুত উন্নতির সহিত আজি ভারতের রত্নস্বরূপ অনেক পুরাণ সংহিতাদি আলোকে আনীত হইতেছে;—আজি বঙ্গসন্তানগণ ভারতীয় পুরাতত্ত্বের,—অমিয়ময় মুনিবচনাবলির মহিমা বুঝিতে শিখিতেছেন; আজি তাঁহাদের স্বপ্নময় জীবনের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; নৈরাশ্যের কুহেলিকা,—মরীচিকার ছলনা,—ভাগ্যের বিড়ম্বনা আজি আশ্বাসের ললিত তরুণ অরুণ কিরণে সুদূর দিগন্তে মিলাইবার উপক্রম করিতেছে। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে মানবজীবন স্বপ্নময় নহে,—উদ্দেশ্যহীন নহে; বুঝিয়াছে সৎশিক্ষার সাহায্যে সাধনা করিতে পারিলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। এই সকল সারগর্ভ শিক্ষা পুরাণ হইতে যত পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

পুরাণাবলি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অমূল্যরত্ন; জগৎপূজ্য আর্য্যমনীষিগণের গরীয়সী চিন্তালার পূর্ণ ও পবিত্র আধার। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি নারদ সেই ত্রিলোকপূজিত মুনিগণের একজন অগ্রণী। দেবর্ষি নারদ জ্ঞানীর অগ্রগণ্য, সন্ন্যাসীর শিরোভূষণ, যোগীর দীক্ষাগুরু। দেবতারাও তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। সেই যোগীন্দ্রের এক একটী বাক্য এক একটী অমৃত ভাণ্ড,—এক একটী শান্তিকুঞ্জ। সংসার কাননের ঘোর দাবানলে বিদগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি তৎপ্রণীত মহাপুরাণের একটী কথা পাঠ করে, সে সকল কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করে; তাহার দগ্ধ হৃদয়ে অমৃতরস সিঞ্চিত হয়, তাহার উত্তপ্ত শিরে শান্তিকুঞ্জের স্নিগ্ধছায়া অর্পিত হয়। বলিতে কি এই নারদীয় পুরাণ ভক্তির সুগভীর সাগর,—সাধনার স্বর্গীয় সহায়,—মুক্তির মুখ্য দূত। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব,—বর্ণাশ্রমের বেদবিহিত বিধান,—মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তন্ন তন্ন রূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শাক্তের শিক্ষাদাতা, শৈবের সাধনাগুরু, বৈষ্ণবের বিধানকর্ত্তা। ইহা পাঠ করিলে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই শিক্ষালাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের সময়, যখন হিন্দুমাত্রেই পিতৃ-

পুরুষগণের সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এ সময়ে **নারদীয় পুরাণ** বিশেষ উপযোগী। ইহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িতার লেশমাত্র নাই, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহাতে সমান আসন পাইয়াছে।

বৃহৎ নারদীয় পুরাণ অতি দুর্ল্লভ, এমন কি এশিয়াটিক শোসাইটীতেও ইহা প্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আমাকে অনেক সাহিত্যপ্রিয় ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুসন্তান বিস্তর অনুরোধ করেন। অনেক স্থলে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও পাইলাম না; পরিশেষে মৎপ্রকাশিত রাজস্থানের প্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বগ্রামের কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের রাশি রাশি পুরাণ ও স্মৃতির মধ্য হইতে তাহা বাছিয়া আনেন।

সুখের বিষয় যজ্ঞেশ্বর বাবু স্বয়ং ইহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। রাজস্থানে যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহা কেবল ইহাঁরই অনুপম লিপিচাতুর্য্যের গুণে। নারদীয় পুরাণেও অকৃতকার্য্য হই নাই; চারি মাসের মধ্যে প্রায় সহস্র গ্রাহক আদরের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছেন। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা।
বরাটপ্রেস,
৯২, বহুবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট,
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

নারদীয় পুরাণের সূচী সমাপ্ত।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বৃহৎ

নারদীয় পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

সিদ্ধাশ্রমে মুমুক্ষু মুনিগণের আগমন।

পুরাকালে মহাপুণ্যময় নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ মোক্ষলাভকামনায় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। সেই সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণ জিতেন্দ্রিয়; ক্ষুৎপিপাসা তাঁহাদিগকে কাতর করিতে পারিত না; ঈর্ষা, অহঙ্কার, মায়ামমতা প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি নিচয় তাঁহাদিগের হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিত; তাঁহারা সত্যপরায়ণ; তাঁহারা সর্ব্ব-ধর্ম্মবিদ্; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ তাঁহাদের জ্বলন্ত পুণ্যতেজে পরাহত হইয়াছিল। শমাদি স্বর্গীয় গুণনিচয় তাঁহাদের উন্নত ও উদার হৃদয়ের অলঙ্কার; তাঁহাদের মস্তকে জটাজাল, অঙ্গে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন। তাঁহারা ক্ষমাশীল, অনুগ্রহতৎপর; সর্ব্বজীবে তাঁহাদের সমান দয়া। তাঁহারা সকলেই সম-

তেজস্বী; ও সমান-প্রতাপশালী। সেই পুণ্যচরিত তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারিগণ অসার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনায় পরম ভক্তির সহিত সেই অতি পবিত্র নৈমিষকাননে নানাবিধ ব্রতচারণ দ্বারা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিতেছিলেন। কেহ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞপতি যজ্ঞেশ্বরের, কেহ বা জ্ঞানার্চ্চনা দ্বারা জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানাধারের, আবার কেহ বা ভক্তিদ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফললাভের উৎকৃষ্ট উপায় অবগত হইবার মানসে একদা সেই মহা তেজস্বী মহাত্মা মুনিগণ এক মহতী সভার অধিবেশন করিলেন। সেই সভাসীন ঊর্দ্ধরেতা ষড়্‌বিংশতি সহস্র মহর্ষিগণের যে, কত শিষ্য ও প্রশিষ্য, কে তাহার সঙ্খ্যা করিতে পারে? সেই অসংখ্য শিষ্যানুশিষ্যবৃন্দের সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া সেই বীতরাগ অনুগ্রহবান তাপসগণ প্রাজ্ঞচূড়ামণি ত্রিকালজ্ঞ শৌনককে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"হে তপোধন! এই সসাগরা সদ্বীপা ভূতলে কি কি পুণ্যক্ষেত্র ও পুণ্যতীর্থ আছে? ত্রিতাপপীড়িত * মোহান্ধ মানব কি প্রকারেই বা মুক্তি লাভ করিবে? কিসে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি মনুষ্যের ভক্তি অবিচলিত থাকিবে? ত্রিবিধ কর্ম্মের †

* আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

† সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। কাহার কাহারও মতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। শাস্ত্রকারগণ শেষোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের যে, ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত হইল;—

কি কি ফল লাভ হইবে? অদ্য আমাদিগকে সেই সমস্ত উপায় শিক্ষা দিউন।” ভাবিতাত্মা মুনিগণের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সুধিশ্রেষ্ঠ কোবিদ শৌনক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন;—“হে মহর্ষিগণ! পুণ্যময় সিদ্ধাশ্রমে পুরাণতত্ত্ববিৎ পরম পণ্ডিত সূত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বিশ্বরূপ জনার্দ্দনের পূজা করিতেছেন। যে ব্যাসদেব ভগবান্ নারায়ণের অংশ স্বরূপ, পৌরাণিকোত্তম সূত তাঁহারই শিষ্য, সুতরাং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নখদর্পণে প্রতিভাত হইতেছে। সেই লোমহর্ষণ সূত অতি শান্তহৃদয়; তিনি সকলকে পুরাণসংহিতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। হে মুনিবৃন্দ! পাপের প্রভাব প্রযুক্ত যুগে যুগে যখন মানবগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য মধুসূদন বেদব্যাসের রূপ ধারণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! বেদব্যাসমুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। শুনিয়াছি তাঁহারই নিকট সূতদেব সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিদ্ধাশ্রমস্থিত সেই সুধীবর পুরাণাবলি যেরূপ বিদিত আছেন, এমন আর কেহই নহে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পুরাণ অতি পবিত্র রত্ন;—ইহা বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রের সারভূত। পুরাণের মহিমা

“নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদরাভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥”

ত্রিভুবনে বিখ্যাত। এ জগতে যিনি পুরাণতত্ত্ব সম্যক অবগত আছেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান; শান্তচরিত, ও মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ। কিসে কর্ম্ম সফল ও ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, তৎসমস্ত তাঁহারই সুবিদিত। পুণ্যচরিত মুনীশ্বর জগতের মঙ্গল সাধনার্থ তৎসমস্ত বিষয় পুরাণসমূহে বর্ণন করিয়াছেন। মহাত্মা সূত এ সকল বৃত্তান্তই সবিশেষ অবগত আছেন; তিনি জ্ঞানের অর্ণব স্বরূপ; অতএব চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া এই সমস্ত দুরূহ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি।" সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শৌনকের এই অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে "সাধু" "সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর সেই তাপসগণ পুণ্যময় সিদ্ধাশ্রম-বনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন সেই পবিত্র কানন অতি সুন্দর। নয়নমনোহর অসংখ্য লতাগুল্ম, ও ফলপুষ্পশোভিত মহীরুহ-রাজি সেই বনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; কোথায় শুদ্ধচিত্ত শান্তিপ্রিয় মুনিগণ বৃক্ষাবলির স্নিগ্ধছায়াতলে গভীর তপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কোথাও আশ্রমমৃগগণ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কোথাও বা স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ সরোবরসমূহ বিরাজমান; নানা দিগ্দেশ হইতে অতিথিগণ সমাগত হইয়া সেই সমস্ত সরসির পবিত্র জলে অবগাহন করিতেছে এবং আতিথের দ্বিজগণের নিকট সৎকার লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতেছে। বলিতে কি, সেই তপোবন প্রকৃত শান্তিরসের আস্পদ।

শৌনক প্রমুখ মুনিগণ সেই পবিত্র সিদ্ধাশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সূতকে দেখিতে পাইলেন;—দেখিলেন তিনি অগ্নিষ্টোমদ্বারা অনাদি অনন্তদেব অপরাজিত ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতেছেন।

পবিত্রহৃদয় লোমহর্ষণ পুণ্যচরিত প্রথিততেজা মুনিগণকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধানে তাঁহাদের সৎকার ও অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা মহাত্মা সূতের অবভৃত স্নান প্রতীক্ষা করিয়া সেই যজ্ঞবাটীকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যজ্ঞাবসানে অল্পক্ষণ মধ্যে শাস্ত্রোক্ত স্নান সমাপন করিয়া তিনি তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ বলিতে লাগিলেন;—"হে সুব্রত! জানি আপনি বড়ই আতিথেয়; আপনার জ্ঞান ও অতিথি-সৎকার ত্রিলোকবিখ্যাত; আজি আমরা আপনার নিকট অতিথি হইয়াছি। এক্ষণে জ্ঞানরূপ উপচারের দ্বারা আমাদিগের যথাবিধি সৎকার করুন। অমরগণ যেমন চন্দ্রকলার অমৃত পান করিয়া প্রাণধারণ করেন, আপনি সেইরূপ সুধিগণের মুখঃনিসৃত সুধা পান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের যে সকল প্রশ্ন আছে, তৎসমস্তের উত্তর দিয়া চরিতার্থ করুন। হে তাত! যাঁহা হইতে এই অখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে; যিনি ইহার আধারস্বরূপ; যিনি আত্মাস্বরূপ ইহার সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার উপরি ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং অন্তে যাঁহাতে ইহা লয় প্রাপ্ত হইবে; সেই অনন্তদেব সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে কি উপায়ে প্রসন্ন করিতে পারা যায়? কি প্রকারেই বা তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য?

লোকের বর্ণাশ্রম ও আচার ব্যবহার কেন স্থাপিত হইয়াছে? কেনই বা অতিথি-পূজা কর্ত্তব্য? মানবের ক্রিয়া-কলাপ কি প্রকারে সফল হয়? কি উপায়েই বা তাহারা মোক্ষলাভ করিতে পারে? ভক্তি কি? এবং ভক্তি দ্বারাই বা কিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে? হে মুনিশ্রেষ্ঠ সূত! এই সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া আপনি আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন। আপনার বচন অমৃতস্বরূপ; তাহা পান করিয়া সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন।"

মহোচ্চহৃদয় মুনিগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য সুধিবর সূত বিনয়াবনতভাবে বলিলেন;—"হে মুনিগণ! আপনাদের অভীষ্ট বিষয় বর্ণন করিতেছি;—অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আপনারা অদ্য যে সকল সারগর্ভ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষি নারদ পরম পবিত্র মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট তৎসমস্ত বিষয়ের উত্তর অনেক দিন দিয়াছেন। যে গ্রন্থে তৎসমস্ত বিষয় পরিকথিত হইয়াছে, তাহা নারদীয় পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। সেই পবিত্র পুরাণ অতি বৃহৎ; তাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ প্রশমিত এবং দুষ্টগ্রহ নিবারিত হয়; তাহা দুঃস্বপ্ননাশন ও মোক্ষপ্রদ। হে মহাত্মগণ! সেই মহা পুরাণ ভগবান্ নারায়ণের কথায় পরিপূর্ণ; তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে সর্ব্বকল্যাণ ও সিদ্ধি লাভ করা যায়। বলিতে কি তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতুভূত মহা ফল স্বরূপ। অতএব আপনারা অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি মহাপাতকগ্রস্ত, অথবা যাহাকে সর্ব্ব পাপ আশ্রয় করিয়াছে, সে যদি এই

দিব্য আর্ষ্য পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ ও কুগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এ পুরাণ পাঠে যে মহাপুণ্য লাভ হয়, তাহার কথা কি বলিব? যে ব্যক্তি ইহার এক অধ্যায় পাঠ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যে ইহার দুই অধ্যায় পাঠ করে, সে অগ্নিষ্টোম ফললাভ করিতে পারে। হে ঋষিবৃন্দ! জ্যৈষ্ঠ মাসে মূলানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যতোয়া যমুনায় স্নান পূর্ব্বক মথুরানগরে সংযমী ও উপবাসী হইয়া যথা-বিধানে বিষ্ণুকে পূজা করিলে মানব অযুত জন্মের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং পরমব্রহ্মের পবিত্র পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থলেই মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই পরম পবিত্র পুরাণের দশাধ্যায় ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে লোকে সেই যোগীবাঞ্ছিত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেখুন, ভগবান্ অচ্যুত যখন ইহাতে সন্তুষ্ট,তখন সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজাগ্রগণ্য মুনিগণ! সেইজন্য এই শ্রাব্যের পরমশ্রাব্য, পবিত্রতার আস্পদীভূত, দুঃস্বপ্ননাশন, পুণ্যময় পুরাণ অতীব যত্নসহকারে আপনাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহার শ্লোক অথবা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করে, সে সদ্য কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। এই পুরাণকাহিনী অতি গুহ্য; ইহা পুণ্যময় বিষ্ণুনিকেতনে অথবা সভাস্থলে পাঠ করিবে; সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদিগেরই ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। লোভী, দাম্ভিক, অহংজ্ঞানগর্ব্বিত, ব্রহ্মদ্বেষী মূঢ়দিগের নিকট ইহা বলিতে নাই। যাঁহারা কামাদি রিপুগণকে

দমন করিতে পারেন, বিষ্ণুতে যাঁহাদের অচলা ভক্তি; যাঁহারা গুরুভক্ত; তাঁহাদের ইহা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

"হে ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল! ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বদেবের আস্পদ; সংসারযন্ত্রণায় কাতর হইয়া যে ব্যক্তি ভক্তিগদ্গদভাবে তাঁহাকে একবার স্মরণ করে, ভক্তবৎসল নারায়ণ অমনি তাহার সকল দুঃখ দূর করেন। তিনি যে ভক্তিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি একবার তাঁহাকে ডাকিলে, একবার তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিলে, অমনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে। অহো! সেই মধুসূদন এই সংসাররূপ ঘোর বিশাল কান্তারের দাবাগ্নিস্বরূপ। তাঁহার তেজ অধৃষ্য, তাঁহার প্রতাপ অনভিভবনীয়। হে মুনিসত্তমগণ! যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে, তিনি অচিরে তাহাদের সর্ব্ব পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। এই নারদীয় পুরাণ সেই সর্ব্বদেময় মধুসূদনের প্রতিকৃতিস্বরূপ। ইহা পুণ্যময় ও অনুত্তম; সুতরাং ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। এই পুরাণ শ্রবণে যাহার ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই কৃতকৃত্য; সেই মানবই সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদ। হে দ্বিজগণ! এই মোক্ষফলপ্রদ পুরাণ শ্রবণ করিলে বুদ্ধি বিচলিত হয় না, মানব ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয় না; সেইজন্য ইহা হইতে যে তপ অর্জ্জিত হয়, তাহাই পুণ্য; যে সত্য লব্ধ হয়, তাহাই সফল। যাঁহারা সৎকথায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই সুজাত, তাঁহারাই জগতের হিতকর্ত্তা। কিন্তু যে নরাধমগণ

লোকের নিন্দা করে; যাহারা কলহতৎপর এবং পুরাণ সমূহের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিয়া থাকে, তাহারা পাপী; তাহারা পুণ্যবর্জ্জিত; তাহারা সকল কর্ম্মের হন্তারক। যে পাপিষ্ঠ পুরাণাবলির পবিত্র বাক্যে অবিশ্বাস অথবা নিন্দা করে; সে মরণান্তে নিরয়গামী হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যতদিন এই স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ সৃষ্টি করিবেন, ততদিন সেই নরাধম নিরন্তর দারুণ নরকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকিবে।

"অহো! পাপপুণ্যের নিদানীভূত "অর্থবাদ" ও "নারায়ণ" চতুরক্ষরযুক্ত এই দুইটী বাক্যের কি গভীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ! ইহাদের উচ্চারণে কি ভিন্ন ভিন্ন ফলোদয়! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক পবিত্র পুরাণরচনে যাহারা বিতর্ক উপস্থিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকভাজন। ইহ জগতে যিনি অনায়াসে পুণ্য অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, অসংশয়িতচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁহার পুরাণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অপরাপর গ্রন্থের অনাদর করিয়া পুরাণ শ্রবণে যাঁহার মতি অচলা থাকে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। যে মানব সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহবাসে কাল অতিপাত করে, দেবার্চ্চন যাহার প্রধান ব্রত, সৎকথা ও সদুপদেশে যে নিরন্তর রত থাকে, সেই মানবই ধন্য;—দেহাবসানে সে ব্যক্তি নারায়ণের তুল্য তেজস্বী হইয়া যোগীবাঞ্ছিত পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বুধগণ! হরিভক্তিপূর্ণ এই পরম পবিত্র উৎকৃষ্ট নারদ নামধেয় পুরাণ শ্রবণ করুন।

যিনি জগতের আদিকর্ত্তা, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু; স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে যিনি সর্ব্বলোকে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি এই পুরাণ পাঠে প্রবৃত্ত হয়, সে দোষমুক্ত হইয়া থাকে; তাহাকে আর কঠোর জঠরযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হয় না; সে অন্তিমে নয়ন মুদ্রিত করিবার সময় সেই তেজোময় বরদ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পরমানন্দ সহকারে মোক্ষপদ লাভ করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এ তিনটী নাম কি?—ইহা সেই সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণান্বিত অনন্তদেব নারায়ণের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। এই ত্রিমূর্ত্তিতে তিনি এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর আদিদেবকে যে অন্তরের সহিত ভক্তি ও পূজা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে নাম পবিত্র ও বিশুদ্ধ; সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের লোক যে নাম নিঃসন্দেহে ধ্যান করিতে পারে; যাহা শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ; যাহা পরমের ও পরম; যাহা বেদান্তেরও বেদ্য; সর্ব্ব পুরাণবিৎপণ্ডিতগণ পরম ভক্তিসহকারে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন; তাহা ভজনা করা মুমুক্ষুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মুরারি নরকান্তকারী নারায়ণের সেই সমস্ত মাহাত্ম্য এই পবিত্র পুরাণে বর্ণিত আছে।

"হে পণ্ডিতগণ! এই পরম পবিত্র হরিকথা ধার্ম্মিক, শ্রদ্ধাবান্, মুমুক্ষু, ধীমান্ অথবা বীতরাগ ব্যক্তিগণের নিকট বক্তব্য। দেবালয়ে, পুণ্য তীর্থে, পুণ্যক্ষেত্রে, অথবা পবিত্র সভাগৃহে ইহা কীর্ত্তন করিবে; সন্ধ্যাকালে ইহা

পাঠ করিতে নাই। যাহারা উচ্ছিষ্টদেশে অথবা অপবিত্র স্থলে এই পবিত্র পুরাণ পাঠ করে, তাহারা চিরকাল ঘোর নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে; যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন সেই নরাধমগণ নরকের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে থাকিবে। ভক্তিবর্জ্জিত, দম্ভান্ধ, কিম্বা বৃথা আমোদের বশবর্ত্তী হইয়া যে মূঢ় ইহা পাঠ করে, সেও সেই মহাঘোর নরকে অনন্ত কালের জন্য নিপীড়িত হইয়া থাকে। এই মোক্ষপ্রদ হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করিতে যে ব্যক্তি অন্য কথার অবতারণা করে, সে মহাপাতকী। অতএব শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অবহিত চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; যাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল, সে ইহ জগতে কোন বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় না; তাহার পক্ষে সুখভোগ বিড়ম্বনা মাত্র। বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি কোন বিষয়েরই স্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার মনই স্থির নয়, তাহার সুখ কোথায়? সেইজন্য বলিতেছি যে, একমন হইয়া হরিকথামৃত পান করিবে। ভাবিয়া দেখুন, হে বুধশ্রেষ্ঠগণ! যাহার মন নিরন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সে ব্যক্তি যোগসিদ্ধি যে কি অপূর্ব্ব অপার্থিব সামগ্রী, তাহা কি জানিতে পারে? সেইজন্য আবার বলিতেছি যে, সমাহিতমনা হইয়া দুঃখপ্রদ সর্ব্বকাম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে অচ্যুত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। যে কোন উপায়ে হউক নারায়ণকে স্মরণ করিতে পারিলে পাতকীও নিশ্চয় ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অব্যয়,

অক্ষয়, অনন্তদেব নারায়ণে যাহার অটল ভক্তি, তাহারই জন্ম সার্থক ;—মুক্তি তাহার করস্থিত। হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গফল ও পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুমেরুপর্ব্বতে সনৎকুমারাদি মুনিগণের আগমন
এবং নারদের হরিস্তব।

পুরাণতত্ত্ববিৎ সূতের অমৃতায়মান বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং কৌতূহল ও আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে দয়ার্ণব! দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে কেন সকল ধর্ম্মের বিবরণ বলিয়াছিলেন? কি প্রকারে এবং কোন্ পুণ্যক্ষেত্রে সেই ব্রহ্মজ্ঞ তপোধনদ্বয় মিলিত হইয়াছিলেন? তাঁহাদের মধ্যে কি কি কথোপকথন হইয়াছিল এবং নারদই বা ধর্ম্মসম্বন্ধে কি কি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন; অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।”

অনন্তর মহর্ষি সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;— “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সনকাদি যে পরম ধার্ম্মিক চারি পুত্র আছেন, তাঁহারা সকলেই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও ঊর্দ্ধরেতা। সেই পরমযোগী পুত্র

চতুষ্টয়ের নাম সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই তেজ অপ্রমেয়, জ্যোতিঃ সহস্র সূর্য্যের ন্যায়। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুভক্ত, ব্রহ্মধ্যানপরও সত্যসন্ধ; সকলেই মোক্ষলাভে সমুৎসুক। একদা সেই মহা তেজস্বী মহাত্মগণ ব্রহ্মার সভা পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে পরম পবিত্র সুমেরুশৃঙ্গে সমাগত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপদোদ্ভবা পুণ্যসলিলা শীতাখ্যা সুরনদীকে অবলোকন করিয়া সকলে তাঁহার পবিত্র জলে স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের পবিত্র নাম মালা গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তিনি সুধাময় স্বরে ভক্তি গদগদভাবে বলিতেছিলেন,—'হে অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব, নারায়ণ! হে জনার্দ্দন, যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ! হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো! আপনাকে প্রণাম করি। হে পদ্মাক্ষ, কমলাকান্ত, গঙ্গাজনক, কেশব! হে ক্ষীরোদশায়িন্, দেবদেব দামোদর! আপনার চরণে নমস্কার। হে নৃহরে! হে মুরারে! হে প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, অজ, অনিরুদ্ধ! হে বিশ্বরূপ! আমাদিগকে নিরন্তর সকল ভয় হইতে রক্ষা করুন।" এইরূপে হরিনামমালা উচ্চারণ পূর্ব্বক অখিল জগৎ পবিত্র করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ পতিতপাবনী সুরধুনী তীরে আগমন করিলেন। তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সনকাদি মহাতেজস্বী মুনিগণ তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ নারদও তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া সকলে মনোরম গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলে নারদ নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তব পাঠ সমাপ্ত হইলে সনৎকুমার সবিনয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মুনিগৌরব মহাপ্রাজ্ঞ নারদ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, জগতে তোমার অপেক্ষা অধিকতর হরিভক্তিপরায়ণ কেহই নাই। যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গমসঙ্কুল অখিল জগৎ সঞ্জাত হইল, যাঁহার চরণে পতিতপাবনী গঙ্গা জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সর্ব্বদেব-ময় হরিকে কি প্রকারে জানা যাইবে? হে মহামুনে! কি প্রকারেই বা ত্রিবিধ কর্ম্ম সফল হয়? কি প্রকারে অজ্ঞানান্ধ মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে? তপস্যার লক্ষণ কি? কিরূপে অতিথি পূজা করিতে হয়? ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসন্নতা কি উপায়ে লাভ করা যায়? হরিভক্তিদায়ক এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিউন।"

সত্যসন্ধ সনৎকুমারের এই সকল পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নারদ পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন; তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় শান্তিরসে পরিপ্লুত হইল। হরিনামামৃত পানে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিগদগদভাবে তিনি ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন;—"পরাৎপরতর পরব্রহ্ম নারায়ণকে নমস্কার। যিনি জ্ঞানাজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি স্ব স্বরূপ; যিনি নির্গুণ হইয়া ও মায়াময়; যিনি যোগরূপ; সেই যোগেশ্বর যোগমূর্ত্তি ও যোগগম্য নারায়ণকে নমস্কার।

যিনি জ্ঞানস্বরূপ; যিনি জ্ঞানগম্য; যিনি সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র হেতুভূত; সেই জ্ঞানেশ্বর যোগেন্দ্রকে নমস্কার। যিনি ধ্যানস্বরূপ; যিনি সকলের ধ্যানগম্য; যাঁহাকে ধ্যান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়; সেই ধ্যানেশ্বর ধ্যেয়স্বরূপ, পরমেশ্বর ভগবান্‌কে নমস্কার। স্বর্গে আদিত্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি ও বিধাতা প্রভৃতি দেবগণ; অন্তরীক্ষে সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি দেবযোনি সমূহ; মর্ত্তে মানবগণ এবং রসাতলে নাগগণ যাঁহার অনন্ত শক্তির কার্য্যস্বরূপ, সেই অনাদি, অজ, স্তুত্য ও স্তুতীশ পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার পবিত্র নাম দিবারাত্রি স্মরণ করাতে পুণ্যশীল ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্বপ্নেও যমকে দেখিতে পান না; যাঁহাকে বিরিঞ্চিপ্রমুখ লোকপালগণ আজিও জানিতে পারেন নাই; সেই দেবাদিদেব পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মরূপে সকল জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে সকলকে পালন এবং মহেশ্বর মূর্ত্তিতে সমস্ত বিনাশ করেন; কল্পাবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন কারণ সলিলে বিলীন হইলে যিনি তদুপরি শয়ান থাকেন, সেই অজ ও অনন্ত মহাদেবকে নমস্কার। যিনি শিবভাবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শিবস্বরূপ, হরিভক্তদিগের পক্ষে হরিস্বরূপ; অর্থাৎ যে যে ভাবে তাঁহাকে পূজা করে, যিনি সেই মূর্ত্তিতেই তাহার মনোরথ পূর্ণ করেন সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার। যিনি কেশিহন্তা; যিনি অন্তকেরও অন্তক; যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; ভুজাগ্র মাত্রে যিনি অবলীলা-ক্রমে গিরিশৃঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন; ভূভার হরণের নিমিত্ত

যিনি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই মহাদেব পুত্র দেবাদিদেব নারায়ণকে নমস্কার। উগ্র নৃসিংহ মূর্ত্তিতে স্তম্ভে অবতীর্ণ হইয়া পাষাণবৎ কঠিন হিরণ্যবক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক যিনি স্বীয় পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রুদ্র, মরুৎ, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভেদে যিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, সেই আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহা হইতে চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত; অন্তে যাঁহাতে সমস্তই লীন হইবে, সেই অনন্ত দেবকে নমস্কার। জগতের হিতার্থ হয়াখ্য অসুরকে জয় করিয়া যিনি মৎস্যরূপে বেদগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন; দেবতাদিগের অমৃতমন্থনে ক্ষীরোদসাগরে যিনি কূর্ম্মরূপে মন্দরগিরি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং বরাহরূপে স্বীয় দশন সাহায্যে অনন্ত সমুদ্র হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জগদেকদেবকে নমস্কার। বলি-রাজাকে ছলনা করিয়া যিনি যুগল পদে স্বর্গ মর্ত্ত আবরণ করিয়াছিলেন, দর্পহারী সেই বামনদেবকে নমস্কার। হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ঘোরতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার জন্য যিনি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়াছিলেন, সেই জমদগ্নিসুত জগৎপিতাকে নমস্কার। বলদর্পিত দশাননের দর্পসংহারার্থ যিনি চারি মূর্ত্তিতে আবি-র্ভূত হইয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, দশরথ-তনয় লোকাভিরাম সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার। দুই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া যিনি মুষল ও হলের সাহায্যে বসুন্ধরার দুর্ব্বহ ভার লাঘব করিয়াছিলেন, সেই বলরূপ বলদেবকে

নমস্কার। কৃতযুগের আদিকালে এবং কলির অন্তে অধর্ম্মাচারী জীবগণকে তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা সংহার করিয়া যিনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন; সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার। এইরূপে অনন্ত মূর্ত্তিতে যিনি জগতে বিরাজ করেন; স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্ব-ভূতে যিনি সর্ব্বদা অবস্থিত; যাঁহার নাম স্মরণে প্রচণ্ড পাতকী অজামিল ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল, সেই পরমপুরুষকে নমস্কার। মহাত্মাদিগের কর্ম্ম ও তপ যাঁহার রূপস্বরূপ; যিনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞানস্বরূপ, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সহস্রশির শান্তমূর্ত্তি সর্ব্বেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; যিনি পরমাণুরও অনীয়ান্, মহতেরও মহত্তর; গুহ্যের গুহ্যতম; সেই লোককর্ত্তা জগদীশ্বরকে নমস্কার!”

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি-বর্ণন।

বৈষ্ণবশিরোমণি নারদের এই পরমার্থপূর্ণ হরিস্তব উচ্চ, সময় সুধান্বিত স্বরে উচ্চারিত হইয়া উপস্থিত সজ্জনের

মনোহরণ করিল। তাঁহাদের নয়ন দিয়া অজস্র ভক্তিবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পরমানন্দে পুলকিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নারদের বহুল প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন পূর্ব্বক সেই মুনীশ্বরগণ বলিলেন "এই স্তোত্র অদ্য হইতে নারদ স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঘোর পাপীও যদি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনন্ত সুখের নিকেতন বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে।"

অনন্তর নারদ সুধিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের সেই পরমার্থপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দানার্থ ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—"হে ব্রহ্মর্ষে! ভগবান্ নারায়ণ অক্ষর, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও নিরঞ্জন। তাঁহা কর্ত্তৃকই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই চরাচর জগতের সৃষ্টির আদি কালে স্বপ্রকাশ জগন্ময় মহাবিষ্ণু ত্রিগুণভেদে তিনটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। জগতের সৃষ্টির জন্য তিনি স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে, জগতের সংহারার্থ মধ্য অঙ্গ হইতে রুদ্রাখ্য ঈশানকে এবং ইহার পালনার্থ বামাঙ্গ হইতে অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব, আদিসর্গে ভগবান্ মহাবিষ্ণু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ার্থ ঐ মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেবাদিদেবকে লোকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে রুদ্র, কেহ বিষ্ণু, কেহ ধাতা এবং কেহবা ব্রহ্মা রূপে চিন্তা করেন। সেই পরাৎপর বিষ্ণুর শক্তি জগতে পরিব্যাপ্ত

রহিয়াছে। তাহা ভাব ও অভাব এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপিনী।

"হে দ্বিজোত্তম! এই শক্তি দ্বিবিধ,—অন্তরঙ্গা ও বহি-রঙ্গা; যাহা অন্তরঙ্গা, তাহাই চিৎ-শক্তি, তাহাই মহামায়া, এবং যাহা বহিরঙ্গা, তাহাই মায়া। এই মায়াই সকল দুঃখ, সমস্ত কষ্ট, সকল অনর্থ এবং জননমরণের মূলীভূত কারণ। এই মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মানব অব্যয় অভিন্নাত্মা ঈশ্বরে ভিন্নতা আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু, হে মুনিসত্তম! যখন লোকের জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়; যখন তাহাদের কিছুই জানিবার থাকে না; যখন তাহাদের জ্ঞান পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়;—জ্ঞেয় সত্য সনাতন আনন্দপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে অহো-রাত্রি তাহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকেন; যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করে, সেই দিকেই নিত্য ও নিরঞ্জন পরমানন্দ অদ্বৈত প্রভুকেই দেখিতে পায়। সকলই আনন্দ,—সমস্তই ব্রহ্মময়;—সর্ব্বত্রই হ্লাদিনী শক্তি বিরাজমান। আর কিছুই নাই;—সব—সবই ব্রহ্মময়। অহো! কি সুখ!—কি স্বর্গ! তখন সমস্ত জগৎই স্বর্গময়! হে মহাত্মন্! যখন মানবের উক্তরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা হয়, তখনই তাহারা মুক্ত; সেই মুহূর্ত্ত হইতে আর তাহাদিগকে জন্মমৃত্যু ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যাহা হইতে মানব এরূপ শ্রেষ্ঠ সংস্কার লাভ করে, তাহাই বিদ্যা। যোগিগণ বিদ্যাকে সর্ব্বৈকভাবনা বুদ্ধি বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া থাকেন। মানব এই বিদ্যা যতদিন লাভ করিতে না পারে, ততদিন অবিদ্যার

বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, ততদিন মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া,—জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এ সংসারে কেবল যাতায়াত করিয়া থাকে। হায়! তাহাদের গমনাগমনই সার!

"হে যোগীন্দ্র সনৎকুমার! এই বিশ্ব চরাচর বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। সুতরাং ইহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ অভিন্ন; বলিতে কি ইহাই তিনি; তাঁহা হইতেই ইহার চেষ্টা চৈতন্য। আকাশ এক—নিত্য—অনন্ত—অসীম—সর্ব্বব্যাপী। ইহার নাশ নাই—আকৃতি নাই—ক্ষয় নাই। কিন্তু ঘটাকাশ, পটাকাশ, বিলাকাশ প্রভৃতি উপাধিভেদে ইহা যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধিভেদে জগদ্ব্যাপী, নিত্য, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম, এবং তাঁহার পরা শক্তি ও এই নিখিল জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত; এবং অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন নিজ আশ্রয়স্বরূপ অঙ্গারকে ব্যাপিয়া বিরাজ করে, ভগবান্ মহাবিষ্ণু এবং তাঁহার শক্তিও সেইরূপ জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। হে মুনে! সেই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে অম্বিকা; কেহ কেহ লক্ষ্মী; কেহ ভারতী; কেহ গিরিজা; কেহবা উমা; আবার কেহ কেহ বা দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বা ঐন্দ্রী নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পরমতত্ত্বজ্ঞ পরমর্ষিগণ সেই আদ্যাশক্তিকে প্রকৃতি ও পরা অভিধা দান করিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনীন্দ্র! বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি হইতেই জগৎ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। সেই শক্তির মহিমা কে বুঝিবে? কে তাহার নিগূঢ় মাহাত্ম্য

সম্যক্ কীৰ্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে? এই অনন্ত নিখিল জগতের সর্ব্বস্থলে তাহা কোথায় ব্যক্ত, কোথায় বা অব্যক্ত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু, তাহা বলিয়া তিনি ভিন্ন নহেন। মোহান্ধ মানবগণই তাঁহাকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। হে মহাত্মন্! এরূপ ভেদজ্ঞান অবিদ্যা হইতে জনিত। পরমতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অবিদ্যাকে ভগবানের মায়া বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমা বিদ্যার প্রভাবে মোহকরী মায়ার গভীর ইন্দ্রজাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী; তাঁহারা যন্ত্রণাময় ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়েন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই মায়ার * ছলনায়

* বিবিধ লোকে মায়ার বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ বলেন, মায়া বিসদৃশপ্রতীতিসাধিনী; কেহ বলেন, তাহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; আবার কেহবা বর্ণন করেন;—

বিচিত্রকার্য্যকারণা অচিন্তিতফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা॥
দেবীপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়।

পণ্ডিতগণ মায়ার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন;—

মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ২৭ অধ্যায়।

ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, মায়া যথার্থই একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি। এই শক্তির প্রভাবেই জগৎসংসার চলিতেছে; ইহাই সকলের অদৃষ্টদেবতা; বলিতে কি ইহাই জগৎ। তুমি আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি?—কোথা যাইব? বুঝিয়া দেখ, সবই মায়া,—অজ্ঞানান্ধতা—বিচিত্রতা! যতদিন এই মায়ার আবরণ উন্মুক্ত না হইতেছে, যতদিন পরমার্থ জ্ঞানের সাহায্যে অবিদ্যা বিদ্যাতে পরিণত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জননমরণ কষ্ট কে দূর করিবে?

বিভ্রান্ত হইয়া মোহান্ধ মানব অহংজ্ঞানে গর্ব্বিত ও জ্ঞানহীন হইয়া থাকে। 'ইনি আত্মীয়, উনি পর; ইহা নিজের; উহা পরের; এই বিপুল বিষয় বিভব আমার নিজের; আমি সর্ব্বময় কর্ত্তা; আমি সকলের অধীশ্বর; বিশাল রাজ্যের অধিপতি!' বিমূঢ় মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এইরূপ অহঙ্কৃত চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দান করে; কিন্তু তাহারা একবার ভাবিয়া দেখে না যে, সকলই মায়া,—ভোজ-বাজি,—প্রহেলিকা। তাহারা একবার বুঝিয়া দেখে না যে, আত্মা ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নিজের নাই। মায়াজনিত এই সকল ভেদাত্মিকা চিন্তা ও ভাবনা সকল দুঃখের, সকল কষ্টের, সমস্ত অনর্থের মূলীভূত কারণ।

"হে মহর্ষে! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মহীয়সী শক্তি প্রকৃতি, পুরুষও কালরূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত। তাহা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আধার। প্রকৃতির প্রতিকৃতি স্বরূপ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা হইতেও যিনি প্রধান-তর দেব, তিনি নিত্য নামে অভিহিত; যিনি পরম পুরুষ-রূপে জগতের রক্ষা করিতেছেন, তাঁহা হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠতর, তিনি অব্যয় পরমপদ নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি কালরূপে ইহার সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহা হইতে যিনি পরতর, তিনি অক্ষর। কিন্তু হে মহামুনে! যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের একমাত্র আধার; যিনি স্বয়ং নিত্য, অব্যয় ও অক্ষর; তিনি কত উচ্চ, কত মহান্! হে মহাপ্রাজ্ঞ!

ভাবিয়া দেখুন, মানব সকল শিক্ষা লাভ করিয়াও কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। হায়, এই রিপুতন্ত্র পঞ্চভূতাত্মক দেহই অপূর্ণ! মোহান্ধ মানবগণ অহংজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া যে দেহের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর, তাহা যে পতনশীল; সে রূপের গৌরব যে ক্ষণিক; স্বল্পকাল পরেই সেই কমনীয় কান্ত কলেবর যে বিকল ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা তাহারা একবার ভাবিয়া দেখে না। হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিপুঙ্গব! এ জগতে সকলই অপূর্ণ;—কেবল সেই সত্যস্বরূপ, শুদ্ধ, সনাতন পরমব্রহ্মই পরিপূর্ণ। সেই পরমাত্মা ত্রি-অহঙ্কারযুক্ত*; মূঢ়গণই ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে দেহী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

"হে মহাত্মন্! জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত, সেই আনন্দরূপ পরমাত্মাই জগতের শ্রেষ্ঠ দেব; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই। সেই অন্তর্যামী, জগৎস্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন পরমেশ্বর ভিন্ন ও অভিন্নরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই শক্তি বিশ্বোৎপত্তির নিদান বলিয়া বুধগণকর্ত্তৃক মহামায়া প্রকৃতি নামে অভিহিতা। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল তাঁহারই ত্রিমূর্ত্তি মাত্র। তাঁহার নাম নাই,—উপাধি নাই; ভাবিতাত্মা যোগিগণ তাঁহার অনন্ত মাহাত্ম্য অজ্ঞমানবের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত উপচার দ্বারা পরব্রহ্ম নারায়ণাদি উপাধি

---

* সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ; রাজস অহঙ্কার হইতে দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভত ও তাহাদিগের গুণ উৎপন্ন হইয়াছে।

অর্পণ করিয়াছেন। সেই পরম শুদ্ধ, অক্ষয়, অনন্ত, কালরূপী মহেশ্বর গুণরূপী ও গুণাধার; তিনিই জগতের আদিকর্ত্তা।

"হে ব্রহ্মর্ষে! অতঃপর নিখিল জগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরুষরূপী জগদ্‌গুরু আদিদেব সৃষ্ট্যর্থ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে মহামায়া প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠিলেন; তখন মহৎ চৈতন্য প্রাদুর্ভূত হইল; তাহা হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও দশেন্দ্রিয় জনিত হইল। হে মহামুনে! সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র সমূহ হইতে জগতের জন্য ভূত সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহা তামসী সৃষ্টি; সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মা পর্ব্বত ও বৃক্ষ-লতাগুল্মাদি সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি নাই, ইহারা সাধনাহীন; সুতরাং তাহাতে সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়াতে পশু, পক্ষী ও মৃগাদি সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ইহারাও অসাধক; সুতরাং ইহাতেও সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়াতে দেব সর্গ এবং তাহার পর মানুষ সর্গ কল্পনা করিলেন। অনন্তর পদ্মজন্মা ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষাদি স্বীয় মানসপুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও মানব পরিব্যাপ্ত জগৎ সৃষ্ট হইল। সেই জগৎ সপ্তলোক ও সপ্ত পাতালে বিভক্ত। হে মুনিপুঙ্গব! সেই সপ্তলোক পরম পবিত্র; তৎসমুদায়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি,—শ্রবণ করুন। ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য;—এই

সপ্তলোক সপ্ত পাতালের উপরিভাগে স্থিত। সেই সপ্ত পাতাল,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, তন্নিম্নে রসাতল এবং সর্ব্বাধঃ পাতাল অধিষ্ঠিত। এই সপ্ত পাতাল ক্রমান্বয়ে নিম্ন হইতে নিম্নতর এবং পরিশেষে নিম্নতম প্রদেশে স্থিত। ইহাদের নিম্নতমের অধিকতর নিম্ন তলে আর কোন জীবের বসতি নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই সমস্ত লোকে লোকপাল এবং প্রত্যেক লোকে কুলাচল, নদী ও যথাযোগ্য হ্রদাদি স্থাপিত হইল। হে মহাভাগ! ভূতলস্থ সমস্ত ভূধরের মধ্যে সুমেরুই * শ্রেষ্ঠ

---

* রাজস্থানের প্রথমখণ্ডে এই সুমেরু সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং তত বিস্তৃত অনুশীলন এস্থলে নিষ্প্রয়োজন-বোধে ইহার স্থিতিভূমি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা গেল। মৎস্যপুরাণে এই দেবগিরির সীমাবর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, সুমেরুর উত্তরে উত্তরকুরু প্রদেশ; পশ্চিমে কেতুমাল; দক্ষিণে ভারত এবং পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ। অপিচ পদ্মপুরাণ ১২৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে:—

তস্য শৈলস্য শিখরাৎ ক্ষীরধারা, মহামতে!
বিশ্বরূপা পরিমিতা ভীমনির্ঘাতনিস্বনা।
পুণ্যা পুণ্যতমৈর্জ্জুষ্টা গঙ্গা ভাগীরথী শুভা।
মেরোস্তু শিখরাদ্দেবী ভিদ্যমানা চতুর্বিধা।
হিমালয়ং বিনির্ভেদ্য ভারতং বর্ষমেত্য চ।
লবণাম্বুধিমভ্যেতি দক্ষিণস্যাং দিশি, দ্বিজ!

ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, বাস্তবিক মেরু একটী কাল্পনিক পর্ব্বত নহে। ভাগীরথী গঙ্গা ইহার শিখরদেশে সম্ভূত হইয়া হিমালয় ভেদ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ দিয়া লবণসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে যে কয়েকটী দেশ ইহার চতুঃসীমায় স্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তরকুরু ও ভারতবর্ষই আধুনিক ভূগোলবিদ্দিগের বিদিত। উত্তরকুরু প্রদেশ গ্রীসীয় ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক "উত্তর কোরা" (Ottora Cora) নামে অভিহিত। উত্তরা কোরা আজিও আশিয়ার অনেক মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুমেরু হিমগিরি ও বুলরট্যাগ পর্ব্বতের মধ্যে স্থাপিত।

ও পবিত্রতম। ইহা পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। এই পূততম পরম রমণীয় পর্ব্বতে দেবতাগণ বাস করেন। এতদ্ভিন্ন লোকালোক প্রভৃতি আরও অনেক শৈলমালা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এই ভূতলে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র। প্রত্যেকটীতেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল এবং বহু নদনদী বিরাজিত। অমরসন্নিভ মানবগণ সেই সমস্ত দ্বীপে বাস করিয়া থাকে। সেই সপ্তদ্বীপ জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক * ও পুষ্কর; এই সপ্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল—এই সপ্ত সমুদ্রে সমাবৃত। ক্ষীরোদধির উত্তর এবং হিমাচলের দক্ষিণভাগে যে সুবিশাল ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভারতভূমি অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ। অদ্যাপি দেবতাগণও এই ভারতক্ষেত্রে জন্ম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। হায়! কবে আমরা অক্ষয়, ও বিমল পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এই পবিত্রতম ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিব? কবে মহান্ পুণ্যের সাহায্যে আমরা পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হইব? কবে বিবিধ দান, যজ্ঞ ও তপ অনুষ্ঠান দ্বারা অনন্তশায়ী ভগবান্‌কে পূজা করিয়া আমরা যোগাবাঞ্ছিত রত্ন লাভ করিব? কবে ভক্তি, কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা জ্ঞান দ্বারা নিত্যানন্দময় প্রভু জগদীশকে সন্তুষ্ট করিয়া পরমানন্দপূর্ণ পবিত্র নিকেতনে স্থান পাইব? আশা সফল হইবে না?—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোরথ পূর্ণ

---

* ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যে স্থাপিত। শাকদ্বীপ গ্রীসীয় ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক সিথিয়া (Scythia) নামে অভিহিত। পণ্ডিতবর ষ্ট্রাবো বলেন কাস্পীয়ান হ্রদের পূর্ব্বস্থিত প্রদেশ শিথিয়া নামে অভিহিত।

না করিয়া কথনই থাকিতে পারিবেন না।” বলিতে বলিতে হরিভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের নয়ন যুগল ভক্তিসলিলে পরিপ্লুত হইল। তিনি সুমধুর বাক্যে আবার বলিতে লাগিলেন “হে মুনীন্দ্র! পবিত্র ভারতভূমে জন্ম লাভ করিয়া যিনি নিরন্তর বিষ্ণু পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই ধন্য; তাঁহার সদৃশ পুণ্যাত্মা জগতে অতি বিরল। অন্তে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মহাপুরুষ দেবাদিদেব নারায়ণের পবিত্র পদে স্থান পাইতে সক্ষম হয়েন। যে ব্যক্তি হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, অথবা যিনি বিষ্ণুভক্তদিগের মঙ্গল কামনা করেন, কিম্বা পরম পবিত্র হরিস্তব শ্রবণ করিতে সমুৎসুক, তিনি পুণ্যবান,—তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়। যিনি গুরুভক্ত, যিনি শিবধ্যানী, যিনি স্বীয় আশ্রমের আচার ব্যবহার যথাবিধানে পালন করিয়া থাকেন; যাঁহার চরিত্র নির্ম্মল, শান্তিময় ও অসূয়াহীন; তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়। বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্মে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, যিনি ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী, যিনি অনুদিন বেদের প্রশংসায় রত; তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে অভেদ জ্ঞানে ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ আমাদিগের সকলের পূজনীয়। যিনি পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরহিংসাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করেন, গো ব্রাহ্মণে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার পরম ব্রত; যিনি কাহারও নিকট দান গ্রহণ করেন না, তিনিই শুদ্ধ; তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়। পরের দ্রব্যে যাঁহার লোভ নাই;

যিনি চৌর্য্যাদিদোষরহিত, শূচী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী; পরোপকার যাঁহার একটী প্রধান ব্রত; তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎপ্রবৃত্তিনিচয়ে যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, তিনি আমাদিগের সকলের পূজনীয়।

"হে মহামুনে! কতই সাধনাবলে জীবে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। কিন্তু সেই পরম সাধনার ফল মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, দেববাঞ্ছিত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মূঢ় ঐ সকল সৎকর্ম্মের মধ্যে অন্ততঃ একটীরও অনুষ্ঠান না করে, সে মোক্ষ লাভ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না;—তাহার অপেক্ষা মূর্খ এ জগতে আর কেহই নাই। পরম পবিত্র ভারতভুবনে জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মোদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান না করে, যে মূঢ় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া অনুদিন কেবল পাপকার্য্যে রত থাকে, সে নিতান্ত অজ্ঞান; পীযূষকলস পরিত্যাগ করিয়া সেই পাপী বিষভাণ্ডের অনুসন্ধান করে।

"হে মহাপ্রাজ্ঞ! দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া দেববাঞ্ছিত ভারতভূমে আসিয়াও যে মূঢ় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সৃষ্টির আদিকারণ আত্মার উদ্ধারে যত্ন না করে, সে মহাপাতকী; সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মকর্ম্মে মন না দেয়, সে ঘোর পাপী; চিরজীবন তাহাকে অসীম দুঃখেই অতিবাহিত করিতে হয়। সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ মহাপুণ্যময় দেশে থাকিয়া যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে কামধেনু অতিক্রম

ক্ষরিয়া ব্যাঘ্রীদুগ্ধের অন্বেষণে ধাবিত হয়। হে মুনীন্দ্র সনৎকুমার! ব্রহ্মাদি দেবগণ ভারতভূমির উক্তরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন, ভারতভূমির তুল্য পবিত্রতম পুণ্যক্ষেত্র জগতে আর কৈ? এই মহাপুণ্যময় দেবভূভাগে যিনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত, তিনিই ধন্য;—তাঁহার মানবজন্মই সার্থক। তাঁহার তুল্য পুণ্যবান্ ব্যক্তি ত্রিলোকে আর কেহই নাই। অতএব এই পবিত্রতম ভারতক্ষেত্রে জন্মিয়া বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যারূপিনী মায়ার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া যিনি স্বীয় কর্ম্মক্ষয়ে উদ্যম করেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ। পরলোকে পরম সুখলাভের কামনায় যিনি অতন্দ্রিত চিত্তে স্বীয় সমস্ত অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করেন, তিনি পরম পুণ্যাত্মা;—তাঁহার প্রাপ্য ফল নিশ্চয়ই অক্ষয়। যিনি কর্ম্মফলের অভিকামুক নহেন, যাগযজ্ঞাদি যিনি ভালবাসেন না, যাঁহার দৃঢ় ধারণা যে, একমাত্র ভক্তিতেই মোক্ষলাভ করা যাইতে পারে; এ জগতে তাঁহার নারায়ণের প্রীতি সাধনার্থ কিছু না কিছু সেই পরব্রহ্মে অর্পণ করা উচিত; কেননা কেবল স্তব হইতে মানবের আত্মোন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য বলিতেছি, অগৃধ্নু ও নিষ্কাম হইয়াও যিনি আবার পরমধাম প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেও পরমেশ বিষ্ণুর তুষ্টির নিমিত্ত বেদবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহজগতে কর্ম্মই ভুক্তিমুক্তির নিদানীভূত কারণ। সেইজন্য নিষ্কামী হউক, আর সকামী হউক, সকলেরই যথাবিধি সাধনা

কর্ত্তব্য। সাধনা না করিলে কেহই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ জগতে যে ব্যক্তি আশ্রমাচারহীন, পরম-তত্ত্বজ্ঞ বুধদিগের মতে সে ব্যক্তি পতিত। কঠোর সাধনার সাহায্যে যিনি আত্মোদ্ধারলাভে যত্ন করেন, তিনি ব্রহ্ম-তেজের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন;—জগদেকদেব বিষ্ণু তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই কৃতার্থ ব্যক্তিই ইহ ও পরলোকে প্রকৃত পুণ্যভাগী। তিনিই ধন্য, তিনিই পরম সুখী, তিনিই চরিতার্থ; তাঁহার মানবজন্মই সার্থক।” বলিতে বলিতে বৈষ্ণবশিরোমণি নারদের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। বিষ্ণুপ্রেমে যেন উন্মত্ত হইয়া বিস্পষ্টস্বরে তিনি আত্মগত বলিতে লাগিলেনঃ—

“অহো! বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ তপ,—বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই স্থাবরজঙ্গম জগতের সর্ব্বত্রই বাসুদেব আত্মা-রূপে বিরাজ করিতেছেন;—তাঁহা ব্যতীত আর কেহই নাই। তিনিই ধাতা, তিনিই ত্রিপুরান্তক, তিনিই বিষ্ণু। তিনিই দেবতা, তিনিই অসুর, তিনিই যক্ষরক্ষসিদ্ধ;—এই ব্রহ্মাণ্ডই তিনি। তাঁহার রূপ ব্যতিরেকে এ জগতে আর কিছুই নাই। চক্ষুর অগ্রাহ্য ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে গগনভেদী বিরাটপর্ব্বত এবং শতযোজন বিস্তীর্ণ গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত যাহা কিছু, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, তৎসমস্তেই সেই জগন্ময় বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত।”

চতুর্থ অধ্যায়।

ভক্তি ও আশ্রমধর্ম্ম কি? মৃকণ্ডুমুনির উপাখ্যান।

সর্ব্বধর্ম্মবিৎ নারদের মুখে জগৎসংসারের সৃষ্টিবর্ণনা শ্রবণ করিয়া সনৎকুমারাদি মুনিগণ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি সর্ব্বার্থসাধিনী ভক্তির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ভক্তিই সকল সিদ্ধির প্রধান কারণ; ইহা সাধনার অগ্র-দেবী। ভক্তিপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিবে, তাহা সফল হইবেই হইবে। ইহাতে সকলের মনোরথ সিদ্ধ হয়, সমস্ত কর্ম্ম সার্থক হয়। এমন কি, ভক্তির সাহায্যে অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে। ভক্তিতে ভগবান্ সন্তুষ্ট। ভক্তদিগের ভক্তিই প্রধান উপাদান। ভক্তিহীন কার্য্য কখনই সুসিদ্ধ হয় না। যেমন সূর্য্যের আলোক জীবজন্তুদিগের চেষ্টার প্রধান কারণ, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ। যেমন সলিল সমস্ত লোকের জীবন, সেইরূপ ভক্তি সমস্ত সিদ্ধির জীবন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! ভূমিকে আশ্রয় না করিলে জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে না; আকাশকে আশ্রয় না করিলে বিহঙ্গমগণ শূন্যে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয় না; সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই লাভ

করিতে সমর্থ হয়। ভক্তিহীন ব্যক্তি অসীম দানদাক্ষিণ্য, কঠোর তপশ্চরণ, অথবা বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও নারায়ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে ভক্তি নাই, সে কেন কোটি কোটি মেরুপ্রমাণ সুবর্ণরাশি কোটি কোটি লোককে দান করুক না, অনাহারে—অনিদ্রায়—ঊর্দ্ধপদে দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করুক না ও লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক না;—তাহার সমস্ত দান, সমস্ত তপস্যা, সকল যজ্ঞ নিষ্ফল; তাহার সে দান কেবল অর্থনাশ, সে তপশ্চরণ কেবল শরীরশোষণ, সে যজ্ঞ কেবল ভস্মে ঘৃতসিঞ্চণ। বস্তুতঃ তাহার কিছুই সার্থক হয় না।

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! লোকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি অণুপরিমাণ কার্য্যও করে, তাহা সার্থক হয় এবং তাহাতে সে ব্যক্তি ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে পারে। পণ্ডিতগণ হরিভক্তিকে কামধেনুর উপমা দিয়া থাকেন। হায়! সেই স্বর্গীয় কামদুঘা সকলের অধিগম্য হইলেও অজ্ঞ মানব সংসার-গরল কেন পান করে? হে অজাত্মজ! এ জগৎসংসার সম্পূর্ণই অসার, ইহাতে অণুমাত্রও সারত্ব নাই; সকলই মায়া,—সমস্তই ইন্দ্রজাল। কিন্তু এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, হরিভক্তি ও তিতিক্ষা,—এই তিনটী বিষয়ই সার। পরহিংসা, পরগ্লানি ও অসূয়া প্রভৃতি পাপ-প্রবৃত্তি যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, যাহারা পরের উন্নতি দেখিতে পারে না; তাহারা ভক্তিমান হইলেও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না; তাহাদের তপ ও যাগযজ্ঞাদি সমস্তই নিষ্ফল; হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর। যাহারা পরশ্রীকাতর,

দাম্ভিক ও অহংগর্ব্বিত; যাহারা ধর্ম্মের অনুরোধে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না; তাহারা নিশ্চয়ই পাপী; হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর। বৃথা কৌতুক ও পরিহাসের নিমিত্ত যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করে; সেই অধার্ম্মিক, ভক্তিহীন লোকের পক্ষে হরি দূরতর। যাহারা নারায়ণ-স্বরূপ পরমপবিত্র বেদে অশ্রদ্ধা করে, সেই পাষণ্ডদিগের পক্ষে হরি দূরতর।

"হে মহামুনে! ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন; ইহলোকে ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু;—ধর্ম্মই পরকালের সহায়। ধর্ম্মহীন হইয়া যে ব্যক্তি দিন যাপন করে, সে ব্যক্তি জীবনহীন; লৌহকারের ভস্ত্র যেমন শ্বাসত্যাগ করিলেও সজীব হইতে পারে না, সেইরূপ সেই ধর্ম্মবর্জিত মানব নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগাদান করিলেও সজীব নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি যে কয়েকটী পরম পুরুষার্থ আছে, তৎসমুদায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরাই লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। স্বীয় বর্ণাশ্রমের উপযোগী বেদবিহিত আচার ব্যবহার পালন করিয়া যিনি নারায়ণের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, তিনি যোগীবাঞ্ছিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন।

"হে মুনীন্দ্র! আচার হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে অচ্যুত; আচারভ্রষ্ট লোক কখনই ভগবান হরিকে লাভ করিতে পারে না। আশ্রমাচারে নারায়ণ পূজিত হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। নতুবা সাঙ্গ বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিও যদি আচারভ্রষ্ট হয়, শাস্ত্রমতে সে পতিত। এমন কি, যে ব্যক্তি হরিভক্তিপরায়ণ অথবা হরিধ্যানপর, সেও

যদ্যপি স্বীয় আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়,—তাহাকেও পতিত বলিতে হইবে। হে দ্বিজোত্তম! আচারপতিত লোককে কি বেদ, কি হরিভক্তি, কি শিবভক্তি, কিছুই পবিত্র করিতে পারে না। ত্যক্তাচার ব্যক্তি সমস্ত পুণ্য-ক্ষেত্রে—সহস্র পুণ্যতীর্থে ভ্রমণ করুক না, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক না কেন, সে যে পতিত, সেই পতিতই থাকে; কিছুতেই পবিত্রতা ও উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। হে মুনিসত্তম! আচার স্বর্গীয় সুখলাভের প্রধান সাধন। আচারশীল ব্যক্তিই প্রকৃত পুণ্যবান্; তিনি স্বোপার্জ্জিত তপের সাহায্যে স্বর্গ, পরম সুখ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন; তাঁহার পক্ষে দুর্লভ এ জগতে কিছুই নাই। কিন্তু আচার যদি আবার ভক্তিহীন হয়, সে আচার কদাচার মাত্র,—তাহাতে সুফল-লাভ হইতে পারে না। অতএব হে মুনে! ভক্তিই সমস্ত আচার, সকল যোগ,—এমন কি হরিভক্তিরও নিদান। ভগবান্ নারায়ণের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি, সে যদি তাঁহাকে পূজা না করে, তাহা হইলেও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ ভক্তিকে সমস্ত লোকের মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব যেমন জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র ভক্তির পবিত্র আশ্রয়ে থাকিয়া ধার্ম্মিকগণ জীবিত থাকেন। স্বীয় অবলম্বিত আশ্রমের বিহিত আচার সমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যেদিন মানবের হৃদয় হরিভক্তির স্বর্গীয় রসে অভিসিঞ্চিত হয়,

যেদিন তাহারা লোককর্ত্তা হরিকে অভেদদৃষ্টিতে দেখিতে পায়, সেইদিন তাহাদের সকল দুঃখ দূর হয়; সেইদিন মোক্ষ তাহাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। ত্রিজগতে সেরূপ পুণ্যাত্মা ও শুদ্ধচরিত লোকের সমকক্ষ কেহই হইতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! ভক্তি হইতে সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, কার্য্যসাফল্যে নারায়ণ তুষ্ট হইয়া থাকেন; নারায়ণের তুষ্টিতে পরা বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায় এবং বিদ্যা হইতেই মোক্ষ। বাস্তবিক, হরিভক্তিই এই ঘোর সংসার-সাগরের একমাত্র তরণী। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকিলে হরিভক্তি লাভ করা যাইতে পারে না। ভক্তি ভগবদ্ভক্ত লোকের সহিত জন্মিয়া থাকে।

"হে অজনন্দন! বর্ণাশ্রমের আচাররত, জিতেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পুণ্যবান্,—তাঁহারাই লোক-শিক্ষক,—তাঁহারাই মহাপুরুষ। তাঁহাদের প্রদর্শিত পদবী অনুসরণ করিলে মূঢ়গণও সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে কেহই সেই দেবচরিত্র সাধুপুরুষদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের পাপভার লইয়া জগতে অবতীর্ণ হয়, যতদিন না তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, ততদিন মহাপুরুষগণের সহিত স্বর্গীয় সহবাস কিছুতেই তাহার ঘটিয়া উঠে না। সূর্য্যদেব কেবল দিবাভাগেই জগতের বহিঃস্থিত অন্ধকাররাশি নাশ করিতে পারে;—বিজন গিরিগুহায় অথবা ভূগর্ভসমূহের গভীর তিমির তাহাতে কিছুমাত্রই নিরাকৃত হয় না; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত

তেজঃপুঞ্জ পণ্ডিতগণ আপনাদের তপোলব্ধ স্বর্গীয় আলোকের সাহায্যে লোকের অন্তঃকরণের তমোরাশি নাশ করিতে সক্ষম হয়েন। হায়! এ জগতে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মহাপুরুষ অতি দুর্ল্লভ। আহা, তাঁহাদের সহবাস যাহারা লাভ করিতে পারে, তাহারাই কৃতার্থ; তাহারা অচিরে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।”

ভগবদ্ভক্ত নারদের সুধাসিক্ত সদুপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া সাধুচরিত সনৎকুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে তপোধন! আপনি হরিভক্ত, আপনি শিবভক্ত; ভক্তিতত্ত্ব আপনার যেরূপ বিদিত, এরূপ আর কাহারও নহে। এক্ষণে নিবেদন—ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? তাঁহারা কিরূপ কর্ম্ম করেন এবং সাধনাবলে কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়েন?—অনুগ্রহ করিয়া এই সকল গূঢ় তত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দিউন।”

অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—“হে ব্রহ্মন্! এ সকল কাহিনী পরম গুহ্য; যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ পবিত্র-হৃদয় পরম পুণ্যাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। হে মহর্ষে! জগদ্রূপী দেবদেব সনাতন যুগান্তে রৌদ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাসসাৎ করিয়াছিলেন। অনন্তর জগৎ একার্ণবীভূত হইলে স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া গেল; আর কিছুই রহিল না। কেবল সলিলরাশি;—স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল গ্রাস করিয়া অসীম—অনন্ত—একীভূত সলিলরাশি! তখন পরব্রহ্মের সমস্ত শক্তি

তাঁহাতে পুনর্ব্বার লীন হইল। এইরূপে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতরদেহে সেই অনন্ত জলরাশির উপর বটচ্ছদে শয়ন করিলেন। নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগ মার্কণ্ডেয় তাহার এক ভাগে থাকিয়া ভগবানের লীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহামতে! এ কি কথা শুনিলাম! আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, সেই ভীষণ প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন এবং স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইয়া গেলে একমাত্র হরি অবশিষ্ট ছিলেন; তবে মার্কণ্ডেয় আবার কি প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? হে সূত! আমাদের দারুণ কৌতূহল জন্মিয়াছে; শীঘ্র আমাদিগের এই ঘোর বুভুৎসা নিবারণ করিয়া কৃতার্থ কর। আহা! হরিলীলারূপ অমৃতপানে কাহার না অভিলাষ হয়?"

অনন্তর পুরাণতত্ত্ববিদ্ সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে ব্রহ্মর্ষিগণ! পূর্ব্বে মৃকণ্ডু নামে এক পরম ধার্ম্মিক মুনি ছিলেন। মহাপুণ্যময় পরমপবিত্র শালগ্রামক্ষেত্রে সেই মহাত্মা মুনি অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়া পরব্রহ্ম সনাতনের পূজায় অযুত বৎসর নিরত হয়েন। মহাভাগ মৃকণ্ডু ক্ষমাশীল, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; সর্ব্বভূতে তাঁহার আত্মবৎ সমবেদনা ছিল; তিনি শান্ত, দান্ত ও বিষয়নিস্পৃহ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! ব্রহ্মর্ষি মৃকণ্ডু এইরূপে অযুত বৎসর কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান

করিতে লাগিলেন। তদীয় সুমহৎ তপশ্চরণে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষম শঙ্কিত হইয়া পরমেশ নারায়ণের শরণাগত হইলেন। অতঃপর সশঙ্ক অমরগণ ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া জগদ্‌গুরু পদ্মনাভের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই একত্রিত হইয়া সমস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—"হে অক্ষর, অনন্ত, দেবদেব নারায়ণ ! হে শরণাগত-পালক ! মৃকণ্ডুমুনির কঠোর তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আমরা আপনার শরণ লইয়াছি ; এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন। জয় দেবাধিদেবেশ, জয় শঙ্খগদাধর ! জয় জয় জগৎস্বরূপ নারায়ণ। হে লোকপাবন ! লোকনাথ ! লোকসাক্ষিন্ ! আপনাকে নমস্কার। হে ধ্যানগম্য, ধ্যান-রূপ, ধ্যানহেতো, ধ্যানসাক্ষিন্ ! আপনাকে নমস্কার। হে কেশিহন্তা নারায়ণ ! হে মধুসূদন ! হে চৈতন্যরূপী পর-মাত্মন্ ! আপনাকে নমস্কার। হে নিত্যানন্দ প্রভো ! আপনি নির্গুণ হইয়াও গুণাত্মা, অরূপ হইয়াও সরূপ। হে শরণাগত-দুঃখনাশক ! আমরা আপনার চরণে বার বার প্রণত হইতেছি ; আমাদের কষ্ট নিবারণ করুন।" দেবতাদিগের এই স্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমলাপতি শঙ্খচক্রগদাধর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিকচ কমলপলাশ-বৎ বিস্তৃত ; তাঁহার জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ; সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার সুশোভিত ; বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন সমঙ্কিত ; পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে স্বর্ণযজ্ঞো-পবীত। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ নারায়ণকে বরদ মূর্ত্তিতে

সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া দেবগণ পরমভক্তিসহকারে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন।

"অনন্তর দয়ার্ণব হরি শরণাগত সুরবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর নিনাদে সাগরকল্লোল অতিক্রম করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে অমরগণ! মৃকণ্ডুমুনির কঠোর তপস্যা হইতে তোমরা যে বিষম পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা তোমাদের ভ্রম। মৃকণ্ডু তোমাদের কোন সুখে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে তপস্যা আরম্ভ করেন নাই। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। হে দেববৃন্দ! যিনি প্রকৃত সজ্জন, তিনি কি সম্পদ্, কি বিপদ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হউন না কেন, স্বপ্নেও কখন অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথে অন্তরায় হয়েন না। মহামুনি মৃকণ্ডু যথার্থ সজ্জন; সুতরাং তাঁহা হইতে তোমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাস, যে নিরন্তর বিষয়-বিষপানে উন্মত্ত; স্বার্থসাধনের জন্য যে নিজের রক্ষার বিষয় না ভাবিয়াই সতত অপরের অনিষ্ট করে, তাহার নিকটে বিপদের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। যে মূঢ় বাক্য, মন অথবা কার্য্যদ্বারা অপরের সুখে বাধা দেয়, সে প্রবল প্রতাপশালী হইলেও, সে নিজ ভুজবলে অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাস্ত করিলেও কখন নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইতে পারে না। সেই পরাজিত ব্যক্তিগণই সুবিধা পাইলে তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। হে অমরগণ! নিয়ত পরের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া জগতে কি সুখ?

যাহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কমনে কালযাপন করিতে হয়, যে নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারে না, তাহার জগতে কি সুখ?—সে মহাপাপী; চির-জীবন তাহার দুঃখেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু যিনি স্বপ্নেও কখন পরের অমঙ্গল কামনা করেন না; সর্ব্বভূতের হিতসাধনে যিনি সদা ব্যাপৃত; যিনি দান্ত, অসূয়াহীন ও নিরহঙ্কার, তিনি প্রকৃত সজ্জন;—তিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক; সুতরাং এ জগতে তিনিই যথার্থ সুখী। হে অমরবৃন্দ! আপনারা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তমনে অমরলোকে প্রতিগমন করুন, মৃকণ্ডু মুনি আপনাদের কোন সুখে বাধা দিবেন না; আমি আপনাদিগকে সদা রক্ষা করিব; অতএব দেব-নিকেতনে প্রতিগত হইয়া সুখে বিরাম করুন।" এইরূপে দেবগণকে অভয়বর দানপূর্ব্বক অতসীকুসুমপ্রভ ভগবান্ হরি তাঁহাদের সম্মুখেই অন্তর্ধান করিলেন; অমরগণও নির্ভয় হইয়া আনন্দসহকারে ত্রিদিবধামে প্রতিগত হইলেন।

এদিকে ভগবান নারায়ণ মহামুনি মৃকণ্ডুর তপে সন্তুষ্ট হইয়া স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন। মৃকণ্ডু তখন যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া অন্তশ্চক্ষে নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মকে দেখিতে-ছিলেন;—সেই অতসীকুসুমবৎ * মনোহর বর্ণ, সেই পীতবাস, সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত চতুর্হস্ত যেন

---

* অনেকে জগদেকদেব হরিকে শ্যামবর্ণ বলিয়া জানেন। এস্থলে ভগবানের 'অতসী পুষ্পবৎ বর্ণ' পাঠ করিয়া তাঁহারা হয়ত বিস্মিত হইবেন; তাঁহাদের বিস্ময় দূর করিবার জন্য এস্থলে বর্ণিত হইতেছে যে, নারায়ণ যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; তদ্যথা,—

আনন্দে তাঁহাকে বরদানে উদ্যত। সমাধিবলে সপ্রকাশ জগন্ময়ের সেই আনন্দময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মৃকণ্ডু চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। এতদিন তাঁহার ভাগ্যে এ সুখ ঘটিয়া উঠে নাই; আজি মনোমধ্যে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "দয়াময় কি আজ ভক্তের সাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন?" এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নয়ন যুগল উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিলেন,—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শান্ত, গম্ভীর ও প্রসন্ন বদনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মৃকণ্ডুর সর্ব্বাঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল; তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দেবদেব চক্রধারীর চরণতলে পতিত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এইরূপে আনন্দাশ্রুজলে জগৎপতির চরণযুগল বিধৌত করিয়া শিরোদেশে অঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক মুনিবর ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন;—"পরাৎপর, পরস্তাৎপর, পরস্বরূপী, পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার পরমপদ অপারের পর-পারের একমাত্র তরণী; যিনি স্বীয় ভক্তদিগকে

যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোঽস্য, বল্লভ!
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
শুক্লবর্ণ সত্যযুগে সুতীব্র তেজসাবৃতঃ।
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽয়ং পীতোঽয়ং দ্বাপরেবিভুঃ।
কৃষ্ণবর্ণ কলৌ শ্রীমাংস্তেজসাং রাশিরেব চ।
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১৩ অধ্যায়।

অপিচ অপর অপর পুরাণে নারায়ণের যে সব ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তেই প্রায় তিনি "হিরণ্ময়বপু" "তপ্তহেম" বর্ণ প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

পর হইতে সদা দূরে রক্ষা করেন, জগৎকর্ত্তা সেই পরমাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার নাম নাই,—উপাধি নাই—রূপ নাই, অথচ যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই নিরঞ্জন জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি হিরণ্যগর্ভাদি সমগ্র জগতের স্বরূপ, যিনি স্ব স্বরূপ, সেই বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষকে নমস্কার। নির্দ্দোষ, ধ্যানপরায়ণ, বীতস্পৃহ ও বীততৃষ্ণ মহাপুরুষগণ পরম সমাধিবলে যাঁহাকে নিরন্তর দর্শন করেন, যাঁহার চরণ এই ঘোর সংসার-সাগর হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়, সেই পরম পবিত্র পরমাত্মাকে নমস্কার। হে শরণাগত দুঃখনাশন, হে করুণাকর সহস্রমূর্ত্তি সহস্রপাদাক্ষ! হে সহস্রনামা, সহস্রকোটী যুগধারী পরম পুরুষ অনন্ত! আপনাকে নমস্কার।”

মহাত্মা মৃকণ্ডু মুনির এই স্তব শ্রবণে শঙ্খচক্রগদাধর দেবদেব মহাবিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া চতুর্হস্তে মুনিবরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অসীম প্রীতি সহকারে বলিলেন, “মৃকণ্ডো! তোমার কঠোর তপস্যা ও এই পবিত্র স্তোত্রে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে, হে সুব্রত, তোমার মানসিক অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বর গ্রহণ কর।” ভক্তবাঞ্ছাপূরক ভগবান্ নারায়ণের এই আশ্বাস বচন শ্রবণ করিয়া মহামুনি অসীম আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং পরমেশ্বরের চরণতলে পতিত হইয়া ভক্তিগদ্-গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, “দেবদেব জগন্নাথ! আজ আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম, আজি আমার জন্ম সফল হইল,

আজি আমার সমস্ত তপস্যা সার্থক হইল। নারায়ণ! পুণ্যহীন ব্যক্তিগণ আপনাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু আমি স্বল্প পুণ্য করিয়া যে, আপনার চরণ দর্শন লাভ করিলাম; ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা! প্রভো! আজি আমি চরিতার্থ হইলাম। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যাঁহাকে দেখিতে পান না, বেদবতী শ্রুতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠে না, তাঁহাকে আজি আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম; ইহা অপেক্ষা আর অধিক ফল কি আছে? সদাচার-রত ভক্তগণ ও সমদর্শী যোগিগণও যাঁহাকে কখনও দেখিতে পান না, সেই পরম রত্ন আজি আমি দেখিলাম; আহা, ইহা অপেক্ষা আমি আর কি চাহিব? জিতেন্দ্রিয়, জিতাহার, অহঙ্কারহীন তপস্বিগণ যাঁহাকে দেখিতে পান না, পরোপকারী, নির্ম্মম, মহাত্মাগণের ভাগ্যে যাঁহার চরণ দর্শন কখন ঘটিয়া উঠে না, আজি অকিঞ্চন আমি তাহা দেখিতে পাইলাম; তখন আমার আর কি আবশ্যক? হে জগন্নাথ জগদ্‌গুরো! আমার সকল আশা সফল হইল, সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল; আজি আমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুকে সম্মুখে দেখিয়া সর্ব্ব অভিলাষের সাফল্য লাভ করিলাম। জনার্দ্দন! পুণ্যহীন ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও যে পদ দেখিতে পায় না, আজি অকিঞ্চন আমি অকিঞ্চিৎকর তপস্যার সাহায্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম;— অহো! যে চরণ স্মরণমাত্র মহাপাতকীও সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আজি আমি ভবসাগরের তরণীস্বরূপ, মোক্ষের আস্পদ সেই পরম পদ প্রত্যক্ষ করিলাম। আহা,

আমার কি সৌভাগ্য! হে নারায়ণ! হে জগদেকদেব! হে অধমতারণ করুণাময় হরে! আমার সকল আশা পূর্ণ হইল;—আপনার শ্রীচরণ সম্মুখে দেখিয়া আজি আমি চরিতার্থ হইলাম। প্রভো! আরি কি প্রার্থনা করিব?”

পরম পুণ্যবান্ মৃকণ্ডুর এই অমিয়ময় বচন শ্রবণে নারায়ণ প্রীতিসহকারে বলিলেন,—“হে ব্রহ্মন্! তুমি সত্য বলিয়াছ;—তোমার এই বাক্যে আমি অধিকতর প্রীত হইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমার দর্শন লাভ তোমার পক্ষে কখনই নিষ্ফল হইবে না। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, নারায়ণ স্বীয় ভক্তের কুটুম্বিতা স্বীকার করেন। তুমি আমার পরম ভক্ত, এক্ষণে আমি বুধগণের সেই নিয়ম পালন করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। সেই পুত্র সমস্ত গুণযুক্ত, দীর্ঘজীবী ও আমার স্বরূপ হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহার কুলে আমার জন্ম, সে কুল নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। আমি তুষ্ট হইলে লোকে কি না প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়? যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত, যিনি আমার কথায় অনুদিন রত, যিনি আমার ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনি স্বকুলে নিশ্চয়ই অচ্যুতের স্বরূপ হয়েন। ইহ জগতে যিনি আমার জন্যই সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহার মন আমাতে প্রতিনিয়ত নিবিষ্ট, যিনি আমার প্রণামপরায়ণ; তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কুলকে অচ্যুতের স্বরূপতায় আনয়ন করিতে সক্ষম হয়েন। হে বিপ্র! আমি তোমার তপঃ

ও স্তোত্রে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।” এই কথা বলিয়া ভক্তপ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ মৃকণ্ডুর মস্তকে কর স্থাপন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। মহামুনি মৃকণ্ডুও হরিকে প্রণাম করিয়া আপনাকে পরম পুণ্যবান্ মনে করিতে করিতে অসীম আনন্দ সহকারে নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভাগবতের প্রকৃত লক্ষণ।

অনন্তর পুরাণতত্ত্ববিদ্ সুধিশ্রেষ্ঠ সূত, সমবেত মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া, ধীর ও প্রশান্তভাবে আবার বলিতে লাগিলেন, “হে মুনিপুঙ্গবগণ, দেবদেব বিষ্ণুর নিকট বর লাভ করিয়া মহামুনি মৃকণ্ডু সর্ব্বদা দেবারাধনাপূর্ব্বক সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নারায়ণের তুল্য তেজোময় তাঁহার একটী পুত্র সঞ্জাত হইলেন। তাঁহার নাম মার্কণ্ডেয়। মার্কণ্ডেয় পরম যোগী; তাঁহার হৃদয়ে অসীম দয়া; ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ; তিনি আত্মবান্, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, শান্তহৃদয় ও পরমজ্ঞানী; মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহার জ্বলন্ত জ্যোতি। সেই সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদ

হরিভক্ত মৃকণ্ডুতনয় নারায়ণের প্রীতি সাধনার্থ কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তের আরাধনায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তানুরত ভগবান্ অচ্যুত পুরাণসংহিতা রচনা করিতে তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি সেইজন্য নারায়ণ বলিয়া প্রথিত। তিনি চিরজীবী এবং দেবদেব চক্রপাণি মহাভক্ত। হে ব্রহ্মন্! তাঁহার অসীম তপ ও প্রভাবের কথা কি বলিব? যেদিন সমস্ত জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইল, যেদিন স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া সেই একীভূত অনন্ত জলরাশিতে বিলীন হইয়া গেল, মহাতপা মার্কণ্ডেয় সেই দিন নারায়ণকে স্বীয় প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া সেই মহা ভয়াবহ সলিলরাশির উপর শীর্ণ পত্রবৎ ভাসমান হইলেন। হরি যতদিন শয়নে রহিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনীশ্বরও ততদিন শয়ন ত্যাগ করিলেন না।

"হে দ্বিজবর! সেই অসীম ও অনন্ত জলরাশিতে শয়ন করিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় যে কত কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ, ছয় ক্ষণে এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক অব্দ; হে মুনিগণ! সেই অব্দ দেবতাদিগের এক দিন। যাহা উত্তরায়ন নামে প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহাদের দিবস এবং যাহা দক্ষিণায়ন, তাহা

রাত্রি। মনুষ্যের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন, দেবতা-দিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে একটী দৈবত যুগ; দুই সহস্র দৈবত যুগে মনুষ্যের এক কল্প, একসপ্ততি দৈব যুগে এক মন্বন্তর; ঐইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। এইরূপ ত্রিংশৎ দিবসে তাঁহার এক মাস, এবং সেইরূপ দ্বাদশ মাসে তাঁহার এক বৎসর। এইরূপ পরার্দ্ধদ্বয় বৎসরে বিষ্ণুর এক দিবস।

"হে দ্বিজগণ! জগৎ একার্ণবীভূত হইলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে এই দীর্ঘকাল সেই অসীম জলরাশির উপর হরিসন্নিধানে জীর্ণপত্রবৎ শয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে ভগবান মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মারূপে এই চরাচর নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এদিকে মার্কণ্ডেয় সেই জলরাশিকে বিশুষ্ক ও সংহৃত দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে বিচলিত হইলেন এবং হরির চরণযুগল বন্দনা করিয়া স্বীয় শিরে অঞ্জলিধারণপূর্ব্বক ইষ্টবচনে জগদেকদেবের স্তব করিতে লাগিলেন;—"অনাময় সহস্র-শীর্ষ পরমপুরুষ, নারায়ণ, আধারহীন, জনার্দ্দনকে নমস্কার। সর্ব্বভূতের আধার, অনাদি, অনন্ত, প্রভু, সর্ব্বমায়ার অভেদ্য জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি অমেয়, যিনি অজর, নিত্য ও সদানন্দ, যিনি অপ্রতর্ক্য ও অনির্দ্দেশ্য, সেই জনা-র্দ্দনকে নমস্কার। যিনি অক্ষর ও পরম, বিশ্বাখ্য ও বিশ্বসম্ভব, সেই সর্ব্বতত্ত্বময় শান্ত জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি পুরাণপুরুষ ও সিদ্ধ; সমস্ত দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি

একমাত্র যাঁহাতেই উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য, সেই পরাৎপর জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি পরম জ্যোতি, পরম ধাম ও পরমপদস্বরূপ, সেই পরমাত্মা জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি সদানন্দ, চিন্মাত্র, পরমেশ্বর ও পরম, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ব্ব, সেই সনাতন জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, মায়াতীত হইয়াও মায়াময়, অরূপ হইয়াও বহুরূপবান্, সেই জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি ত্রিগুণভেদে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যে ব্যাপৃত, সেই আদিদেব ঈশান জনার্দ্দনকে নমস্কার। হে পরেশ, হে পরমানন্দ, হে শরণাগতবৎসল করুণাসিন্ধো! আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার, আমাকে ত্রাণ করুন্।”

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের এই অমিয়ময় মনোহর স্তব শ্রবণ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান হরি পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন,—“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহাদিগের উপর আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; আমি প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তরূপে সমস্ত লোককে রক্ষা করিয়া থাকি। আহা, ভাগবত ব্যক্তিগণই যথার্থ পুণ্যবান্ ও সুখী।”

ভগবদ্ভক্ত লোকের এইরূপ গুণানুবাদ শ্রবণে যারপর নাই আনন্দিত হইয়া মার্কণ্ডেয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে নারায়ণ! ভাগবত ব্যক্তিদিগের কি কি লক্ষণ? কি প্রকার কর্ম্মদ্বারাই বা লোকে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে? এবিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; প্রভো! করুণা করিয়া আমার এই বুভুৎসা নিবারণ করুন।”

অনন্তর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু করুণাসিন্ধু নারায়ণ ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণই যথার্থ ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান্। তাঁহাদের অসীম প্রভাব ও গুণ কোটি বৎসর ধরিয়া কীর্ত্তন করিলেও শেষ করিতে পারা যায় না। এক্ষণে তাঁহাদিগের সমস্ত লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। হে প্রাজ্ঞ! যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ ও শান্তহৃদয়; সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে যাঁহারা সর্ব্বদা রত; অহঙ্কার বা অসূয়া যাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়ে স্থান পায় না, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা কর্ম্ম, বাক্য, অথবা মনেও কখনও পরের অনিষ্ট সাধন করেন না, যাঁহারা কাহারও নিকট কদাপি দান গ্রহণ করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা সৎকথা শ্রবণ করিতে ভাল বাসেন, বিশ্বসংসারের সকল ভূতেই যাঁহাদের সমান দয়া, যাঁহারা পিতা মাতার শুশ্রূষা করেন, গঙ্গা ও বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে যাঁহারা নিরন্তর রত, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা তাহার আয়োজন করিয়া দেন, অথবা দেবোপাসনা যাঁহাদের অনুমোদিত, তাঁহারা প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা ব্রতী, ও যতির পরিচর্য্যায় রত; পরনিন্দা ও পরগ্লানি যাঁহারা পাপবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যাঁহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী, ও সকলকে হিতকথা বলেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, কি শত্রু, কি মিত্র যাঁহাদের পক্ষে সমান, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত।

যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ, অথবা যাঁহারা পুণ্যবান্ ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত।

"যাঁহারা শিবপ্রিয় ও শিবাসক্ত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা শিবের চরণ পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা পুরাণ সংহিতাদি ব্যাখ্যা করিয়া দেন, যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, এবং যাঁহারা ঐ সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে ভাল বাসেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা নিত্য গো ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা নিরন্তর তীর্থ দর্শন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। অপরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যাঁহাদের হিংসা হয় না, পরন্তু যাঁহারা তাহাতে আনন্দিত হইয়া থাকেন, হরিনাম জপে যাঁহারা অনুদিন রত, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। পথিপার্শ্বে যাঁহারা স্নিগ্ধছায়াবিশিষ্ট পাদপমালা রোপণ এবং স্থানে স্থানে দেবালয়, সরোবর, তড়াগ ও কূপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; যাঁহারা আবার তৎসমুদায়ের রক্ষা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত।

"হে মুনে! যাঁহারা গায়ত্রীনিরত, হরিনাম শ্রবণে যাঁহাদের দেহ অতি হর্ষিত ও রোমাঞ্চিত হয়, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। তুলসীকানন দর্শনে যাঁহারা নমস্কার করেন, তুলসীকাষ্ঠে যাঁহারা কর্ণ অঙ্কিত করেন, তুলসীর ঘ্রাণে যাঁহারা আমোদিত হয়েন, অথবা তাহার তলদেশে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা স্ব স্ব

আশ্রমের আচার ব্যবহার যথাবিধানে পালন করিয়া থাকেন, অতিথি-পূজা যাঁহাদের একটী প্রধান ব্রত, অথবা যাঁহারা বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তাঁহারাই ভাগবত। যাঁহারা মহাত্মা শম্ভুর পবিত্র নামমালা জপ করেন, রুদ্রাক্ষ মালায় যাহাদের গলদেশ অলঙ্কৃত, বহুল দক্ষিণা দ্বারা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা পরম ভক্তি সহকারে মহাদেব অথবা হরির পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা শিব, পরমেশ ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত।

"হে মহর্ষে! শিব-সেবায় যাঁহারা নিরন্তর রত, পঞ্চাক্ষর * যাঁহাদের প্রধান জপ্য, এবং শিবধ্যান প্রধানতম চিন্তন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহাদের পারদর্শিতা আছে; পরমার্থ যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া

---

* শিবের পঞ্চমুখ-পূজার্থ পাঁচটী অক্ষর মন্ত্ররূপে শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পঞ্চমন্ত্র সদ্যদ, সন্দোহ, মাদ, গৌরব ও প্রাসাদ এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত; তদ্‌যথা,—

"সমস্তানাং স্বরাণান্তু দীর্ঘাঃ শেষাঃ সবিন্দুকাঃ।
ঋ-৯-কৃ-শূন্যাঃ সার্দ্ধচন্দ্রা উপান্তে নাভিসংহিতাঃ॥
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্ম্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্ত কীর্ত্তিতং।
ক্রমাৎ সদ্যদসন্দোহ-মাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ॥
প্রাসাদস্তু ভবেৎ শেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একৈকেন তথৈবৈকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥"
কালিকাপুরাণ, ৫ম অধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রই সকল সময়ে প্রশস্ত; কেন না ভগবান্ ভূতভাবন ইহাতে ভক্তের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সদ্যদ মন্ত্রে শম্ভুর আমোদ; সন্দোহে মানসের পূর্ণতা, মাদে তাঁহার চিত্তের আকর্ষণ এবং গৌরবে গুরুত্ব সাধিত হয়।

থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা তৃষার্ত্তকে পানীয় দান করেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করেন, এবং একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত। যাঁহারা গাভী ও কন্যা দান করেন, আমার জন্য যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা আমার ভক্ত, আমার চিন্তা যাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক, আমার নাম যাঁহারা শ্রবণ করিতে ভাল বাসেন, এমন কি যাঁহারা আমার ভক্তকেও ভাল বাসিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। হে মার্কণ্ডেয়! আর অধিক কি বলিব, আমার গুণ যাঁহাতে আছে, তিনিই প্রকৃত ভাগবত। হে বিপ্রেন্দ্র! প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের কয়েকটীর লক্ষণ এস্থলে কীর্ত্তিত হইল; পরন্তু যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, শত কোটি বৎসর ধরিয়া বর্ণন করিলে আমি স্বয়ং শেষ করিতে পারি না। অতএব, হে মহামুনে, তুমি সর্ব্বদা সুশীল, শান্তচরিত, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, মৈত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ হও এবং যুগান্তকাল পর্য্যন্ত আমার মূর্ত্তি ধ্যান পূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ কর।”

“হে মুনিগণ! করুণানিধি ভগবান নারায়ণ স্বীয় পরম ভক্তকে এইরূপে বর দান করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর মহাত্মা মৃকণ্ডুতনয় হরিভক্তিরূপ পরম পবিত্র মন্ত্র অনুদিন হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যময় শালগ্রামক্ষেত্রে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন এবং পরব্রহ্ম নারায়ণের

ধ্যানে ক্ষয়িতপাপ হইয়া অন্তে পরম নির্ব্বাণ লাভ করি-লেন। হে ব্রহ্মর্ষিগণ! হরিই নির্ব্বাণমুক্তি-দাতা, যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতকারী হইয়া পরম ভক্তিসহকারে হরিপূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।"

অনন্তর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ সেই পরমপবিত্র সুরনদীর তটাসীন সুধিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর কি শুনিতে বাসনা কর?"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গঙ্গার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ রোমহর্ষণ সূত সম্মুখস্থ মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে মহর্ষিমণ্ডল! মুনীশ্বর সনৎকুমার দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবর্ষিসত্তম! ভূমণ্ডলে কোন্ পুণ্যক্ষেত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কোন্ পুণ্যতীর্থই বা

উৎকৃষ্ট, দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।”

অনন্তর দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন্! তুমি যে কথা আমাকে আজি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা তোমাদিগের ন্যায় মুনিগণেরই শ্রোতব্য বটে। এই কাহিনী পরম গুহ্য; ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বদুঃখ, সমস্ত পাপ, সকল গ্রহবৈগুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পরম মঙ্গল, অক্ষয়, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। পরমতত্ত্ববিদ পরমর্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গা যমুনার সংযোগ স্থলই সকল পুণ্যক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পুণ্যতীর্থের উৎকৃষ্ট। যেস্থলে সুরনদী ভাগীরথী ও কালিন্দীর অমল ধবল ও অসীত সলিলরাশি একত্রে মিলিত হইয়াছে, তাহা যে কত পবিত্র, তাহা একমুখে কীর্ত্তন করিয়া উঠা যায় না। ঋষি ও দেবতাগণও পুণ্যলাভের অভিপ্রায়ে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। যে সরিদ্বরা ভগবান্ বিষ্ণুর মোক্ষপ্রদ পাদপদ্মে উদ্ভূত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র নদী জগতে আর কি আছে? সেই সুরনদীর সহিত বিরজা যমুনা যেস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহা যে অধিকতর পবিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পতিতপাবনী সুরধুনী সকল নদীর শ্রেষ্ঠ; ইহার পরমপবিত্র সলিলরাশিতে অবগাহন করিলে সকল পাপ, সমস্ত উপদ্রব, সমুদায় দুঃখ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে মহর্ষে! এই মহীতলে যে সকল পুণ্যক্ষেত্র, নদনদী ও সাগর প্রভৃতি তীর্থস্থল আছে, তন্মধ্যে একমাত্র প্রয়াগই পুণ্যতম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও সর্ব্ব

মুনিগণ দেবদেব অচ্যুত যজ্ঞেশ্বরের প্রীতিসাধনার্থ এই পবিত্রতম পুণ্যক্ষেত্রে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"হে ব্রহ্মন্! সুরসরিৎ গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? এই পবিত্রতম পয়স্বিনীর এক বিন্দু জল স্পর্শ করিলে লোক যে পুণ্য লাভ করে, অপর সকল পবিত্র নদনদীতে স্নান করিলে তাহার ষোড়শকলাও প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না। গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী; ইহাঁকে স্মরণমাত্র লোকে সকল কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এমনকি পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে করিতে যে ব্যক্তি অযুত যোজন দূর হইতে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একবার 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলিয়া আহ্বান করে, সে তখনই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। তবে ভাবিয়া দেখ, যাহারা গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহারা কতই পুণ্যবান্, তাহারা কত সুখী! অহো! মোক্ষপ্রদ বিষ্ণুপাদপদ্মে উদ্ভূত হইয়া দেবদেব বিশ্বেশ্বরের জটাজাল বিধৌত করিয়া ভগবতী ভাগীরথী যে সলিলরাশিতে ভুবনত্রয় পবিত্র করিয়াছেন, মোক্ষলাভার্থ দেবতা ও নিষ্পাপ মুনিগণও তাহাতে ভক্তিসহকারে স্নান করিয়া থাকেন। সুর, নর ও মুনিগণের সেবনীয়া এরূপ পবিত্র নদী জগতে আর কি আছে? মুনিসত্তমগণ পরম ভক্তির সহিত যাঁহার সৈকতমৃত্তিকা লইয়া ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করেন, সুকৃতাত্মা ব্যক্তিগণের পক্ষেও যাঁহার পবিত্র জল দুর্ল্লভ, যে সলিলে স্নান করিয়া লোকে বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মহিমা আর কি বলিব? যে জলে স্নান করিলে মহাপাপিগণও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া

দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিয়া থাকে; এবং মহাত্মাগণ পিতৃমাতৃকুলকে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন, তাহার অসীম মহিমার কথা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি পতিতপাবনী গঙ্গাকে সদা স্মরণ করিয়া থাকে; সে নিশ্চয়ই সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র ভ্রমণের পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। অহো! গঙ্গাস্নাত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে পাপও স্বর্গলাভ করিতে পারে। যাঁহার পবিত্র সলিল স্পর্শ করিলে মানবও দেবতাদিগের অধিপ হইয়া থাকে, যাঁহার পবিত্র মৃত্তিকা শিরোদেশে ধারণ এবং সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে ভগবান্ ভূতভাবনের পার্শ্বে স্থানলাভ করিতে পারা যায়; তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক্ কে কীর্ত্তন করিতে সক্ষম? যাঁহাকে দেখিলে পাপিগণও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, যাঁহার মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে লোকে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মহাত্মা ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রশান্ত সলিলরাশি সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। "কবে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিব? কবে তাহা পান করিয়া প্রাণ মন শীতল করিব?" যে ব্যক্তি নিত্য এইরূপ অনুতাপ করিয়া থাকে, সে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং বিষ্ণু লোকপাবনী গঙ্গার মহিমা শত বৎসরেও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, আমরা ত কোন্ ছার? অহো! যে পবিত্র নাম স্মরণ করিলে লোকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই অখিলতারণ পতিতপাবন গঙ্গানাম থাকিতেও পাপিগণ ভুলিয়াও একবার তাহা উচ্চারণ করে না! হায়;

কি দুঃখ! কি পরিতাপ! অবিদ্যারূপিণী মায়া মূর্খ ব্যক্তিদিগকে এতই গভীরতর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! হরি, তুলসী ও গঙ্গানামের প্রতি ভক্তিই সংসারপাশচ্ছেদনের প্রধানতম সাধন। এ উপায় সকলের করায়ত্ত থাকিতে মোহান্ধ মানবগণ কেন নরকের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার করে?

"হে মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' নাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পাইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ দিবাকর মেষরাশিতে প্রবেশ করিলে যে ব্যক্তি এই লোকপাবনী সরিদ্বরা সুরধুনীর পুণ্যসলিলে স্নান করিতে পারে, সে পরম পবিত্রতা লাভ করে। মুনিবর! পবিত্র ভারতভূমে অনেকগুলি পুণ্যসলিলা নদী আছে। তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, সরস্বতী, তুঙ্গভদ্রা, কালিন্দী, বাহুদা, বেত্রবতী, তাম্রপর্ণী ও শতদ্রু। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য নদনদী আছে, তাহাদের বর্ণন এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। হে দ্বিজোত্তম! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ সেই সমস্ত নদীকেই পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। গঙ্গাতে সেই সমস্ত নদীরই জল আছে; সেইজন্য গঙ্গাজল পবিত্রেরও পবিত্রতর, সেইজন্য ইহা অখিল জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকে। পরমেশ বিষ্ণু যেমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গাও সেইরূপ সর্ব্বত্রব্যাপিনী। অহো! যে গঙ্গার বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করিলে লোক পবিত্র হইয়া থাকে, সেই জগদ্ধাত্রী জাহ্নবীসলিলে কেন মূঢ় মানব স্নান না করে।

"হে মুনিসত্তম! পবিত্র বারাণসী ধাম ভগবতী গঙ্গার তীরে স্থিত। বারাণসী সকল পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে প্রধান। তথায় সকল দেবতাগণই সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই বারাণসী তীর্থ দর্শন করিলে লোকে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান দিবাকর মকর রাশিতে পদার্পণ করিলে যে ব্যক্তি কাশী-ধামে গমন করিয়া গঙ্গাজলে স্নান করিতে পারে, সে মহাপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। যে লোকশঙ্কর ভগবান শঙ্কর লিঙ্গরূপে নিরন্তর গঙ্গার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার অনন্ত মহিমা কে কীর্ত্তন করিতে পারে? হে মহাত্মন্! হরি হর উভয়ই এক;—সেই জগদেকদেবের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। লিঙ্গ হরিরূপে এবং হরি লিঙ্গরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। এতদুভয়ের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্নতা নাই; যে মূঢ় মোহবশতঃ একাত্মা হরনারায়ণে ভেদভাব আরোপ করে, সে পাপী, সে নিতান্ত জ্ঞানহীন; তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, যিনি কারণেরও কারণ, যুগান্তে যিনি রুদ্ররূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসসাৎ করেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। জগৎপতি মহাবিষ্ণুর এই তিনটী মূর্ত্তির মধ্যে যে মূঢ়গণ ভেদভাব দেখিতে পায়, তাহারা নিশ্চয়ই নরক-গামী; চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদি যতদিন জগতে আলোক দান করিবে, ততদিন সে পাতকিগণ দারুণ নরকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকিবে। হরি, হর ও বিধাতাকে যাঁহারা অভেদ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহারাই যথার্থ পুণ্যবান্,

অন্তে সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা পরমানন্দময় পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন; ইহা অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় বচন। হে দ্বিজ! যিনি সকলের আদি, যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পরম পুণ্যময় কাশীধামে সেই জনার্দ্দন লিঙ্গরূপ বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। তথায় তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে দেখিয়া মনুজগণ পরম জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে।

"হে ঋষিসত্তম! যে স্থলে ভগবান ভূতভাবন মহাদেব ও দেবদেব নারায়ণের পাষাণ, মৃণ্ময় অথবা দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা তাঁহাদের চিত্র সমঙ্কিত, হরি তথায় বিরাজমান। যথায় তুলসীকানন অথবা কমলবন পরি-শোভিত, যেখানে পুরাণ পাঠ হইয়া থাকে, হরি তথায় বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তম! যিনি নিজের জন্য, অথবা পরের জন্য পরম ভক্তি সহকারে সতত পুরাণাবলি পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ। যিনি কর্ম্ম, চিন্তা অথবা বাক্যের দ্বারা নিরন্তর বিষ্ণুর ভজনা করিয়া থাকেন, যিনি নিত্য শিবপূজায় রত, হরি তাঁহার সন্নিহিত। যিনি পরম পবিত্র পুরাণ সংহিতাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রানুসারে তিনি হরিনামে অভিহিত। পুরাণ শ্রবণে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি, তিনি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। সেই পুরাণভক্ত ব্যক্তির প্রতি যাহার আবার ভক্তি আছে, সে প্রয়াগ-গমনের ফল লাভ করিয়া থাকে। অহো! পুরাণোক্ত ধর্ম্ম-কথামালা কীর্ত্তনপূর্ব্বক যিনি সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ পুণ্যবান্;

তিনি অনায়াসে এ ভবসংসার পার হইতে সক্ষম হয়েন। হে মুনে! পতিতপাবনী গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, মাতার তুল্য গুরু নাই, বিষ্ণুর তুল্য শ্রেষ্ঠ দেব আর কেহই নাই, এবং গুরুর তুল্য পরমতত্ত্ব আর কিছুই নাই। যেমন মন্ত্র শব্দের সারভূত, যেমন আত্মা অধিদেবতা, বিদ্যা যেমন শ্রেষ্ঠ ধন, গঙ্গা সেইরূপ সকলের শ্রেষ্ঠ। মুনিবর! এ জগতে শান্তির সমান বন্ধু নাই, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই, মোক্ষের অপেক্ষা পরম লাভ নাই, সেইরূপ গঙ্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নদী আর নাই। অহো! এই পাপময় সংসার-কাননের প্রচণ্ড দাবানল নির্ব্বাণ করিতে একমাত্র গঙ্গানামামৃতই সক্ষম। এই সুধা পান করিলে লোকে সকল ব্যাধি, সমস্ত দুঃখ, অসীম কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে; সেই জন্য বলিতেছি,—পতিতপাবনী গঙ্গার পূজা করা কর্ত্তব্য।

"হে মহর্ষে! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, গায়ত্রী ও জাহ্নবী এই উভয়ই সকল পাপ মোচন করিতে সক্ষম। যে মূঢ় মোহবশতঃ ইহাদের উভয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করে, সে পতিত, তাহার উদ্ধার সুদূরপরাহত। গায়ত্রী বেদমাতা, ইহাঁকে ভক্তি করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং চতুর্বর্গের ফলস্বরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায়। হে মুনে! ভগবতী জাহ্নবীও সেইরূপ সর্ব্ব সিদ্ধিদায়িনী, ইহাঁরা উভয়েই দুর্লভ। সেইরূপ তুলসীভক্তি ও হরিভক্তি হইতেও লোকে সকল কামনার সাফল্য লাভ করিতে পারে। অহো! গঙ্গার মাহাত্ম্য আর কি কীর্ত্তন করিব। ইনি পাপ-প্রমাপিনী,

পতিতপাবনী, সর্ব্বদুঃখ নিবারিণী। ইহাঁকে দর্শন করিলে, ইহাঁর নাম স্মরণ করিলে, ইহাঁর পবিত্র জলে স্নান করিলে, মহাপাতকীও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহর্ষে! নারায়ণ জগদ্ধাতা, সত্যসনাতন, পরমানন্দময়। তিনি গঙ্গানামপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের সকল অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আহা! যে মনুজোত্তম কণামাত্র গঙ্গাজলে অভিষিঞ্চিত হয়, সে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারে। যে বিন্দুমাত্র জল স্পর্শনে সগর রাজার বংশধর রাক্ষস ভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার সেবা করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

বাহুরাজার বিবরণ।

অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুধিশ্রেষ্ঠ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যে এইমাত্র বলিলেন যে, সগরবংশীয় কোন রাজা রাক্ষস ভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুর পরমপদ

প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার বিবরণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন। হে মুনীশ্বর! সগর রাজা কোন্ দেশের অধিপতি, কোথায় তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগীরথই বা কি প্রকারে সুরসরিৎ ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

মুমুক্ষু মুনিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সূত ধীর ও গম্ভীরভাবে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে মহর্ষিমণ্ডল। দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট যে পরম পবিত্র গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। আপনারা মহাভাগ, কৃতার্থ এবং পরম পণ্ডিত। সেই জন্যই আপনারা ভগবতী ভাগীরথীর অসীম প্রভাব ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতে উদ্যত হই-য়াছেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শ্রবণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহা একমাত্র সুকৃতাত্মা ব্যক্তিগণেরই অধিগম্য, কিন্তু অপরের পক্ষে দুর্লভ। হে মুনিসত্তমগণ! সগরকুল গঙ্গার পবিত্র সলিলাভিষেকে যে প্রকারে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে আপনারা শ্রবণ করুন। পুরাকালে সূর্য্যকুলে বাহু নামে একজন পরম প্রাজ্ঞ নৃপতি ছিলেন। তিনি বৃক রাজার আত্মজ। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ এবং মহা পুণ্যাত্মা। প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিয়া তিনি সসাগরা

সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে পালন করিয়াছিলেন। তদীয় ন্যায়ানুমোদিত শাসন ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, স্ব স্ব বৃত্তি অনুসরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এমন কি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইত। এই সকল সদনুষ্ঠান জন্য বাহু রাজা প্রকৃত বিশাম্পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"হে মুনিবৃন্দ! পরম পুণ্যবান্ বৃকাত্মজ সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অমরকুলের তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞে দ্বিজগণ বহুল গো-হেম-রত্নাদি উপহার পাইয়া তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হয়েন। বাহু রাজা যেমন নীতিশাস্ত্রবিদ্, সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। তাঁহার গভীর নীতিজ্ঞানে তদীয় রাজ্যস্থ পণ্ডিতগণ পরিতুষ্ট হইতেন। তাঁহার অসীম রণকৌশলে পরাহত হইয়া পরিপন্থিগণ অবনত শিরে তাঁহার জয় ঘোষণা করিত। মহারাজ বাহুর অসীম পুণ্যপ্রভাবে তদীয় রাজ্য সুবিমল সুখের নিকেতন হইয়াছিল। হে মুনীশ্বরগণ! তাঁহার রাজ্যে পৃথিবী কর্ষণ ব্যতিরেকেও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিত; ভগবান্ পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারি বর্ষণ করিতেন; সূর্য্যদেবও আপনার বংশধরের সুখ গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করিয়া বারিদকুলের সহায়তা করিতেন। বস্তুতঃ তদীয় শাসনকালে সমস্ত প্রজাবর্গ পরম সুখে জীবন ধারণ করিয়াছিল। হে ঋষিবৃন্দ! মহীপতি বাহু প্রকৃত রাজধর্ম্ম অনুশীলন করিয়া প্রজাদিগের পালন করিতেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাল-

নাদির নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি যে চতুর্ব্বিধ বিধান আছে, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তদীয় উদার শাসন গুণে প্রজাকুল পরমসুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত;—ঋষিগণ নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণ করিতে সক্ষম হইতেন এবং দ্বিজগণ আপনাদের আশ্রমোচিত আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন।

"হে মুনিগণ! মহারাজ বাহু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও শুভলক্ষণশালী। এইরূপে তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধঃপতনের কাল সহসা সন্নিহিত হইল। নিজ গৌরব ও অক্ষুণ্ণ প্রতাপের বিষয় চিন্তা করিয়া একদা তাঁহার মনোমধ্যে অনর্থকর পাপ অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। হে দ্বিজকুল! অহঙ্কার হইতে সর্ব্ব সম্পদ, সমস্ত সুখ, সকল গৌরব বিনষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহার তুল্য শত্রু জগতে আর কিছুই নাই। এইরূপ অসূয়ময় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাহু রাজা একদা মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"আমার তুল্য প্রতাপশালী লোক এ জগতে আর কে আছে? আমি সকলের রাজা, সমস্ত লোকের শাসনকর্ত্তা, সকলের প্রভু; আমি কি না করিতে পারি? আমার অসাধ্য কি আছে? জগতে আমা অপেক্ষা পূজ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে? আমি সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। আমি পরম রূপবান্; সমস্ত অরাতিকুল আমার বাহুবলে পরাজিত হইয়াছে, তবে আমার ন্যায় পরাক্রমশালী লোক এ জগতে আর কে? আমি সমস্ত দ্বীপের অধিপতি, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার গৃহস্থিতা,

দেখ, যাহার অহঙ্কার নাই, তাহার পুরুষত্ব কোথায়? অহঙ্কারী ব্যক্তি সকলের রক্ষক ও শিক্ষক। আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, অধিকতর বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ, অজেয় ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এ জগতে আমার অপেক্ষা কেহই নাই।”

“হে ঋষিবৃন্দ! মহীপতি বাহু এইরূপ স্বগত অহঙ্কৃত বচনে মনে মনে স্ফীত হইতে লাগিলেন। অহো! নিশ্চয়ই সে সময়ে তাঁহার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইয়াছিল। নতুবা তিনি বিজ্ঞ ও বিবেচক হইয়া অনর্থকর অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন কেন? তাঁহার সেই অহঙ্কার সমস্ত সম্পদের নাশহেতু হইয়াছিল। হে মহোদয়গণ! যেখানে অহঙ্কার, কামাদি পাপরিপুগণ সেই খানেই বলবান্। যে ব্যক্তি অহঙ্কৃত, সে নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যৌবন, ধন, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা এই এক একটী অনর্থের প্রধান কারণ; কিন্তু যে স্থলে এই চারিটি অনর্থ একত্রে সম্মিলিত হয়, সেখানে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশই ঘটিয়া থাকে! সেইরূপ, অসূয়া লোকের সুখ সম্পদের এক ঘোর শত্রু। যাহার অসূয়া আছে, সে লোকের মঙ্গল, উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পারে না। অসূয়াবান্ ব্যক্তি সকলের সৌভাগ্যের পথে কণ্টক রোপণ করে। অসূয়া যেমন পরের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজ আশ্রয়ভূত দেহকেও বিনষ্ট করে। যাহার হৃদয়ে হিংসা ও অসূয়া বলবতী, সে কখন সম্পদ লাভ করিতে পারে না। কাল ভুজঙ্গিনী সদৃশ অসূয়ার বিষদংশনে তাহার হৃদয়

জর্জ্জরিত হয়, দেহ শুষ্ক হইয়া যায়, অবশেষে সে পাপাত্মা সকলের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। আহা! সে হতভাগ্যের মৃত্যুতে কেহ এক বিন্দু অশ্রুও নিক্ষেপ করে না।

"হে মুনিগণ! যাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, যে সর্ব্বদা দুষ্প্রবৃত্তির দাস হইয়া দেহ ধারণ করে, তাহার যদি সম্পদ হয়, যদি সে বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হয়, তাহা হইলে তুষানলে বায়ুসংযোগের ন্যায় সে অতি ভীষণ হইয়া উঠে। যাহারা অসূয়াবান্ ও দাম্ভিক, যাহারা কঠোর বাক্যে লোকের মর্ম্মে আঘাত করে, লোকের সুখ দুঃখের বিষয় না ভাবিয়া স্বার্থসাধনের জন্য যাহারা পরুযোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহারা কি ইহলোক, কি পরলোক কোন লোকেই সুখভোগ করিতে পারে না; তাহাদের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। যাহার মন অসূয়া-বিষে পরিপূর্ণ, যে ব্যক্তি নিরন্তর রূঢ় কথা প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধববর্গও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কমলাপতি নারায়ণ যাহার অনুকূল, তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু যে পাপী তাঁহার বিরাগভাজন হয়, তাহার সুখসম্পৎ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। লক্ষ্মীকান্ত যতদিন কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করেন, ততদিনই লোকে পুত্রপৌত্রাদি ও ধনধান্য ভোগ করিতে সক্ষম হয়। অহো! করুণাময় ভগবানের কণামাত্র অনুগ্রহে মূর্খ, বধির, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণও জগতে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকে। দর্পহারী মুরারি কাহারও দর্প দেখিতে

পারেন না; সুতরাং যাহারা দর্প করে, যাহারা অসূয়াবিষ্ট ও অহঙ্কৃত, তাহারা নারায়ণের কোপানলে পতিত হয়; তাহাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অহঙ্কারের সদৃশ বৈরী আর কিছুই নাই; ইহার সর্ব্বনাশকর পাপ প্রভাব হইতে বিবেক বিনষ্ট হয়, সৌভাগ্য তিরোহিত হইয়া যায়, এবং নানাপ্রকার আপদ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। অতএব অহঙ্কার ত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই অনর্থকর অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই বাহুরাজা আপনার অধঃপতনের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার করিলেন।

"হে দ্বিজগণ! অসূয়াবিস্ট অহঙ্কৃত বাহুরাজার সর্ব্বনাশ সন্নিহিত হইয়া আসিল। তিনি যে আপনাকে মহা-পরাক্রান্ত শূরবীর নৃপতি বলিয়া মনে করিয়া দম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। প্রবল প্রতাপশালী হৈহয় ও তালজঙ্ঘের বলবান্ বংশধরগণ তাঁহার প্রচণ্ড শত্রু হইয়া উঠিল। যেন বিধাতা তাঁহার অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য সেই মহাবীর যাদবদিগকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। সেই প্রচণ্ড বীরগণের ভীষণ পরাক্রম প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বাহুরাজা তাহাদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। একমাস ধরিয়া নিরন্তর ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। কিন্তু গর্ব্বান্ধ নরপতি বাহু অবশেষে সেই দুৰ্দ্ধর্ষ হৈহয় বীরগণের ঘোর বিক্রমে পরাস্ত হইলেন; তাঁহার সহায় সম্বল সমস্তই শত্রুগণের

হস্তে পতিত হইল; তাঁহার অমরাবতী তুল্য রাজধানী, অমরবাঞ্ছিত প্রাসাদভবন শ্মশানে পরিণত হইল; নিজ বুদ্ধির দোষে সুখের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অসহায় ও নিরুপায় হইয়া একমাত্র ভার্য্যার সহিত তিনি অরণ্যমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। হে বুধোত্তমগণ! বাহুর সহগামিনী পত্নী তৎকালে অন্তর্বত্নী ছিলেন; পাষণ্ড শত্রুগণ তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলক্রমে তাঁহাকে উৎকট গরল প্রদান করিয়াছিল। অতিদুঃখিনী রাজমহিষী না জানিয়া সেই মহা হলাহল পান করেন। হায়! ভগবান্ সূর্য্যের যে কুলবধূর লোকললামভূত রূপ স্বয়ং দিবাকরই কখন দেখেন নাই, পুর হইতে পুরান্তরে গমন করিতে হইলেও যিনি শিবিকারোহণে গমন করিতেন, তিনি অনাথার ন্যায় বন্যপশুগণেরও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পাদ-চারণে অরণ্যের কণ্টকাকীর্ণ কঠোর মৃত্তিকায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হায়! যে বাহু পুরী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে শত সহস্র যান বাহনাদি তাঁহাকে বহন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিত, সমাবৃত স্নিগ্ধছায়াময় রাজসভাতেও যাঁহার মস্তকোপরি রাজছত্র ধৃত এবং চামর ও তালবৃন্ত ব্যজিত হইত, তিনি নৈদাঘ সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে পাদচারণে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কেহ একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল না, কেহ একবার তাঁহার দুঃসহ কষ্ট নিবারণ করিতে অগ্রসর হইল না। এইরূপ কঠোরতম কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইতে হতভাগ্য বাহু

রাজা গর্ব্বিণী ভার্য্যার সহিত ভগবান্ ঔর্ব্ব মুনির পবিত্র আশ্রমসন্নিধানে নিতান্ত দীনভাবে উপস্থিত হইলেন। কঠোর পথশ্রমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত; প্রচণ্ড আতপতাপে কমনীয় কান্ত কলেবর বিদগ্ধ, দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় হৃদয় দুর্ব্বল,—কণ্ঠ বিশুষ্ক। নিজ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া বহুল বিলাপ করিতে করিতে তিনি সেই তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী বিশাল সরোবর তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই বৃহৎ জলাশয় দর্শনে বাহু পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অবগাহন ও জল পানদ্বারা শ্রান্তি ও তৃষ্ণা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সেই বিশাল সরসিতীরে গমন করিলেন। অহো, কি কষ্ট, কি বিড়ম্বনা, অহঙ্কারের কি শোচনীয় পরিণাম! রাজ্যভ্রষ্ট অসূয়াবান্ বাহুরাজাকে দেখিয়া সরোবরস্থিত বিহঙ্গগণও দারুণ ভয়ে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডয়নপূর্ব্বক চীৎকারসহকারে বলিয়া উঠিল;—"ঐ ঐ পাপকর্ম্মা আসিল; হয়ত আমাদের শাবকদিগকে অপহরণ করিবে, আমাদের কুলায় ভাঙ্গিয়া দিবে, অতএব আইস আমরা সেগুলিকে রক্ষা করি।" ভয়াকুল পক্ষিকুল হতভাগ্য বাহুরাজার প্রতি সন্দেহ করিয়া এইরূপ কলরব করিতে লাগিল। হায়, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না,—পারিলে সে সময়ে তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইত। সম্মুখে জলাশয় দেখিয়াই তিনি তন্মধ্যে অবতরণ করিলেন এবং বার বার অবগাহন ও তাহার জল পান করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সস্ত্রীক সমস্ত শ্রম, সকল যন্ত্রণা, সমুদায় কষ্ট অবহেলা করিতে সক্ষম হইলেন।

"হে দ্বিজগণ! বাহুর কি শোচনীয় দুর্ভাগ্য! তাঁহার অধঃপতনে কেহই বিন্দুমাত্র অশ্রু ত্যাগ করিল না, কেহ মুহূর্ত্তের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিল না। এমন কি যাহারা তাঁহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিত, তাহারাও তাঁহাকে অরণ্যবাসী দেখিয়া তাঁহার সমস্ত দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। অহো, এজগতে নিন্দা ও অকীর্ত্তি মৃত্যুর সমান ভয়ঙ্করী; যে ব্যক্তি সকলের নিন্দা-ভাজন হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়। হে মুনিবৃন্দ! কীর্ত্তি মানবের মাতার সমান; কীর্ত্তিহীন লোকের প্রাণধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। হতভাগ্য বাহু নিতান্ত অকীর্ত্তিমান্; সেইজন্য তাঁহার বনগমনে তদীয় প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি শত্রু নিপাতিত হইলে লোকে যেমন আনন্দিত হইয়া থাকে, বাহুরাজার পরাজয়ে তাঁহার প্রকৃতিবৃন্দ সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়রাজ বাহু নিরন্তর নিন্দিত হইয়া সেই কাননে মৃতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

"হে বুধগণ! অপযশ হইতে লোকের কি না বিনষ্ট হয়? অকীর্ত্তির তুল্য মৃত্যু নাই, ক্রোধের সমান শত্রু নাই, নিন্দার তুল্য পাপ নাই এবং মোহের সমান ভয় নাই। সেইরূপ অসূয়ার তুল্য অকীর্ত্তি, কামের তুল্য অনল, অহঙ্কারের তুল্য রিপু এবং কুসঙ্গের সমান বিষ নাই। রাজ্যভ্রষ্ট দুঃখার্ত্ত বাহুরাজা এসকল বিষয় তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার দুঃখের আর সীমা রহিল না; স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিচয়ের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি তখন অতিশয় বিলাপ করিতে

লাগিলেন। একদা পাপ-অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া তিনি যে দেহের শ্লাঘা করিয়াছিলেন, তাহা বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; দিন দিন তাঁহার দেহ ক্ষয় পাইতে লাগিল; ক্রমে অকাল বৃদ্ধত্ব ও নানা ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হায়! সেই সমস্ত রোগের গ্রাস হইতে হতভাগ্য বাহু আর নিষ্কৃতি পাইলেন না; অন্তঃসত্ত্বা অতীব দুঃখিনী ভার্য্যার শোকানল শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তিনি অবশেষে ঔর্ব্বমুনির আশ্রমসমীপে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

"রাজনন্দিনী ও রাজার গৃহিনী হইয়া রাজমাতা হইবেন বলিয়া যিনি বড় সাধ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সকল আশা ফুরাইবার উপক্রম হইল। তিনি পতিগত-প্রাণা; পতি জগতে নিন্দিত হইলেও তাঁহার পক্ষে দেবতার তুল্য; রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, অতীত সুখের স্মৃতিকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, স্বামীর দুঃখের সময় তাঁহার চরণ সেবা করিবেন বলিয়া অরণ্যবাসে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন; এক্ষণে রমণীর শিরোমণি স্বামিধনে বঞ্চিত হইলেন, তবে আর তাঁহার বাঁচিয়া সুখ কি? পতির শবদেহ ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক অন্তর্বত্নী বাহুপত্নী বনের পশুপক্ষিকুলকে কাঁদাইয়া সেই বিজন অরণ্যমধ্যে একাকিনী হৃদয়বিদারক স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া তিনি স্বামীর সহগমনে অভিলাষ করিলেন এবং কাষ্ঠাদি সংগ্রহান্তর একটী চিতা সজ্জিত করিয়া পতির মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিলেন,—পরে স্বয়ং তাহাতে

আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে পরম যোগী ঔর্ব্বমুনি মহৎ সমাধিবলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া ত্বরিতগতিতে সেই চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সহমরণোদ্যতা সতীকে নিবর্ত্তিত করিয়া সস্নেহে কয়েকটী ধর্ম্মমূল কথা বলিলেন;—'হে সাধ্বি! নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, অতি সাহস করিও না। তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী রহিয়াছেন, তিনি শত্রুকুল সংহার করিয়া সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন। হে পতিব্রতে! যাহারা গর্ব্বিনী, বালাপত্যা, অদৃষ্টঋতু অথবা রজস্বলা, তাহাদের চিতা-রোহণ করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ব্রহ্মহত্যা করিলে বরং নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু ভ্রূণহত্যাকারীর কিছুতেই মুক্তি নাই। যাহারা দাম্ভিক, নিন্দুক, নাস্তিক, কৃতঘ্ন অথবা বিশ্বাসঘাতক; যাহারা ভ্রূণ নষ্ট করে অথবা ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। অতএব হে ভাবিনি! এ মহাপাপের অনুষ্ঠান তোমার কখনও উচিত নহে। এক্ষণে যে বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, অচিরে তাহা দূর হইবে।' মহর্ষি ঔর্ব্বের এই অমৃতময় আশ্বাসবচন শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকার্ত্তা সাধ্বী তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্নেহসিক্তবচনে বলিলেন;—'হে রাজতনয়ে! আর রোদন করিও না, অদৃষ্ট-দেব তোমার প্রতি শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হইবেন। তুমি বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী; তোমাকে আর কি বুঝাইব! তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, স্বজনের অশ্রুজল প্রেতকে দগ্ধ করিয়া

থাকে। অতএব হে মহাবুদ্ধে! শোক পরিত্যাগ করিয়া কালোচিত কার্য্য সম্পাদন কর। পতিপরায়ণে! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যতি, কি দুর্ব্বৃত্ত সকলেই মৃত্যুর কাছে সমান। কেহই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জনাকীর্ণ অশান্তিময় নগরের মধ্যে, শান্তিময় বিজন অরণ্যবাসে, পর্ব্বতের উচ্চ অধিত্যকাদেশে, অথবা সমুদ্রের অন্ধতম গর্ব্ভে—যেস্থানে যে জন্তু যে কোন কার্য্য করুক না কেন, নিশ্চয়ই তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। হে রাজনন্দিনি! দৈবই সকলের মূল; দেহিগণ প্রার্থনা না করিলেও যেমন দুঃখ পাইয়া থাকে, সেইরূপ অপ্রার্থিত সুখও তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেখা যায়; ইহা কেবল দৈবেরই প্রভাবে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মনিচয়ের ফলসমূহ লোকে ইহ জগতে ভোগ করিয়া থাকে,—ইহার কারণ কি?—কারণ দৈব; দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অহো, দৈবই এ জগতে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে কমলাননে! গর্ব্ভেই হউক, শৈশবেই হউক, যৌবনেই হউক, আর বার্দ্ধক্যেই হউক, সকল অবস্থাতেই জন্তুদিগকে মৃত্যুর বশীভূত হইতে হইবে। অনন্তদেব গোবিন্দই কর্ম্মবশস্থিত জন্তুদিগকে রক্ষা ও সংহার করিয়া থাকেন; অজ্ঞ মানবগণ তাহাদিগকে নিমিত্তের ভাগী করে মাত্র। অতএব, এই মহদ্দুঃখ ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পতির অন্ত্যেষ্টিবিধান সমাপন কর এবং বিবেকের সাহায্যে মোহ দূর করিয়া স্থির ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত হও। হে সুবুদ্ধে!

এই শরীর অযুত দুঃখ ও ব্যাধির মন্দির স্বরূপ। ইহা কর্ম্মপাশে নিযন্ত্রিত। লোকে যেরূপ কর্ম্ম করে, এই দেহ ধারণ করিয়া তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব, তুমি সর্ব্বদুঃখ অবহেলা করিয়া যথাবিধি পতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন কর।”

মহর্ষি ঔর্ব্বের এইরূপ সুধাময় সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত হইয়া সমস্ত শোক ত্যাগপূর্ব্বক বিধবা রাজনন্দিনী বেদ-বিহিত সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি মুনির চরণযুগল বন্দনা করিয়া ভক্তিসহকারে বলিলেন,—“হে ভগবন্! পরহিতকারী পণ্ডিতগণ যে জগতের অসীম উপকার করিয়া থাকেন, তাহার কি তাঁহারা স্বয়ং ফলভোগ করেন না? বৃক্ষকুল কি আপনাদিগের ভোগার্থ পৃথিবীতলে ফল প্রসব করে না? প্রভো! যিনি পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সাধুবাক্যে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন, তিনি একজন প্রকৃত পরোপকারী; অন্তে তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পাইয়া থাকেন। যে মহাত্মা অন্যের দুঃখে দুঃখী, অন্যের সুখে সুখী, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর;—অহো, তিনি নররূপী নারায়ণ। সৎস্বভাবসম্পন্ন শান্তচরিত পণ্ডিতগণ সকলের দুঃখনিবারণের নিমিত্ত আপ-নাদের স্বর্গীয় জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেন; এই জন্যই যেখানে সাধুব্যক্তি বিরাজ করেন, তথা হইতে দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। যেখানে মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা প্রবেশ করে, সেখানে কি অন্ধকার থাকিতে পারে? দয়াময়! আপনার অসীম জ্ঞানালোকের কণামাত্র কিরণস্পর্শে আমার সমস্ত

দুঃখতিমির দূর হইল; এ অনাথা দুর্ভাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করুন।”

এইরূপে পরজ্ঞানময় মহামুনি ঔর্ব্বের চরণযুগল গলদশ্রুজলে বিধৌত করিয়া বিধবা রাজদুহিতা সেই সরোবরতীরে স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। অনন্তর যোগীবর একবার সেই সরসির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র রাজা বাহু দেবরাজের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জ্বলন্ত বিমানে আরোহণ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাপাতকী অথবা সর্ব্বপাপযুক্ত ব্যক্তি যদি একবার সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিদিগের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের পবিত্র চরণতলে স্থান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়া থাকে। পরম পুণ্যাত্মা মহাত্মগণ যদি পাপীর কলেবর, অথবা তাহার ভস্মরাশি, কিম্বা তাহার চিতাধুম অবলোকন করেন, তাহা হইলে সে পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এইরূপে পতির অন্ত্যেষ্টিবিধান যথাবিধি সমাপন করিয়া বাহুর বিধবা পত্নী মুনীন্দ্রের পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং পরম আদর ও ভক্তির সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সগর রাজার উপাখ্যান।

বাহু রাজার পরম গুণবতী ভার্য্যা মহামুনি ঔর্ব্বের শান্তিময় আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভূলেপন, গৃহ-মার্জ্জনাদি কর্ম্মদ্বারা মহতী ভক্তির সহিত অনুদিন তপোধনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পরম পবিত্রহৃদয় সাধুশিরোমণি মুনীন্দ্রের সেবায় তাঁহার সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; তিনি মহাপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সদ্ভাবসম্পন্না সাধ্বী শুভ লগ্নে অতি শুভক্ষণে গরলের সহিত একটী পরম রূপবান্ পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। আহা! সাধু ও সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের সহবাসে থাকিলে কোন্ বিষ না নিবারিত হয়? কোন্ শুভকর্ম্ম না সম্পন্ন করিতে পারা যায়? হে মুনিসত্তমগণ! জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি যে কোন পাপের অনুষ্ঠান করুক না কেন, মহাত্মাদিগের পরিচর্য্যা দ্বারা তৎসমস্তই শীঘ্র ক্ষয়িত হইতে পারে। এ জগতে সৎসঙ্গ হইতে জড়ব্যক্তিও লোকের পূজনীয় হইয়া থাকে। দেখ, ভগবান্ শম্ভু শশাঙ্কের কলামাত্র ললাটে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আজি শশধর কত শ্লাঘনীয়? কত পবিত্র? সৎসঙ্গতি হইতে মানবকুল নিশ্চয়ই পরমা ঋদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয়। হে বিপেন্দ্রবর্গ! ইহ ও পরলোকে সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণই

পূজ্যতর। অহো! তাঁহাদের অসীম গুণরাশি কীর্ত্তন করিতে কেহই সক্ষম নহে। সৎসঙ্গের স্বর্গীয় তেজঃপ্রভাবে গর্ত্তস্থিত সপ্তমাসব্যাপী গরল বিনষ্ট হইল, অতিদুঃখিনী ও দুর্ভাগিনীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া সৌভাগ্যসূর্য্য অচিরে উদিত হইল।

অনন্তর তেজোনিধি ভগবান্ ঔর্ব্ব শিশুকে গরসমন্বিত হইয়া প্রসূত হইতে দেখিয়া তাহার নাম সগর রাখিলেন এবং কালোচিত জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন। তাঁহার পরম যত্নে এবং তৎপ্রদত্ত মধুক্ষীরাদি ভোজন করিয়া শিশু রাজকুমার ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে সগরের চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইলে তেজঃপুঞ্জ মহামুনি বেদবিহিত তৎসমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহাকে রাজোচিত শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে শৈশবের সুকুমার ভাব উদ্ভিন্ন হইলে সগরকে সমর্থ দেখিয়া সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ তপোনিধি তাঁহাকে মন্ত্রবৎ সমস্ত শাস্ত্র সমর্পণ করিলেন।

হে সত্তমগণ! রাজকুমার সগর মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্বের নিকট এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়া শুচি, গুণবান্, বলবান্ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। মুনিসত্তমের অসীম স্নেহ ও যত্নের বিষয় স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার স্বর্গীয় রসে তাঁহার সুকুমার হৃদয় অভিষিঞ্চিত হইল। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া তাপসেন্দ্রের নিমিত্ত সমিৎ কুশাদি চয়ন করিয়া আনিতেন এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ সেবা করিতেন। হে ঋষিবর্গ!

সগরের সুকুমার হৃদয়ে একদা এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তিনি একদা স্বীয় জননীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“জননি! আমার জনক কে? তাঁহার নাম কি? তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? এই সকল বিষয় যথাবৎ আমাকে বলুন; আমার বিষম কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে মাতঃ! এ জগতে পিতাই প্রধান ধর্ম্ম; পিতৃহীন হইয়া ইহলোকে যে ব্যক্তি জীবনধারণ করে, সে নিশ্চয়ই মৃততুল্য। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রের পক্ষে ধনবানের ন্যায়, মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের তুল্য; হায়, পিতৃহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহলোকে যাহার পিতা মাতা নাই, তাহার সুখ কোথায়? সে মূর্খ ও ধনহীন ব্যক্তির ন্যায় নিরন্তর অসীম দুঃখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। যাহার পিতা মাতা নাই, যে অজ্ঞ, যে অবিবেকী, যে অপুত্রক ও ঋণগ্রস্ত, তাহার বৃথা জন্ম; তাহার প্রাণ ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। শশাঙ্কহীন হইলে বিভাবরী যেমন শোভাশূন্য হইয়া থাকে, কমলহীন হইলে সরোবর যেমন কদর্য্য দেখায় এবং পতিহীনা হইলে নারী যেমন হতশ্রী লক্ষিত হয়, পিতৃহীন হইলে পুরুষ সেইরূপ নিতান্ত দীন হীন হইয়া থাকে। স্বাভাবিক আচার হইতে বিচ্যুত হইলে জন্তু যেমন জীবনের উন্নতি লাভ করিতে পারে না, ধর্ম্মহীন হইলে গৃহস্থ যেমন সুখ লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং গবাদি পশুহীন হইলে ভবন যেমন শোভা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, পিতৃবিয়োজিত হইলে পুরুষও

সেইরূপ শ্রীহীন, দুঃখী ও হতভাগ্য হইয়া থাকে। হরি-ভক্তিহীন ধর্ম্মের ন্যায় পিতৃহীন জীবনে কোন সুফলই লাভ করিতে পারা যায় না। অস্বাধ্যায়বান্ বিপ্র, আতিথ্যবিহীন গৃহী, দানশূন্য দ্রব্য যেমন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, পিতৃহীন পুরুষও সেইরূপ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। সত্যহীন বাক্য, সাধুহীনা সভা, দয়াহীন তপের ন্যায় পিতৃহীন ব্যক্তি এ জগতে কোন কার্য্যেই আইসে না। হে মাতঃ! যাহার পিতা নাই, তাহার জীবন গুণবর্জ্জিতা নারী, জলবিহীনা নদী এবং অশান্তিপ্রদা বিদ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল। জননি! আর কি বলিব, যাচ্ঞাপর মানব যেমন সকলের নিকট ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়, পিতৃবিহীন ব্যক্তিও সেইরূপ কাহারও নিকট সম্মান ও যত্ন লাভ করিতে সক্ষম হয় না; হায়! সমস্ত জীবন তাহার দুঃখেই অতিবাহিত হয়।”

হে মুনিবৃন্দ! হৃদয়ানন্দপ্রদ পুত্রের মুখে এই সকল বিষাদময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুপত্নী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইল—উচ্ছ্বসিত বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল, তথাপি পুত্রের বিষম কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত উদ্বৃত্ত শোকানল অনেক পরিমাণে দমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সগরের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সেই রোমহর্ষণ বিবরণ শ্রবণ করিতে করিতে সগরের নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া জননীর সম্মুখে বিকটস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “শক্র-

কুলকে সংহার করিবই করিব।” মাতাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তিনি ভগবান্ ঔর্ব্বের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া তদীয় চরণযুগল বন্দনপূর্ব্বক সেই আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সত্যপরায়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সগর তথা হইতে বহির্গত হইয়া স্ববংশের পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্পকালের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কুলগুরুর চরণতলে প্রণত হইলেন এবং ধীর ও গম্ভীরভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। বশিশ্রেষ্ঠ ত্রিকালজ্ঞ বশিষ্ঠ সগরের নিকট তৎসমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ঐন্দ্র, বারুণ, ব্রাহ্ম ও আগ্নেয় অস্ত্র এবং তীক্ষ্ণ খড়্গ ও অনুপম শরাসন প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত দিব্য মহাস্ত্র লাভ করিয়া সগর পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কুলগুরুর অকপট আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি জননীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, অরাতিদিগকে নির্ম্মূল করিয়া নিদারুণ পিতৃশোক নিবারণ করিবেন; আজি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবিক্রমসহকারে শত্রুকুলের উপর আপতিত হইয়া শূরবীর সগর একমাত্র চাপের সাহায্যে পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনের সহিত তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই বিকট শরাসন-নিক্ষিপ্ত বজ্রানলসদৃশ বাণপ্রহারে সন্তাড়িত হইয়া তাঁহার অরাতিগণের

মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ আহত, কেহবা সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ লইয়া দূরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ প্রাণরক্ষার্থ কেশপাশ বিকীরণপূর্ব্বক বল্মীকরাশির উপরিভাগে সংস্থিত হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা নগ্নবেশে জলমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হে বিপ্রবৃন্দ! শক, যবন প্রভৃতি যে সকল মহীপালগণ হৈহয়কুলের সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা সকলে সগরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। এদিকে শত্রুকুলের পরাজয়ে পৃথিবী জয় করিয়া মহাবাহু বাহুতনয় স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে চরের নিকট অবগত হইলেন যে, অনেক রিপু ভগবান্ বশিষ্ঠের শরণাগত হইয়াছে। অমনি তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তপোবনে প্রবেশ করিতে শুনিয়া বিচারজ্ঞ বশিষ্ঠ সেই শরণাগত শত্রুকুলকে এরূপ শাস্তি প্রদান করিলেন, যাহাতে তাহাদিগকে ত্রাণ করা হইল, অথচ শিষ্যেরও সম্মান রক্ষিত হইল। তিনি কাহার মস্তকের অর্দ্ধভাগ, কাহার পার্শ্বভাগ, কাহারও বা সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিলেন; কাহাদিগের বা শ্মশ্রুলমুণ্ড এবং অপর সকলকে বেদবহিষ্কৃত করিলেন *।

---

* যে সকল বীরজাতি হৈহয়দিগের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাম্বোজ, পহ্লব, পারদ, শক ও যবনগণই প্রধান। এতদ্ব্যতীত কোলিসর্প, মাহিষক, খস ও চীন প্রভৃতি অপর অনেক সামান্ত সামান্য জাতি ছিল। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশক্রমে সগররাজা স্বহস্তে ইহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। তিনি শকদিগের অর্দ্ধ শির, কাম্বোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক, পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিয়া দিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে সগর সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং গুরু কর্ত্তৃক শত্রুকুলকে হতশ্রী হইতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—"ভো ভো গুরো! কেন বৃথা এই দুরাচার পাষণ্ডদিগের প্রাণরক্ষা করিলেন; এই পাপিষ্ঠগণ আমার রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমার পিতৃদেবকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, অতএব আমি ইহাদের সকলের প্রাণ সংহার করিব।" বলিতে বলিতে সগরের হাস্যোৎফুল্ল বদনমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "গুরুদেব! অধর্ম্মাচারী শত্রুদিগকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়া থাকে। দুর্জ্জনব্যক্তিগণ যতদিন বলবান্ থাকে, ততদিন আপনাদের বাহুবলে প্রমত্ত হইয়া তাহারা সমস্ত জগতের সুখে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু যাই পাপিষ্ঠগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অমনি অতি সাধুত্বের ভাণ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, শত্রুকুলের দাসভাব, বারাঙ্গনার সৌহার্দ্দ্য, এবং সর্পের শান্তভাবকে কখনই বিশ্বাস করিতে নাই;—

উপরে যে পঞ্চবিধ বীরজাতির নাম উল্লেখিত হইল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। শকগণ ইংরাজিতে সিথিয়ান, (Sythian), কাম্বোজগণ কাম্বোজদেশের অধিবাসী;—পুরাণতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব অনুমান করেন, কম্বোজদেশ ভারতের উত্তরভাগে স্থিত। তিনি আরও বলেন যে, যবনগণ হয় প্রাচীন য়ুনীয়ান (Ionian), নয় বক্ট্রিয়ান (Bactrian), অথবা গ্রিক (Grecian)। সম্ভবতঃ এস্থলে য়ুনীয়ানগণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পারদগণ পাশ্চাত্য ইতিহাসে পার্থিয়ান (Parthian) নামে অভিহিত হইয়াছে।

করিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত হইতে হইবে। খল ও কপটাচারী ব্যক্তিগণ সক্ষম অবস্থায় যাহাদিগকে দন্তপংক্তি দেখাইয়া টিটকারি সহকারে উপহাস করিয়া থাকে, সামর্থ্যহীন হইলে আবার তাহাদিগেরই নিকট কোন্ মুখে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে সাহসী হয়? ধিক্! সেই পাষণ্ড-দিগের পাপজীবনে শত ধিক! ছি! তাহারা বলমত্ত হইয়া যে জিহ্বা দ্বারা একবার একজনকে পরুষ বাক্য বলে, বলহীন হইলে আবার কেমন করিয়া সেই জিহ্বাতেই সেই পূর্ব্বাপকৃত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে করুণ বাক্য দ্বারা প্রতারিত করিতে অগ্রসর হয়? অতএব, হে গুরো! হে ভগবন্! যিনি নিজ মঙ্গল কামনা করেন, নীতিশাস্ত্রে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, ক্রুর ব্যক্তিদিগের সাধুত্ব ও দাসভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার কথনও উচিত নহে। যে ব্যক্তি দুর্জ্জন, খল, অথবা হিংসাপরায়ণ, সে যদি প্রণাম করে, তথাপি তাহার প্রতি প্রীত বা প্রসন্ন হইতে নাই। বিনীত শত্রু, কৈতবশীল মিত্র এবং বিশ্বাসঘাতিনী জারা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বনাশ হয়। ভগবন্! এই পাষণ্ডগণ গোরূপী ব্যাঘ্র; আজি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিই, কালি ইহারা আবার আমার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। প্রভো! দুর্জ্জনদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাদিগের দুষ্টাচরণে প্রশ্রয় দেওয়া হয়; অতএব আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন না; বরং প্রসন্ন হইয়া আমাকে আদেশ প্রদান করুন, আমি ইহাদিগকে সংহার করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করি।”

সগরের বাক্যশ্রবণে মহামুনি বশিষ্ঠ মনে মনে পরম প্রীত হইলেন এবং যুগল হস্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে বলিতে লাগিলেন;—"হে মহাভাগ! সাধু, সাধু! তুমি যে সত্য বলিয়াছ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্ত হও। বৎস! তোমার প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ অবিরোধে আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে সংহার করিয়াছি;—হতদিগকে হত্যা করিলে আর কি হইবে? রাজন্! ইহ জগতে সকল জন্তুই কর্ম্মপাশে নিযন্ত্রিত; যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপই ফলভোগ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা আত্মঘাতী; তাহারা আহার বিহার ও বিচরণ করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃত জীবন নাই। অদ্য তুমি যাহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইতেছ, তাহারা ঘোর পাপাচারী; সুতরাং তাহাদের প্রকৃত জীবন নাই; মহীপাল! তবে এই নিহত ব্যক্তিদিগকে আর কি নিমিত্ত হনন করিবে? এ পঞ্চভূতাত্মক দেহই পাপজনিত; পাপ কর্ত্তৃক ইহা পূর্ব্বেই নিহত; আত্মা কেবল এই মৃতদেহকে বহন করিয়া বেড়ায় মাত্র। আত্মা যতদিন ইহাতে বিরাজ করে, ততদিন ইহা সজীব বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু আত্মা ইহা হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অমনি নির্জীব দেহ জড়বৎ ভূতলে পতিত হয়;—শেষে পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। হে পৃথ্বীশ! জন্তুগণ স্বকর্ম্মের ফলভোগের হেতুমাত্র;—কর্ম্ম দৈবাধীন। অহো! এ জগৎই দৈবাধীন। দৈবের অধীন হইয়াই

জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈবই তাহাদের ফলভোগের প্রকৃত কারণ;—তাহারা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। কিন্তু যাঁহারা সাধু ব্যক্তি, তাঁহারা পুরুষকারের সাহায্যে প্রতিকূল দৈবকে বিনাশ করিতে সক্ষম। হে বৎস! শরীর পাপসম্ভূত; যে ব্যক্তি যত অধিক পাপের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তত অধিক জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব এই পাপজনিত দেহকে সংহার করিতে কেন উদ্যত হইতেছ? মহীপাল! আত্মা শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইলেও দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া দেহী নামে প্রোক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহ যে, পাপ হইতে উৎপাদিত, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ পাপমূল দেহকে বিনাশ করিয়া তোমার কি কীর্ত্তি হইবে?”

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ গুরুর এই সকল সারগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সগর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইলেন। মুনীন্দ্রও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় অঙ্গে করাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ পরম পণ্ডিত মুনিগণের সহিত একত্রিত হইয়া সগরকে পিতৃরাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে দ্বিজকুল! মহারাজ সগরের কেশিনী ও সুমতি নামে দুইটী ভার্য্যা ছিলেন *। তাঁহারা

---

* মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, সগর রাজার এক ভার্য্যার নাম প্রভা, অপরের নাম ভানুমতী। প্রভা যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাঁরই গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসূত হয়। তদ্‌যথা;—

দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি প্রভা ভানুমতী তথা॥
একং ভানুমতী পুত্রমগৃহ্লাদসমঞ্জসং।
ততঃ ষষ্টিসহস্রাণি সুষুবে যাদবী প্রভা॥

মৎস্যপুরাণ, ১২শ অধ্যায়।

উভয়েই সূর্য্যবংশীয় বিদর্ভরাজের দুহিতা। সগরকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তপোনিধি ঔর্ব্ব নবাভিষিক্ত নৃপতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রতিগত হইলেন। রাজভবনে তাঁহার অবস্থিতি কালে একদা সগরের পত্নীদ্বয় তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার নিকট পুত্রলাভার্থ বর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণে ভার্গবমন্ত্রবিৎ ঔর্ব্ব পরম সমাধিবলে একবার তাঁহাদিগের ভবিষ্য ভাগ্য-লিপি পাঠ করিয়া লইলেন; পরে হৃষ্টমনে উত্তর করি-লেন;—"তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন একটী মাত্র বংশকর পুত্র এবং অপর ষষ্টিসহস্র তনয় লাভ করিবেন। এক্ষণে এতদুভয় বরের মধ্যে যাহার যেটী অভিপ্রেত, সত্বর আমার নিকট ব্যক্ত কর।"

হে মুনিবৃন্দ! সগররাজার ভার্য্যাদ্বয়ের মধ্যে কেশিনী বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা; সুতরাং তিনিই বংশরক্ষার্থ একমাত্র পুত্রকেই প্রার্থনা করিলেন। সুমতি মূঢ়া, সেইজন্যই ষষ্টিসহস্র পুত্রের প্রার্থিনী হইলেন। ভগবান্ ঔর্ব্ব তাঁহা-দিগের উভয়েরই প্রার্থনা পূরণ করিলেন। অতঃপর কিছুদিন অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জস নামে একটী পুত্র লাভ করিলেন; সুমতিরও ষষ্টিসহস্র তনয় সম্ভূত হইল। অসমঞ্জস নামে বালকবৎ প্রতীত হইলেও উন্মত্তের ন্যায় অসমঞ্জস কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সগরের অপর পুত্রগণ তৎপ্রদর্শিত পদবী অনুসরণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার হইয়া

উঠিল। অসমঞ্জসের আচরণে সগর যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে অসমঞ্জস একটী পরম গুণবান্ পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহার নাম অংশুমান। অংশুমান সদাচারী, ধার্ম্মিক ও পরমোপকারী। পিতামহের হিতানুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

হে মুনিসত্তমগণ! এদিকে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রগণ এত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল যে, তাহাদের অত্যাচারে সমস্ত পৃথিবী নিরতিশয় নিপীড়িত হইল। তাহারা অন্বষ্টকাচারী * ও যাজ্ঞিকদিগের প্রতি যারপরনাই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। যজ্ঞে আহুতি দিবার নিমিত্ত দ্বিজগণ যে সমস্ত ঘৃত আয়োজন করিতেন, তৎসমুদায়ই বলপূর্ব্বক ভোজন করিয়া দুরাচার রাজকুমারগণ দেবকুলকে বঞ্চিত করিতে আরম্ভ করিল, স্বর্গ হইতে রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোদিগকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া আপনাদিগের পাশবী বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিল। এমন কি পারিজাতাদি যে সকল স্বর্গকুসুমে একমাত্র দেবতাগণেরই অধিকার, তাহাও সেই বলমত্ত ও মদমত্ত সগরসন্তানগণ অপহরণ করিতে লাগিল। দুরাচারদিগের লোমহর্ষণ দৌরাত্ম্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক সশঙ্কিত হইল! পাষণ্ডদিগের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গেল।

---

* পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন অথবা আশ্বিনমাসের নবম দিবসে মাতৃ-উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা অন্বষ্টকা নামে অভিহিত। এ শ্রাদ্ধ সকলকে করিতে দেখা যায় না।

পাপাচারী সগরপুত্রগণের এইরূপ ভীষণ উপদ্রবে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করিলেন। অনেক বিবেচনার পর একটী সৎপন্থা স্থির করিয়া মর্ম্মাহত অমরগণ পাতালমধ্যস্থিত বিষ্ণুপ্রতিম মহর্ষি কপিলের নিকট গমন করিলেন। পরমতত্ত্বজ্ঞ তেজোনিধি কপিল প্রচ্ছন্নরূপে সেই নিভৃত প্রদেশে পরমানন্দময় জগদেকদেব বিষ্ণুর ধ্যানে নিরত ছিলেন। সন্তপ্ত সুরবর্গ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন;—"হে জিতেন্দ্রিয় তপোনিধে! হে ছদ্মরূপী নারায়ণ! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশভক্ত লোকানুগ্রহতৎপর মুনীন্দ্র! আপনি সংসার কাননের দাবাগ্নিস্বরূপ; আপনি সর্ব্বজ্ঞানময়, বীতকাম ও সর্ব্বশক্তিমান্। দুরাচার সাগরকুলের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি; এক্ষণে আমাদিগকে ত্রাণ করুন।"

হে দ্বিজকুল! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি কপিল দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত ও যথাযোগ্য পূজা করিয়া বলিলেন,—"হে সুরোত্তমগণ! সম্পৎ, আয়ু, যশ ও বলবিক্রমে গর্ব্বিত হইয়া যাহারা লোকের সুখে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয়; তাহাদের আপনাদের সম্পৎ সৌভাগ্য এমন কি আয়ু পর্য্যন্তও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। নিরপরাধ ও নিষ্পাপ

ব্যক্তিদিগের সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিতে যে মূঢ় উদ্যত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বাঙ্মন অথবা কর্ম্ম দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধন করে, সে নিশ্চয়ই পাপী; দৈব অচিরে তাঁহাকে সংহার করিয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাধা স্থাপন করে, সে অসীম তেজঃসম্পন্ন বা দীর্ঘায়ুষ্মান হইলেও শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সেই দুরাচারের তেজোবীর্য্য, সহায় সম্বল ও সন্তানসন্ততি তৎকৃত পাপরাশিতে কলুষিত হইয়া তাহার সহিত চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। সগররাজার পাপিষ্ঠ পুত্রগণ সমস্ত জগতের উপর অত্যাচার করিতেছে; এক্ষণে তাহাদের বিপুল সহায়বল থাকিলেও তাহারা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব, হে অমরবৃন্দ! সর্ব্ব দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ত্রিদিবধামে প্রতিগমন কর।” তেজঃপুঞ্জ মহামুনি কপিলের এই অমৃতময় সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে বিবুধগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরমসুখে স্বর্গপুরে প্রতিগত হইলেন।

হে মুনিসত্তমগণ! এদিকে মহারাজ সগর বশিষ্ঠাদি পরমতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণের সাহায্যে মহদীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই মহাযজ্ঞের তুরঙ্গ দিগ্‌জয়ার্থ পরিত্যক্ত হইলে সুরেশ্বর ইন্দ্র অলক্ষ্যে তাহাকে হরণ করিয়া পাতালপুরে ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলের নিকট রক্ষা করিলেন। ত্রিদশপতি গূঢ়বিগ্রহ হইয়া সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সগরপুত্রগণ তাঁহাকে

দেখিতে পায় নাই। তুরঙ্গকে সহসা অন্তর্হিত দেখিয়া তাহারা বিষম চিন্তিত হইল এবং তাহার অন্বেষণে সপ্তলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া অবশেষে তাহারা পাতালপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা প্রত্যেকে এক এক যোজন করিয়া মহীতল ব্যাপিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত খনিত মৃৎ-রাশি সমুদ্রতীরে আকীর্ণ হইল। এইরূপে এক সুগভীর ও বৃহৎ বিল সৃষ্ট হইলে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়া সগরাত্মজগণ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ইতস্ততঃ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে অচিরকাল মধ্যে রসাতলে উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ সহস্র সূর্য্যপ্রভ এক জ্বলন্ত জ্যোতিতে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল মহাত্মা কপিল ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকট যজ্ঞাশ্ব বিরাজ করিতেছে। বিবেকবর্জ্জিত, প্রমত্ত ও পাপাশয় সাগরগণ কপিলপার্শ্বে আপনাদের তুরঙ্গ দর্শন করিয়া বিষম ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং তিনিই তাহা হরণ করিয়াছেন মনে করিয়া সহসা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। সেই সময়ে দুরাচারগণ পরস্পর বলিতে লাগিল "ইহাকে বধ কর! ইহাকে বধ কর! ঐ লও, অশ্ব লও, অশ্ব লও! দেখ, দেখ, দুরাচার আমাদের অশ্ব হরণ করিয়া বকতপস্বীর ন্যায় কেমন সাধুবৎ নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। যে খল ও কপটাচারী ব্যক্তিগণ পরস্ব ও পরের জীবন হরণ করিবার নিমিত্ত অনুদিন তদ্বিষয়ে চিন্তা করে, তাহারা সর্ব্বদা এইরূপই আড়ম্বর করিয়া থাকে বটে।"

বিকট হাস্যসহকারে এই কথা বলিয়া সেই নষ্টবুদ্ধি দুর্ব্বৃত্তগণ সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ তপোনিধিকে চরণদ্বারা তাড়িত করিল, পরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই মৃত্যুকাল আসন্ন।

হে দ্বিজকুল! মহর্ষি কপিল সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করিয়া আত্মায় আপনাকে নিয়মনপূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তদিগের সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; এক্ষণে সমাধি ত্যাগ করিয়া সেই দৃপ্ত দুরাচারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং এই ভয়াবহ ভাবগম্ভীর বাক্য বলিতে লাগিলেন; "অহো! যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, যাহারা ক্ষুধিত, কামান্ধ অথবা অহংজ্ঞানে গর্ব্বিত, তাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না। মহীগর্ভে নিধি নিখাত থাকিলে, সে স্থল সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ মানবের অন্তঃকরণে কোনরূপ রিপুবহ্নি সন্ধুক্ষিত থাকিলে তাহারা যে জ্বলিত হইতে থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ যে, স্বজনগণের সুখে বাধা স্থাপন করিবে, তাহাই বা বিচিত্র কিরূপে? একাধারে যৌবন, শ্রী ও শূরতা থাকিলে তাহা প্রায়ই সর্ব্বান্ধতা ও মূঢ়তারও আস্পদ হইয়া থাকে। অহো! কনকের কি দীপ্তি! কি জ্যোতিঃ! কি ভাস্বরতা! ইহার মহিমা বর্ণন করিতে কে সমর্থ? ধুস্তূরও কনক নামে অভিহিত। উভয়ের নাম এক বটে, কিন্তু বর্ণ ও গুণের কত ভিন্নতা! স্বর্ণ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান; ধুস্তূর মন্দপ্রভ। এক বস্তু আধারভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন ফল দান করিয়া থাকে! ধনসম্পত্তির সাহায্যে সদাচারী ব্যক্তিগণ

জগতের কত উপকার করেন; কিন্তু খল ব্যক্তি ধনসম্পন্ন হইলে সেই ধনসম্পত্তি হইতে লোকের কত অনিষ্ট সাধিত হয়! অনলের পক্ষে যেমন পবন এবং ভুজঙ্গের পক্ষে যেমন দুগ্ধ খল ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ ধনসম্পত্তি। খল ও ক্রূর ব্যক্তি ধনবান হইলে, তাহার ধন হইতে সর্ব্বদা লোকের অসংখ্য অনর্থ সাধিত হয়; তাহার ধন দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক মাত্র। অহো! ধনমোহান্ধ ব্যক্তিগণ দেখিয়াও দেখে না; যদি তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যদি তাহারা নিজ বিষয় ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মঙ্গল হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষি কপিলের ক্রোধবেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়ন হইতে অনল নির্গত হইল; সেই অগ্নি ক্ষণকালমধ্যে সগর রাজার পুত্রগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল! সেই ভয়াবহ লোচনাগ্নি দর্শনে পাতালবাসিগণ অকাল প্রলয় মনে করিয়া আর্ত্তরবে চীৎকার করিতে লাগিল এবং নাগ ও রাক্ষসগণ তাহার প্রচণ্ড তাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভার্থ সাগরসলিলে প্রবেশ করিল! অহো! অক্রোধন ব্যক্তিদিগের কোপ নিতান্ত দুঃসহ।

হে মুনীন্দ্রকুল! তৎকালে মহর্ষি নারদ মহীপতি সগরের সেই মহাযজ্ঞে সমাগত হইয়া তাঁহার হতভাগ্য পুত্রগণের ভাগ্যবৃত্তান্ত যথাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ সর্ব্ববিৎ রাজা সগর তৎসমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "দুরাচারগণ দৈবের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।" হে বিপ্রবর্গ! মাতাই

হউন, জনকই হউন, ভ্রাতা অথবা তনয়ই হউক, যে নিত্য অধর্ম্মাচরণ করে, সেই রিপু নামে অভিহিত। স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও যে ব্যক্তি সকলের সুখের পথে বাধা স্থাপন করে, শাস্ত্রানুসারে সে পরম রিপু। সেরূপ লোকহন্তা দুর্ব্বৃত্তের নাশে কেহই দুঃখিত হয় না। নরনাথ সগর সর্ব্বতত্ত্ববিৎ। তিনি জানিতেন যে, দুর্ব্বৃত্তের নিধনে সদাচারী মহাত্মাগণ সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত হইয়া থাকেন; সেই জন্যই তিনি স্বীয় দুরাচার কুপুত্রগণের বিনাশে একদিনের জন্যও শোক প্রকাশ করেন নাই। কুপুত্র হইলে পিতার কোন ধনে অধিকারী হয় না; সেইজন্য সেই মহীপাল স্বীয় অপুত্রদিগকে যজ্ঞে অনধিকারী জানিয়া অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমানকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। অংশুমান সুধী, বাগ্মী ও মহাবীর্য্যবান্। সুতরাং তিনি যজ্ঞাশ্ব আনয়ন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবেন জানিয়া সারজ্ঞ সগর তাঁহাকে সেই কঠোর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর অংশুমান সেই বিশাল বিলদ্বারে উপনীত হইয়াই মুনিপুঙ্গব কপিলকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ঘাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই তেজোনিধি তপোধনকে প্রণাম করিলেন; পরে তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে বলিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃব্যগণ মোহমদে মত্ত হইয়া যে কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা তাহাদিগের দুঃশীলতা মনে করিয়া এক্ষণে ক্ষমা করুন। যাঁহারা সাধুব্যক্তি, যাঁহারা অপরকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষমাশাল;

তাঁহারা দুর্জনদিগকে দয়া করিয়া থাকেন। দেখুন চন্দ্র চণ্ডালগৃহেও জ্যোৎস্না সংহার করেন না। দুরাচার ব্যক্তিগণ যদি সুজন সাধু মহাপুরুষের সুখে বাধা দেয়, তথাপি তিনি সকলের হিতানুষ্ঠানে বিরত হয়েন না। অমরগণ শশাঙ্ককে ভোজন করিলেও শশধর তাঁহা-দিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। চন্দন অস্ত্রে বিদীর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হইলেও যেমন কখন মনোমদকর সৌরভদানে বিরত হয় না, সেইরূপ সুজন ব্যক্তি দুষ্টদিগের কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অপকৃত হইলেও কখন মুহূর্ত্তের জন্য দয়া প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। যে সদ্‌গুণশালী মুনীশ্বরগণ শান্তিময় তপোনুষ্ঠানের দ্বারা লোকশাসনার্থ পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পুরুষোত্তম। হে মুনে! হে ব্রহ্মন্! হে ব্রহ্মমূর্ত্তে! ব্রহ্মধ্যানপর ব্রহ্মণ্য-দেব! আপনাকে নমস্কার।”

অংশুমানের এই ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কপিল আনন্দিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সাদরে বলিলেন “বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর।” মুনীন্দ্রের এই আনন্দকর আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অংশুমান তাঁহার চরণতলে প্রণত হইয়া আনন্দাশ্রুজলে তদীয় পদদ্বয় বিধৌত করিলেন এবং বিনীত প্রার্থনাসহকারে বলিলেন, “ভগবন্! যদি দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আমার পিতৃপুরুষগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।” রাজকুমারের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া মুনি

তাঁহাকে স্নেহসিক্ত বচনে আদর সহকারে বলিলেন "হে পুত্র! তোমার পৌত্র পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়া সেই পাপী ও পতিত সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব, বৎস! তোমার পিতামহের যজ্ঞোচিত এই অশ্ব গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হও, এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাক; তোমার মঙ্গল হইবে।"

পরমকারুণিক পরতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অংশুমান তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন এবং পিতামহের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ গ্রহণ করিয়া সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি মহীপতি সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে মুনিবর্গ! এই অংশুমান হইতে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন; দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই লোকপাবনী সুরধুনীকে মহীতলে আনয়ন করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। হে সত্তমগণ! ভগীরথের পবিত্রকুলে সুদাস নামে এক মহাবলী রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র মিত্রসহ ত্রিলোকে বিখ্যাত; ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শাপে সেই সৌদাস মিত্রসহ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েন; পরিশেষে গঙ্গার সলিলাভিষেকে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

মিত্রসহের উপাখ্যান।

পুরাণতত্ত্ববিৎ সূতের নিকট এই বিচিত্র বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিগণ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিসত্তম! কি দোষে সৌদাস রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্রোধানলে পতিত হইয়া তাঁহার শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা সুরসরিৎ বিষ্ণুপদীর জলবিন্দুস্পর্শে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত যথাবৎ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।"

অনন্তর সুধিশ্রেষ্ঠ সূত সৌদাসের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে ঋষিমণ্ডল! সুদাসের পুত্র মিত্রসহ সর্ব্বধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করিয়া সূচি, সর্ব্বজ্ঞ ও গুণবান হইয়াছিলেন। সপ্তসাগরাম্বরা এই সদ্বীপা বসুন্ধরাকে মহীপতি সগর যেমন ধর্ম্মের অবিরোধে রক্ষা করিয়াছিলেন; সৌদাসও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ অনুসরণপূর্ব্বক পুত্রপৌত্রে পরিবেষ্টিত এবং সকল ঐশ্বর্য্যে সুশোভিত হইয়া ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পরমসুখে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। একদা মৃগয়াভিলাষ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে তিনি বিশ্বস্ত সচিবগণে সমাবৃত হইয়া সেই বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিবার নিমিত্ত গভীর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিন

বৎসর ধরিয়া মৃগয়া চলিতে লাগিল। রাজা সদলে বন হইতে বনান্তরে মৃগের অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে একদা মধ্যাহ্ন দিবাকরের প্রচণ্ড তাপে তাপিত ও পিপাসিত হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরকালে পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাহ্নিকাদি সমস্ত কর্ম্ম যথাবৎ সমাপনপূর্ব্বক যথাকালে ভোজন করিয়া তিনি সেই পবিত্র রেবানদীর তটে মুনিগণের সহিত সৎকথার আলাপনে রজনী যাপন করিলেন। অনন্তর অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পাদনপূর্ব্বক সৌদাস মন্ত্রীগণের সহিত পুনর্ব্বার মৃগয়াব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন এবং গভীর অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মহীপতি বন হইতে অপর বনে মৃগের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক কৃষ্ণসারকে দেখিতে পাইলেন; অমনি ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে দ্বিজকুল! রাজা সৌদাস সেই মৃগের অন্বেষণে এতদূর তন্ময় হইলেন যে, নিজ জীবনের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেন না! এইরূপে তিনি অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সৈন্যগণের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অণুমাত্র শ্রান্তি নাই—ক্লান্তি নাই; কেবল সেই কৃষ্ণসার হরিণ যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তিনিও অধিজ্য শরশরাসন হস্তে তাহার অনুসরণে সেইদিকেই ধাবমান হইলেন। ক্রমে বহু গিরিগহন অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি এক গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই গহ্বরের

অভ্যন্তরে এক ব্যাঘ্রদম্পতি সুরতকর্ম্মে নিরত ছিল। মহীপাল সৌদাসের দৃষ্টি সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হইল; অমনি তিনি মৃগের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সেই শার্দ্দূলযুগলের সম্মুখীন হইলেন এবং অব্যর্থ শরসন্ধানে তাহাদের মধ্যে একটীকে নিপাতিত করিলেন। রাজার তীক্ষ্ণ শরসংঘাতে ভূমিতলে পতিত হইতে হইতে ব্যাঘ্র ত্রিংশৎ যোজনব্যাপ্ত ভয়াবহ রাক্ষসদেহ ধারণ করিয়া যুগান্তমেঘের ন্যায় শ্রবণভৈরব আর্ত্তনাদসহকারে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তখন অপর ব্যাঘ্র "ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া দ্রুতবেগে সেইস্থল হইতে অন্তর্হিত হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা সৌদাস বিস্মিত ও ভীত হইলেন এবং মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে স্বীয় সৈন্যগণের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই বনমার্গেই তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি মন্ত্রিদিগকে সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় পুরীমধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজপরিচ্ছদ ও ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা সৌদাস রাজ্যসুখে সন্তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই রাক্ষসের কথা ভুলিতে পারিলেন না।

এইরূপে বহুদিবস অতীত হইলে নরপতি মিত্রসহ বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরদিগকে আহ্বান করিয়া পরম প্রীতিসহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহদীয় মখে ব্রহ্মাদি দেবগণের যথাবিধি আহুতি দানপূর্ব্বক

যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ স্নানার্থ বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে সেই রাক্ষস দারুণ প্রতিশোধ পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ পাইল। সুরতক্রিয়া সম্ভোগকালে তাহার পত্নীকে সংহার করিয়া রাজা তাহার হৃদয়ে যে শোকানল জ্বালিয়া দিয়াছেন, আজি তাহা নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সে নিদারুণ ক্রোধের সহিত তাঁহার পুরীমধ্যে আগমন করিল। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্নানার্থ প্রস্থান করিলে সেই কামরূপ রাক্ষস তাঁহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বলিল, "রাজন্! আমার ভোজনার্থ মাংসের আয়োজন করিয়া রাখ, আমি এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পরক্ষণেই পাচকের বেশ ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যের মাংস লইয়া পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইল। নরপতি সৌদাস রাক্ষসের মায়ায় এইরূপে প্রতারিত হইয়া সেই মাংস একখানি হিরণ্যপাত্রে ধারণ পূর্ব্বক গুরুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

অনন্তর স্নানসমাপনান্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ প্রত্যাগত হইলে মহীপাল মিত্রসহ হেমপাত্রস্থ সেই মানুষমাংস বিনয়-সহকারে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং "একি!" বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা যে মনুষ্যের মাংস, তাহা তিনি পরম সমাধিবলে তখনই জানিতে পারিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, "অহো! রাজার নিশ্চয়ই দুঃশী-লতা জনিত হইয়াছে, তাই আজি আমাকে এই অখাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিল।" ব্রহ্মর্ষির মন্যু উদ্রিক্ত হইল; তিনি

রোষকষায়িতলোচনে নিদারুণ কর্কশস্বরে বলিলেন,—“ক্ষিতীশ্বর! তুমি যেমন আমার ভোজনার্থ আমাকে অভোজ্য নরমাংস প্রদান করিলে, আমার শাপে নিশ্চয় ইহাই তোমার ভোজ্য হইবে। নৃমাংস রাক্ষসের খাদ্য; তুমি আমাকে তাহা ভোজনার্থ অর্পণ করিলে! অতএব তুমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হও; শবদেহ তোমার ভোজ্য হইবে।” এই হৃদয়বিদারক কঠোর শাপ শ্রবণে সৌদাস নিরতিশয় ভীত হইয়া ভয়বিহ্বল ভাবে নিবেদন করিলেন “সে কি গুরুদেব! আপনিই যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন!” অতঃপর তিনি তদ্বৃত্তান্ত তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার নিকট সেই বিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে, রাজা রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন।

মহীপাল সৌদাসের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না; বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান করিলেন; ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? গুরুর অবিবেকিতা স্মরণ করিয়া তিনি দারুণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং জল গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিশপ্ত করিতে উপক্রম করিলেন; এমন সময়ে মহীপতির প্রিয়তমা মহিষী মদয়ন্তী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন; “হে ক্ষত্রিয়দায়াদ! হে রাজন! কি করিতেছ? কি করিতেছ? কোপ সংহার কর। যাহা তোমার অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে; যাহা তোমাকে ভোগ করিতে

হইবে, তাহা প্রাপ্ত হইলে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। প্রাণবল্লভ! যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুর প্রতি কঠোর ও নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, সে নির্জ্জন বনে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া কালযাপন করে। তপোনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মসদনে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।"

ভার্য্যার এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে ভূপতি কোপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন; কিন্তু তিনি স্বহস্তস্থ বারি লইয়া বিষম গোলযোগে পতিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন "এ জল কোথায় নিক্ষেপ করি? ইহা যাহাতে ফেলিব, তাহাইত ভস্ম হইয়া যাইবে; তবে এ জল কোথায় নিক্ষেপ করি?" এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি স্বীয় চরণযুগলের উপর তাহা ক্ষেপন করিলেন। সেই জলস্পর্শ মাত্র তাঁহার পাদদ্বয় কল্মাষত্ব প্রাপ্ত হইল। সেইদিন হইতে সৌদাস রাজা কল্মাষপাদ নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বুদ্ধিমতী মদয়ন্তী অনেক পরিমাণে শান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহার বাক্যে মতিমান কল্মাষপাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। তিনি কুলগুরুর চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন;—"হে ভগবন্! আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন।" ভূপতির এই করুণ বচন শুনিয়া

মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে দুঃখিত হইলেন। অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া তিনি যে দুস্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার মনে বিষম আত্মদ্রোহিতার উদয় হইল। "অহো! অবিবেকিতা এ জগতে সকল প্রকার বিপদের আস্পদ স্বরূপ। যাহার বিবেচনাশক্তি নাই; যে ব্যক্তি হিতাহিত না ভাবিয়া কেবল প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই পশু; রাজা বিবেক-হীনতাপ্রযুক্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উচিত হইতে পারে; কিন্তু আমি বিবেকবান্ হইয়া এ কি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিলাম? ইহ জগতে যে ব্যক্তি বিবেক সহকারে কার্য্য করিয়া থাকে, সে যেই হউক না কেন, নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেক-হীন, সে কিছুতেই সেই পরম পদ লাভ করিতে পারে না।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ভূপতি সৌদাসকে বলিলেন "বৎস! যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নহে; যে শাপ দিয়াছি, তাহার আর প্রতিসংহার নাই; আর ইহা আত্যন্তিক নহে। তোমাকে দ্বাদশ বৎসর মাত্র রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে হইবে। দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে গঙ্গাসলিলে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসদেহ হইতে মুক্ত হইবে, এবং অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। সুরধুনীর পবিত্র জলে অভিষিঞ্চিত হইলে তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং নিরন্তর নারায়ণের ভজনা করিয়া অন্তে পরম শান্তিসুখ প্রাপ্ত হইবে।"

অনন্তর ধর্ম্মসম্পন্ন বশিষ্ঠ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে রাজা ভয়াবহ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দুঃখের সহিত অরণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইল। সেই দিন হইতে তাহার উৎকট ক্ষুৎপিপাসার উদয় হইতে লাগিল; নিরন্তর ক্রোধানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া রহিল; সে দারুণ ক্ষুধা ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া করাল বেশে উন্মত্তবৎ বিজন বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরাহ শশকাদি বিবিধ জন্তু, মনুষ্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম ও প্লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার সম্মুখে পতিত হইল, রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাস তৎসমস্তই প্রমত্তবৎ গ্রাস করিতে লাগিল। হে বিপ্রকুল! তাহার সেই রাক্ষসিক অনুষ্ঠানে ভূমিতল শোণিতদিগ্ধ বহুবিধ অস্থিজালে এবং ভীমদর্শন প্রেতরূপ পীত ও রক্তবর্ণ অসংখ্য শবদেহে আচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এইরূপে অর্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শত যোজন পরিমিত বিস্তৃত ভূভাগকে অতিশয় দূষিত করিয়া রাক্ষস পুনর্ব্বার বন হইতে বহির্গত হইল। লোকালয়ে পতিত হইয়াও সে অবিরত নরমাংস ভোজন করিতে করিতে সিদ্ধ, চারণ ও মুনিগণের আবাসভূমি নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইল। সেই তরঙ্গিনীর তটভূমে বিচরণ করিতে করিতে সেই রাক্ষস দেখিতে পাইল কোন মুনি পত্নীর সহিত সুরতক্রিয়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। শার্দ্দূল যেমন তাড়িতবেগে মৃগশিশুকে গ্রহণ করে, রাক্ষস ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া সেইরূপ অতি বেগসহকারে সেই তপস্বীকে আক্রমণ করিল। তদ্দর্শনে তাঁহার পত্নী দারুণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া শিরোদেশে

অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক কাতরবচনে বলিলেন "হে ক্ষত্রিয়-দায়াদ! পতিপ্রাণা ভয়বিহ্বলা রমণীর প্রাণপতির প্রাণদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলেই আমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে প্রভো! তোমার নাম মিত্রসহ, তুমি পবিত্র সূর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমিত প্রকৃত রাক্ষস নহ; তবে আমাকে এ বিজন বনে কেন না রক্ষা করিবে? পতিই স্ত্রীজাতির একমাত্র বন্ধু, একমাত্র গতি। পতিহীন হইয়া যে নারী জীবন ধারণ করে, সে মৃততুল্যা। আজি তুমি আমার সেই পতিধন হরণ করিতে যাইতেছ! আমি বালিকা, এ নিদারুণ বালবৈধব্য কেমন করিয়া সহ্য করিব? হে অরিমর্দ্দন! আমি পিতা জানি না; মাতা জানি না; অপর কোন বন্ধু জানি না; আমার পতিই আমার একমাত্র পরম বন্ধু, আমার পরম জীবন। হে জনেশ্বর! আপনি অখিল ধর্ম্ম এবং যোষিৎকুলের সমস্ত উপায় অবগত আছেন, তবে এ হতভাগিনীকে অনাথা করিতে কেন উদ্যত হইয়াছেন? রাজন্! আমার আর বন্ধু নাই; আমি বালাপত্যা; এ বিজন বনে পতিহীন হইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? তুমি আমার পিতা, আমি তোমার দুহিতা; পতিদান করিয়া আজি তোমার কন্যাকে ত্রাণ কর। হে ধর্ম্মবিৎ! পরমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন প্রাণদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান জগতে আর কিছুই নাই। অতএব পিতঃ! আমার প্রাণদান করুন।" বলিতে বলিতে পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণপত্নী রাক্ষসের চরণতলে পতিত হইলেন এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিলেন,

"আমায় পতিদান করুন, আমায় পতিদান করুন ; আমি আপনার দুহিতা।"

পতিশোকাতুরা সতীর হৃদয়বিদারক শোকবচনে রাক্ষসের কঠোর হৃদয় অণুমাত্রও বিগলিত হইল না ; শার্দ্দূল যেমন মৃগশিশুকে ভোজন করে, সেই নরপিশাচ সেইরূপ স্বচ্ছন্দে সেই বিগতপ্রাণ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল! অনুনয় বিনয় ও করুণ পরিদেবন সমস্তই বিফল হইল দেখিয়া পতিব্রতা ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইলেন এবং রাক্ষসের পূর্ব্ব শাপ বিগত প্রায় দেখিয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, "নিষ্ঠুর! তুই যেমন আমার সুরতাসক্ত পতিকে বলপূর্ব্বক সংহার করিলি, স্ত্রীসম্ভোগ-কালে তুইও সেইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইবি।" ইহাতেও তাঁহার ক্রোধানল প্রশমিত না হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার শাপ দিয়া বলিলেন "আমার পতির প্রাণসংহার করাতে তুই রাক্ষসই থাকিবি।"

এই কঠোর শাপ শ্রবণে রাক্ষস নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া মুখমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অনলপুঞ্জ উদ্গীরণ পূর্ব্বক কঠোর স্বরে বলিল, "দুষ্টে! তুই কি নিমিত্ত আমাকে দুইটী শাপ প্রদান করিলি? একমাত্র অপরাধের একটী শাপই হওয়া উচিত। তুই যেমন আমার একটী অপরাধে আমাকে দুইটী শাপ দিলি, অতএব পুত্রসমন্বিতা হইয়া অদ্যই তুই পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইবি।" রাক্ষসের এই অভিসম্পাৎ উচ্চারিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ পুত্রসহ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইল এবং দারুণ ক্ষুধার্ত্তা ও ভীত হইয়া বিকটস্বরে

রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও পিশাচী উভয়ে বিজনবনে চীৎকার করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরস্থ একটী বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। সেই বৃক্ষোপরি এক রাক্ষস বাস করিত। সে গুরুকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার শাপে রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাক্ষস ও পিশাচীকে বট সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সেই ক্রোধনস্বভাব ব্রহ্মরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল;—"তোমরা আমার ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া এরূপ ভীমবেশে কিজন্য আসিলে? কোন্ পাপেই বা এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, সম্যক্ তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।" সৌদাস তাহার বাক্য শ্রবণে স্বয়ং এবং সেই ব্রাহ্মণী যাহা যাহা করিয়াছে এবং যেরূপ কার্য্যবশতঃ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই যথাবৎ বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্রহ্মরাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করিল;—"হে ভদ্র! হে মহাভাগ! তুমি কে? পূর্ব্বে কোন্ কর্ম্মবশতই বা এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহার বিবরণ শুনিতে আমার বাসনা জন্মিয়াছে; ভ্রাতঃ! আমাকে তোমার সখা বলিয়া জানিবে। অতএব মিত্রোচিত প্রণয়বশতঃ আমাকে তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলা কর্ত্তব্য। মিত্রকে যে নরাধম বঞ্চনা করে, সে মহাপাপী; সেই কঠোর পাপের ফল সেই দুরাচার কোটিযুগ ধরিয়া ভোগ করিয়া থাকে। মিত্রদর্শনে মানবের সমস্ত দুঃখ অপগত হয়; তজ্জন্য সুবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেরই মিত্রকে কখনও বঞ্চনা করা উচিত নহে। কি ব্যাধিত, কি দরিদ্র, কি বঞ্চিত, কি অতি দুঃখিত যে কোন অবস্থার যে কোন

লোক হউক না কেন, মিত্রকে দেখিবা মাত্র সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়।”

হে সত্তমগণ! কল্মাষপাদের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া বটস্থ ব্রহ্মরাক্ষস, এই কএকটী ধর্ম্মবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন;—“হে মহাভাগ! আমার নাম সোমদত্ত;—মগধদেশ আমার জন্মভূমি। পূর্ব্বে আমি বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলাম। বিদ্যা, বয়স ও ধনে প্রমত্ত হইয়া গুরুকে অবজ্ঞা করাতে আমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। মিত্র! এ যন্ত্রণাময় জীবনে আমি কিছুমাত্রই সুখ পাই না; নিরাহারে অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছি। শত সহস্র বিপ্রকে ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি নিরন্তর ক্ষুধানলে নিপীড়িত হইতেছি; এ দারুণ জঠরানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না; বিকট তৃষা কিছুতেই প্রশমিত হয় না। নিত্য মাংস ভোজন পূর্ব্বক জগতের ত্রাস উৎপাদন করিয়া বিষম মনস্তাপে দিনযামিনী ব্যথিত হইতেছি। অহো! গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে মানবদিগকে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। আমি তাহার বিষময় ফল বিলক্ষণ ভোগ করিতেছি।”

অতঃপর কল্মাষপাদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “সখে! শাস্ত্রানুসারে কাহাকে গুরু বলা যায়? তুমিই বা পূর্ব্বে কাহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে; মিত্র! এক্ষণে আমার সেই কৌতূহল নিবারণ কর।”

মিত্রের পরম আগ্রহ দর্শনে সোমদত্ত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল,—"মিত্র! গুরু অনেক প্রকার আছেন। তাঁহারা সকলেই পূজনীয় ও সম্মানার্হ। তাঁহাদের বিবরণ আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল ও শ্বশুর; তদ্ব্যতীত, যাঁহারা বেদশাস্ত্রাদির অর্থসমূহ অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; ধর্ম্মশাস্ত্র-কথনে যাঁহাদের জীবন যাপিত হয়; যাঁহারা মন্ত্র ও বেদবাক্যসমূহের সংশয় ছেদন করিয়া থাকেন; যিনি ব্রতকথা কীর্ত্তন করেন, যিনি ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা, বা উপনেতা; অথবা যিনি অকর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করেন; ইহাঁরা সকলেই শাস্ত্রমতে গুরু। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে গুরু নামের যোগ্য; তাঁহাদের সকলের মধ্যে কয়েকটীর বিবরণ কেবল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।"

কল্মাষপাদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"সখে! তুমিত অনেক প্রকার গুরুর কথা বলিলে; কিন্তু ইহাঁরা কি সকলেই সমান পূজ্য?" এই প্রশ্ন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সোমদত্ত তাহাকে "সাধু" "সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিল এবং পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল; "বন্ধো! এই সকল সৎকথার আলাপনে নিশ্চয়ই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা গুরুর অভিশাপে রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, দারুণ ক্ষুৎপিপাসা নিরন্তর আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে; এরূপ অবস্থায় গুরুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে। যাহা হউক, এইমাত্র

আমি যে সকল গুরুর উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা পূজনীয় ও সম্মানার্হ;—ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তথাপি শাস্ত্রানুসারে ইহাঁদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, আমি তাহার সার মর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি;—তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। বেদাধ্যাপক, মন্ত্রব্যাখ্যাতা, পিতা এবং ধর্ম্মবক্তা,—ইহাঁরা বিশেষ গুরু বলিয়া পরিগণিত। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাঁদের মধ্যে আবার যাঁহাকে পরম গুরুরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারও বিবরণ আমি বলিতেছি :—

"হে সখে! সংসার-পাশচ্ছেদনের প্রধানতম উপায় ধর্ম্মকথাপূর্ণ পবিত্র পুরাণাবলি যিনি কীর্ত্তন করেন; ধর্ম্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় দেবপূজাযোগ্য কর্ম্মাবলি এবং দেবতা পূজার ফল যিনি বর্ণন করেন; শাস্ত্রানুসারে তিনিই পরম গুরু। মিত্র! দেবতা ও মুনিগণ বলেন যে, পুরাণাবলি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রের সারভূত; যিনি সেই সর্ব্ব দুঃখহর পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তিনিই পরম গুরু। শাস্ত্র-সমূহে লিখিত আছে যে, যিনি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে উদ্যোগী হয়েন, পুরাণসমূহ পাঠ করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য। হে মহীপতে! বেদবিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণে সমস্ত ধর্ম্মকথা বর্ণন করিয়াছেন। তর্কাদি ইহলোকের সুখসাধক বটে; কিন্তু পুরাণ পাঠে ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখ লাভ করিতে পারা যায়। হে ভূপ! ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সবিনয়ে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অমৃতময় পুরাণ কথা শ্রবণ করে, তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া

থাকে; ধর্ম্মে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; সে নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান হইয়া পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়। পুরাণ শ্রবণে ধর্ম্মলাভ হয়, ধর্ম্ম হইতে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। যাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে বাসনা করে, তাহারা অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ শ্রবণ করুক।

"হে রাজন্! লোকপাবনী গঙ্গার মনোরম পবিত্রতীরে আমি ব্রহ্মবাদী গৌতম মুনির নিকট সর্ব্ব ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং যত্ন করিয়া সমস্ত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহার উপদেশানুসারে আমি সর্ব্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কিন্তু আমার একটী মাত্র কর্ম্মে তৎসমস্তই বৃথা হইল; অবশেষে এই দীনদশায় পতিত হইতে হইল। সখে! একদা আমি পরমেশ শিবের পূজায় নিরত আছি, এমন সময়ে আমার গুরুদেব ভগবান গৌতম আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন; পূজায় প্রবৃত্ত ছিলাম বলিয়া আমি তখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। তিনি শান্ত ও মহাবুদ্ধিমান্; তথাপি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মনে করিলেন,—"কি! আমার উপদেশানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া এরূপ মদগর্ব্বিত হইয়াছে!" অমনি তিনি আমাকে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইতে শাপ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! ইহ জগতে গুরু অতি পূজ্য পাত্র। জ্ঞান অথবা অজ্ঞান বশতঃ যে কেহ গুরুর অবজ্ঞা করে, তাহার অপত্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মহাপুরুষগণের

সেবা করে, তাহার পরম মঙ্গল সাধিত হয়। হায়! বন্ধো! সেই পাপে আজি আমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দারুণ ক্ষুধানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। জানি না কবে এই শোচনীয় দুরবস্থা হইতে মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইব ?”

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! রাক্ষসভাবাপন্ন কল্মাষপাদ ও সোম-দত্তের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ পবিত্র কথোপকথন হওয়াতে তাহাদের উভয়ের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তাহাদের কথা শেষ হইয়াছে; এমন সময়ে সেই বটবৃক্ষের নিকটে অমৃতময় হরিনাম শ্রুত হইল। অমনি সেই নিশাচরদ্বয়ের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহারা সাহ্লাদে দেখিল এক ব্রাহ্মণ এক কলস গঙ্গাজল স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মহোল্লাস সহকারে বিশ্বেশ্বর নারায়ণের স্তব এবং তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই পথে আসিতেছেন। সেই ধার্ম্মিক বিপ্রের নাম গর্গ; কলিঙ্গ দেশ তাঁহার জন্মভূমি। দ্বিজেন্দ্রকে নিকটে সমাগত হইতে দেখিয়া সেই রাক্ষসদ্বয় ও সেই পিশাচী “আজি আমরা পার পাইলাম” বলিয়া স্ব স্ব যুগল হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ব্রাহ্মণ তখন হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দূরে অবস্থিত রহিল এবং সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল “হে মহাভাগ মহামুনে! আপনাকে নমস্কার। আপনার উচ্চারিত হরিনামের মাহাত্ম্যে রাক্ষসগণও দূরে অবস্থিতি করিতেছে। হে বিপ্র! আমরা

পূর্ব্বে কোটি কোটি বিপ্রকে ভক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু আজি হরিনামরূপ প্রাবরণ তোমাকে মহা ভয় হইতে রক্ষা করিল। অহো! নারায়ণ অচ্যুতের কি অপার মহিমা! দেখ, ভগবানের নাম স্মরণমাত্র সম্মুখীন্ রাক্ষসগণও পরম শান্তি লাভ করিল! হে মহাত্মন্! তুমি সর্ব্বপ্রকারে রাগাদি রহিত ও কৃপাশীল; অতএব গঙ্গাজলাভিষেকে আমাদিগকে মহাপাতক হইতে উদ্ধার কর। হে দ্বিজ! পরমতত্ত্ববিৎ বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি নিরন্তর হরিসেবায় নিরত থাকিয়া আপনার উদ্ধার সাধনে সক্ষম হয়েন, তিনি সর্ব্ব জগৎকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। হরিনাম পাপনাশন;— ইহা এই ঘোর সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। পণ্ডিতগণ আত্মমুক্তি কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন? উড়ূপে করিয়া সাগর পার হইতে গেলেই জল-মধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়। সেইরূপ গূঢ়পুণ্য ব্যক্তিগণ অপর ব্যক্তিকে এই অপার ভবসাগর হইতে কি রূপে পার করিতে সক্ষম হইবেন? তাঁহারা যদ্যপি আপনাদিগের পুণ্যরাশির সাহায্যে অপরকে ত্রাণ না করেন, তাহা হইলে পাপীর উদ্ধার হয় কৈ? অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহনীয় চরিত্র হইতে সমস্ত জগৎ সুখ লাভ করিয়া থাকে। দেখুন, কলানিধির অমৃতময় কিরণে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব পরম আহ্লাদিত হয়। হে দ্বিজোত্তম! লোকপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য আর কি বলিব? এ ভূমণ্ডলে যত পবিত্র তীর্থ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গার কণামাত্রের সমান। তুলসী-দলমিশ্রিত গঙ্গাজল যদি সর্ষপ পরিমাণে সিঞ্চন করা যায়,

তাহা হইলে সপ্ততিকুল পবিত্র হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! হে মহাভাগ! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর অনন্ত মাহাত্ম্য তোমার নিকট আর কত কীর্ত্তন করিব? আমরা পাপী, সেই জন্যই এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে গঙ্গাজল সিঞ্চনে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।”

রাক্ষসদিগের মুখে সুরধুনীর এইরূপ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বিজসত্তম গর্গ বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন,—“লোকমাতা গঙ্গার প্রতি ইহাদিগেরও ঈদৃশী ভক্তি।” সেই ব্রাহ্মণোত্তম পরম পণ্ডিত। তিনি জানিতেন যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের মঙ্গলানুষ্ঠান করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাক্ষসদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎসুক হইল। তিনি অচিরে তুলসীদলমিশ্রিত গঙ্গাজল লইয়া তাহাদিগের উপর সিঞ্চন করিলেন। সর্ষপোপম বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল স্পর্শে তাহারা রাক্ষসভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেবদেহ ধারণ করিল।

হে বুধগণ! ব্রাহ্মণ সোমদত্ত এবং সেই পুত্রবতী ব্রাহ্মণী কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজোময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক নারায়ণের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তা দ্বিজোত্তম গর্গের স্তুতিবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইল। মহীপতি কল্মাষপাদও স্বীয় রূপ পুনর্লাভ করিলেন; কিন্তু গুরু বশিষ্ঠের কথা বিস্মৃত হওয়াতে তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন।

তাঁহাকে চিন্তাকুল ও দুঃখিত দেখিয়া ভগবতী ভারতী অলক্ষ্যে থাকিয়া এই কয়েকটী সারগর্ভ বাক্য বলিলেন ;— "হে রাজন্! হে মহাভাগ! দুঃখিত হওয়া তোমার উচিত নহে। স্বীয় রাজ্যে প্রতিগমন করিয়া তুমি সুখে রাজ্য ভোগ কর। রাজ্যভোগের অবসানে তোমার মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে। হে মহীপাল! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাহাদের পাপ ক্ষয়িত হয়, যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, শ্রুতিমার্গগামী, সর্ব্বভূতে যাহাদের দয়া আছে, যাহারা নিরন্তর গুরু পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

নৃপশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদ সরস্বতীর এই ধর্ম্মমূল কথা শ্রবণে শান্তি লাভ করিয়া গুরুর বাক্য স্মরণ করিলেন। তাঁহার সকল চিন্তা দূর হইল ; তিনি পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং বিশ্বপতি নারায়ণ, বিশ্বজননী গঙ্গা এবং সেই বিপ্রবরের স্তব করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহার পর তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর নামমালা জপ করিতে করিতে তিনি সদ্য বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে সেই পবিত্র পুণ্য-তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন এবং তথা হইতে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রাজাকে পাপ মুক্ত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাজ্যে পুনরভিষেক করিলেন। স্বীয় সিংহাসনে পুনরারো-হণ করিয়া মহীপতি কল্মাষপাদ পরম সুখে মনোমত

সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং অন্তে পরমানন্দ সহকারে দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। -

.. হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। তাঁহার সে অপার অনন্ত মহিমা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। অহো! যে নাম স্মরণ করিবামাত্র মহাপাপী কোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদন প্রাপ্ত হয়; তাঁহার মাহাত্ম্য কে সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারে?

দশম অধ্যায়।

বলিরাজার সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

কল্মাষপাদ রাজার মনোহর বিবরণ এবং লোকপাবনী ভাগীরথীর অসীম মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মহাভাগ! বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা যে সুরসরিৎ মুনিগণ কর্ত্তৃক গঙ্গা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; তাঁহার বিবরণ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন।

অনন্তর পুরাণতত্ত্ববিৎ সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ঋষিকুল! অদ্য আপনারা

আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি পুণ্যপ্রদ। মহাত্মা নারদ সনৎকুমারের নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ উপাখ্যান অতি মনোরম। ইহা শ্রবণ বা বর্ণন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপবর্গ ফললাভ করিতে পারা যায়। হে দ্বিজবর্গ! ভগবান্ কশ্যপ ইন্দ্রাদি দেবগণের জনক ছিলেন। তাঁহার দুই ভার্য্যা,—দিতি ও অদিতি। ইহাঁরা উভয়েই দক্ষের কন্যা। অদিতি হইতে দেবকুল এবং দিতি হইতে দৈত্যগণ সম্ভূত হয়েন। সুর ও অসুরবৃন্দ পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকিত। সুরগণ স্বর্গবাসী; দৈত্যগণের একান্ত ইচ্ছা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গপুরী অধিকার করে। যাহা হউক, অনেক দিন অতীত হইলে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র বৈরোচন বলি পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। হে বিপ্রবর্গ! রাক্ষসেন্দ্র রাজা বলি অসীম বলবান্; স্বীয় প্রচণ্ড বল ও বিক্রমের সাহায্যে পৃথিবী জয় করিয়া তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন এবং ভয়াবহ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! দৈত্যেন্দ্র বলির চতুরঙ্গিনী সেনার কথা আর কি বলিব? তাঁহার অযুত গজ, কোটী তুরঙ্গ, লক্ষ রথ; এবং প্রতি গজে পঞ্চশত পদাতি। তাঁহার কোটি অমাত্য; তন্মধ্যে দুইজন প্রধান ছিল। তাহাদের একজনের নাম কুষ্মাণ্ড; অপর ব্যক্তি কূপকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত তাঁহার একশত পুত্র;—মহাবলপরাক্রান্ত বাণ তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই বাণের বিক্রম ত্রিলোকে বিখ্যাত।

হে বিপ্রকুল! অতঃপর মহাবলী বলিরাজা সুরগণকে জয় করিবার অভিলাষে বিরাট অনীকিনী সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। তদীয় সেনাচমূ হইতে অসংখ্য পতাকা ও আতপত্র উদ্যত হইয়া শূন্যে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিল। সেই সমস্ত ধ্বজা বায়ুভরে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সুবিশাল গগনসাগরের অনন্ত অম্বুরাশি তরঙ্গাকারে ধাবিত হইতেছে, অথবা দিগন্তব্যাপ্ত জলদক্রোড়ে অসংখ্য বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে! হে ঋষিগণ! দৈত্যেন্দ্র বলি সেই বিশাল সেনাদল সহ অমরাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া সেই দেবপুরীকে অবরোধ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর দেবদৈত্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণকে রণাভিনয়ে উন্মাদিত করিয়া ডিণ্ডিম সমূহ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ দেবতাদিগের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; অমরগণও "অসুরকে বধ কর! বিদীর্ণ কর! ভিন্ন কর!" প্রভৃতি উন্মত্ত রণরবের সহিত দৈত্যসেনার উপর অনর্গল অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুরগণের শ্রবণভৈরব দুন্দুভিরব, রাক্ষসগণের সিংহনাদ, রথসমূহের ফীৎকার শব্দ, তুরঙ্গের হ্রেষারব, গজের বৃংহিত ধ্বনি এবং শরাসন সমূহের বিকট টঙ্কার নিস্বনে ত্রিলোক আলোড়িত হইল;—উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহ হইতে

ঘোর অনল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত জগৎকে ত্রাসিত করিল। সেই ভয়াবহ অস্ত্রাগ্নি দর্শনে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব অকালে প্রলয় হইল ভাবিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইল।

হে বিপ্রবর্গ! সেইদিন বিরাট রাক্ষসী সেনার এক অতুল শোভা হইয়াছিল। তাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অবয়বের উপর দীপ্যমান শস্ত্রজাল উদ্যত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলদজালাবৃত রজনীতে অসংখ্য বিদ্যুল্লতা তরঙ্গায়িত হইতেছে। অসুরগণ অগণ্য গিরি উৎপাটন করিয়া সুরসেনার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু মঘবান মহামেঘবৎ শ্রবণভৈরব গর্জ্জন সহকারে নারাচসমূহের সাহায্যে দৈত্যনিক্ষিপ্ত তৎসমস্ত শিলারাশি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল; অস্ত্রে অস্ত্রে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। মাতঙ্গে মাতঙ্গ, রথে রথ, অশ্বে অশ্ব তাড়িত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল; কেহ বা ভীষণ গদাদণ্ড ও পরিঘাস্ত্রে আহত হইয়া শোণিতকর্দ্দমে পতিত হইতে লাগিল; কোন কোন সুর বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমার্গে উৎক্রান্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইয়া উঠিল। দেবাস্ত্র প্রহারে যে সকল অসুর রণাঙ্গনে পতিত হইল, তাহারা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবানীকিনীতে সম্মিলিত হইল এবং রাক্ষসদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল।

এইরূপে রক্ষসৈন্যগণ অমরগণ কর্ত্তৃক দারুণ আঘাতিত ও তাড়িত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুরসেনাকে প্রহার

করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মুদগর, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ কেহ পরশু তোমর, কেহ বা পরিঘ, কেহ ছুরিকা, কেহ কুন্দ, কেহ চক্র, কেহ শঙ্কু, কেহ বা অশনি, কেহ অঙ্কুশ, আবার কেহ বা লাঙ্গল; কাহারা বা শক্তি, শূল, কুঠার, পট্টিশ, শতঘ্নী, পাশ, অয়োদণ্ড, অয়োমুখ দণ্ড, ভীষণ চক্রদন্ত, ক্ষুদ্র পট্টিশ, ক্ষুদ্র নারাচ প্রভৃতি নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুরগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সেইরূপ দেবতাগণও রাক্ষসদিগের উপর বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া মহা ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। সেই ভীষণ সমরে অসুরকুলের বল দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে অমরগণ পরাস্ত হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত ও চকিত ভাবে চারিদিকে পলায়ন করিলেন এবং রাক্ষস ভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন!

মহাবল পরাক্রান্ত বিষ্ণুভক্ত বলি এইরূপে স্বর্গপুরী জয় করিয়া অক্ষুণ্ণ গৌরবের সহিত ত্রিভুবন শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি বিপ্রকুলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে বড় ভাল বাসিতেন। সেইজন্য যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দৈত্যপতি বৈরোচনির প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি জগতে ইন্দ্রত্ব ও দিক্‌পালত্ব করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের প্রীতি সাধনার্থ দ্বিজকুল যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি-তেন, রাক্ষসেন্দ্র বলি তৎসমস্তের হবির্ভোজন করিতে লাগিলেন।

হে সত্তমগণ! অদিতি স্বীয় পুত্রগণের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া “হায়! আমি বৃথা পুত্রবতী হইয়াছি” বলিয়া শোক করিতে করিতে তপস্যার্থ হিমগিরিতে উপস্থিত হইলেন। শক্রের ঐশ্বর্য্য এবং দৈত্যকুলের পরাজয় কামনা করিয়া তিনি সেই বিজন পর্ব্বত প্রদেশে কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। কখন উপবেশন পূর্ব্বক, কখন দণ্ডায়মান হইয়া, কখন একপদে, আবার কখনও বা পাদাগ্র-মাত্রে ভর দিয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আসনের কঠোরতার সহিত অশনের কঠোরতা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমে ফলাহার, পরে শীর্ণ পত্রাদি ভোজন, তৎপরে শুদ্ধ উদক পান, তদনন্তর বায়ু সেবন; পরিশেষে সম্পূর্ণ নিরাহার হইয়া দেবমাতা অদিতি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার ধ্যানে নিরত হইলেন। এইরূপে সহস্র দিব্যাব্দ ধরিয়া তাঁহার তপ অনুষ্ঠিত হইল। তদন্তরে রাক্ষসেন্দ্র বলি অদিতির এই সুদারুণ তপোনুষ্ঠানের বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি মায়াবী রাক্ষসকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সকলেই দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেবমাতাকে বলিল,—“মাতঃ! কেন বৃথা এই কঠোর তপস্যা করিতেছেন? ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। দৈত্যগণ আপনার তপস্যার বিষয় জানিতে পারিলে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। অতএব, জননি! শরীরশোষক এই দুঃখপ্র অনুষ্ঠান ত্যাগ করুন। কঠোর কষ্টের সাহায্যে যে সুকৃত

লাভ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহার প্রশংসা করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর, তাঁহাদের স্ব স্ব শরীর সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, তাঁহারা আত্মঘাতী। অতএব, শুভে! তপ ত্যাগ করুন; দেখিবেন, মাতঃ! আমাদিগকে আর দুঃখিত করিবেন না। জননি! মাতৃহীন ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃততুল্য। যাহার গৃহে মাতা ও প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে যাইয়া বাস করা কর্ত্তব্য; সে হতভাগ্যের পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান। পশু, পক্ষী, পন্নগ ও মহীরুহগণও মাতৃহীন হইয়া কিছুমাত্র সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। কি দরিদ্র, কি রোগী, কি প্রবাসী সকলেই স্ব স্ব জননীকে দেখিবা মাত্রই পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। লোকে অন্ন, জল, ধন, রত্ন, অথবা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি বিমুখ হইতে পারে, কিন্তু জননীর প্রতি কেহ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয় না। হরিভক্তিহীন ধর্ম্ম, সম্ভোগ বর্জ্জিত ধন এবং স্ত্রীপুত্রহীন গৃহ যেমন কোন কর্ম্মে আইসে না, মাতৃবিহীন মানবও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য। অতএব, হে দেবি! এই কষ্টকর তপস্যা পরিহার করিয়া আপনার দুঃখার্ত্ত পুত্রদিগকে পরিত্রাণ করুন।”

মায়াময় ছদ্মবেশী দুস্ট দৈত্যগণের এত অনুনয় বিনয় ও উপদেশেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞান্বিতা অদিতি স্বীয় সমাধি হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। দুরাচারগণ আপনাদের সঙ্কল্প বিফল হইল দেখিয়া অবশেষে ঘোর ক্রোধিত হইয়া উঠিল এবং নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবমাতাকে সংহার

করিতে উদ্যোগ করিল। দারুণ ক্রোধে তাহাদের নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল! কল্পান্ত মেঘসদৃশ বিকট গর্জ্জন সহকারে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ভয়াবহ দৈত্যগণ অদিতির প্রতি ধাবমান হইল! তাহাদের দংষ্ট্রাঘর্ষণে বিকট বহ্নি উদ্ভূত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত কানন দগ্ধ করিয়া ফেলিল; অবশেষে সেই দুরাচার রাক্ষসগণই সেই অনলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহাদের মনের বাসনা মনেই রহিল। হে মুনিগণ! সে অগ্নি অদিতির নিকটেও যাইতে পারিল না;—নারায়ণের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকাতে তিনি তৎসমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে করিয়া তাঁহাকে সেই বিকট বহ্নি হইতে রক্ষা করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অদিতির গর্ভে বামনরূপে ভগবানের জন্ম এবং বলিরাজার দর্প-হরণ।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঋষিগণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সূত! আপনার নিকট আজি আমরা অতি বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিলাম। কি আশ্চর্য্য! সেই বিকট বহ্নি অদিতিকে ত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগকে কেন দগ্ধ করিল? অদিতির অসীম পুণ্যপ্রভাবের বিষয়

ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। অতএব, হে মহাভাগ! তদ্বিবরণ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। যে সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অপরকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত লোকশিক্ষক ও পরোপকারী।

কৌতূহলাক্রান্ত মুনিগণের অনুরোধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুধিশ্রেষ্ঠ সূত তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন;—"হে বিপ্রগণ! যাঁহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, হরিধ্যানে যাঁহারা সর্ব্বদা নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের কে অনিষ্ট করিতে সক্ষম?—তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কে বাধা দিতে পারে? যে ব্যক্তি হরিভক্তিপর, স্বয়ং নারায়ণ, ব্রহ্মা ও শিব এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহার নিকটে বিরাজ করিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। হে মহাভাগগণ! শান্তচিত্ত ও হরিনাম-পরায়ণ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে হরি অহোরাত্র বিরাজ করেন; তবে যাঁহারা ভগবানের ধ্যানে সর্ব্বদা নিরত থাকেন, তাঁহারা নারায়ণের কত প্রীতিভাজন! শিবপূজক অথবা হরিপূজক যে স্থানে অবস্থিতি করেন, লক্ষ্মী ও সমস্ত দেবতাগণ সেই স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপূজাসক্ত ব্যক্তির বাসস্থানে কোন বিঘ্ন বা বিপদ সংঘটিত হয় না। বিষ্ণু-পূজকের রাজদণ্ড ভয় থাকে না, তস্কর তাঁহার কিছুই করিতে পারে না, ব্যাধি তাঁহাকে আদৌ আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না; এমন কি প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, কুগ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষসগণও তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে স্বল্প মাত্রও বাধা স্থাপন করিতে পারে না।

হে বিপ্রবর্গ! ভূত, প্রেত ও বেতাল প্রভৃতি যে সমস্ত দেবযোনি নিরন্তর পরপীড়নে রত, তাহারা যেস্থলে থাকে, সেই স্থলে সদ্ভক্ত যদি হরির অথবা লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বহিতসাধক ও শান্তচিত্ত বিষ্ণুপূজকগণ যেস্থলে বাস করেন, দেবতাগণ সস্ত্রীক সেই পবিত্র স্থলে বিরাজ করিয়া থাকেন। অহো! ভগবদ্ভক্ত যোগিগণের মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা নিমেষমাত্র, অথবা নিমেষার্দ্ধকাল যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের আবাসনিলয় হইয়া থাকে,—আহা,—তাহা তীর্থস্থান,—তাহা তপোবন। পতিতপাবন হরির পবিত্র নাম স্মরণ মাত্র যখন সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর তপশ্চরণে একমাত্র তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিসীমায় দুঃখ পদার্পণ করিতে পারে না। হে মুনিগণ! সেইজন্যই দুর্বৃত্ত দৈত্যগণের দংষ্ট্রাসম্ভূত অগ্নি হরিময়ভাবিনী দেবমাতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিষ্ণুধ্যানপর ব্যক্তিকে কোন বহ্নিই স্পর্শ করিতে পারে না।

অদিতির সুদারুণ তপস্যায় নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্রাদিশোভিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কশ্যপবল্লভার দেহ পবিত্র করে স্পর্শ করিয়া অমিয়ময় মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন,—"দেবমাতঃ! তোমার তপস্যায় আরাধিত হইয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি; নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে। হে

ভদ্রে! হে মহাভাগে! তোমার ভয় নাই; এক্ষণে তোমার যে বর অভিলাষ—প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব।"

দেবদেব চক্রপাণির মুখে এই সুধাময় সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবমাতা অদিতি কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে দেব-দেব, সর্ব্বব্যাপী, জনার্দ্দন! হে গুণাত্মন্! হে নির্গুণ! আপনাকে নমস্কার। হে লোকনাথ! হে সর্ব্বজ্ঞানরূপী, ভক্তবৎসল নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। মুনীশ্বরগণ যাঁহার অবতার-রূপসমূহ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যোগী ও পণ্ডিতগণও যাঁহাকে জানিতে পারেন না; যিনি অমায়ী হইয়াও মায়াময়, অরূপ হইয়াও বহুরূপবান্; সেই আদিপুরুষ, জগৎকারণ জগন্নাথকে নমস্কার। যাঁহার দর্শন লাভ অতি দুরূহ; যাঁহার শ্রীচরণ দেখিতে পাইলে মায়াপাশ শতধা ছিন্ন হইয়া যায়; সেই সর্ব্ববন্দিত সর্ব্বেশ্বরকে নমস্কার। শান্তচরিত ও নিঃসঙ্গ যোগতাপস-দিগকে যিনি নিজ সঙ্গী করিয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিসঙ্গী ও সঙ্গবর্জ্জিত করুণার্ণব পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞফলপ্রদ, সেই যজ্ঞকর্ম্ম-প্রবোধক যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার। ঘোর পাপী অজামিলও যাঁহার নামোচ্চারণ করিবামাত্র পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই লোকরূপী লোকনাথকে নমস্কার। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার মায়াপাশে যন্ত্রিত, যাঁহার পরম ভাব তাঁহারা জানেন না, সেই সর্ব্বনায়ক বিশ্বনাথকে নমস্কার। যাঁহার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও বহ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছেন; যিনি ঋক্, যজু ও সামরূপ; সেই সপ্তস্বরগতাত্মা, ষড়ঙ্গরূপী জগন্নাথকে বার বার নমস্কার। হে প্রভো! হে নারায়ণ! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই পবন, তুমিই সোম ও দিবাকর, তুমিই ঈশান, তুমিই অন্তক, তুমিই অগ্নি, বরুণ, নির্ঋতি; তুমি দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর; তুমিই স্থাবর জঙ্গম, ভূমি ও সাগর; তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই;—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তুমি; হে দেব-দেব! হে জগদেকদেব! আপনাকে নমস্কার। হে অনাথ-নাথ, হে শরণাগতরক্ষক! হে জনার্দ্দন! রাক্ষসদিগের অধীনতা হইতে আমার পুত্রদিগকে ত্রাণ করুন।”

এই মনোহর স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে দেবধাত্রী অদিতির হৃদয়ে ভক্তিবারি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—তাঁহার যুগল নয়ন দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া তদীয় বক্ষঃস্থল বিধৌত করিল; তিনি নারায়ণের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিলেন,—“হে দেবেশ! হে সর্ব্বাদিকারণ! যদি অভাগিনীর প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই বর দিন যেন আমার পুত্রগণ দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিয়া নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করিতে পারে। হে সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামি, জগদ্রূপ পরমেশ্বর! আপনি কি না জানেন, তবে কেন, প্রভো, আমাকে ছলনা করিতেছেন? দেবদেব! তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা

করিলেন, তখন আমার মনোবাঞ্ছা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব। নারায়ণ! আমি বৃথা পুত্রলাভ করিয়াছি; দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ আমার পুত্রদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে; আপনি তাহাদিগের দর্পহরণ করিয়া আমার সন্তানদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করুন।"

অদিতির এই করুণ প্রার্থনা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া নারায়ণ পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন;—"দেবি! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। সপত্নিতনয়েরও প্রতি মহিলাগণ যখন স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন স্বপুত্রের উপর যে প্রগাঢ় স্নেহ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে মহাভাগে! তোমার এই স্তোত্র অবনীতলে যে মানবগণ পাঠ করিবে, তাহাদের সৌভাগ্য সম্পৎ, ধন সম্পত্তি এবং পুত্রপৌত্র কখনই হীনতা প্রাপ্ত হইবে না। আত্মজ ও অপর পুত্রে যাঁহার সমান স্নেহ, তাঁহাকে কখন পুত্রশোক ভোগ করিতে হয় না। হে দেবমাতঃ! তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সকল কষ্ট দূর করিব।"

নারায়ণের আনন্দপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অদিতি সবিনয়ে বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম জগন্ময় প্রভো! সহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রতি রোমকূপে বিরাজ করিতেছে, তাঁহাকে আমি কেমন করিয়া গর্ভে ধারণ করিব? শ্রুতি ও সর্ব্ব দেবতাগণও যাঁহার মহিমা জানিতে পারে নাই, যিনি অণুরও অণীয়াংন্, মহতেরও মহত্তর, যাঁহাকে স্মরণ করিবা-মাত্র মহাপাতকী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই

পরাৎপর, পুরুষোত্তম দেবদেবকে কেমন করিয়া গর্ভে ধারণ করিতে পারিব ?”

হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবদেব জনার্দ্দন অদিতির বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন,—“মহাভাগে! তুমি সত্য বলিয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তথাপি আমি এক নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে শুভে! যাহারা রাগদ্বেষবিহীন, যাহারা ভগবদ্ভক্ত, যাহারা অসূয়াহীন ও দম্ভবর্জ্জিত, তাহারা সতত আমাকে ধারণ করিতে সক্ষম। সর্ব্বদা যাহারা শিবার্চ্চনা এবং আমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহারা সতত আমাকে বহন করিতে সক্ষম। যাহারা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা ও পতিভক্তিসমন্বিতা, অথবা যে সকল মহিলার মাৎসর্য্য নাই, তাহারা সতত আমাকে ধারণ করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি পিতা মাতার শুশ্রূষা করে, গুরুর প্রতি ভক্তি করে, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে, ব্রাহ্মণকুলের হিতানুষ্ঠান করে, সে আমাকে সতত বহন করিতে সক্ষম। যাহারা সর্ব্বদা সৎকথা শুনিতে ভাল বাসে, যতিতপস্বীর সেবা শুশ্রূষা করে, স্বীয় আশ্রমোচিত আচারানুষ্ঠানে যাহারা সর্ব্বদা নিরত, পুণ্যতীর্থ গমনে ও সাধুব্যক্তির সহিত সদালাপনে যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, সর্ব্বভূতে যাহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা আমাকে বহন করিতে সক্ষম। যাহারা পরোপকার সাধনে সদা ব্যস্ত, পরদ্রব্য যাহারা লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং পরস্ত্রীর পক্ষে যাহারা নপুংসকের তুল্য, তাহারা সতত আমাকে বহন

করে। যাহারা নিরন্তর তুলসীর উপাসনা এবং আমার নাম জপ করিয়া থাকে; গোরক্ষণ যাহাদের পক্ষে একটী প্রধান নিত্যব্রত, যাহারা প্রতিগ্রহ-হীন এবং পরান্নভোজনে পরাঙ্মুখ; ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিজনকে যাহারা অন্নজল প্রদান করে; তাহারা সতত আমাকে বহন করিতে সক্ষম। হে দেবি! তুমি সাধ্বী, পতিপ্রাণা, এবং সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাক, তুমি আমাকে বহন করিতে পারিবে। হে দেবমাতঃ! তোমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সমস্ত অরিকুলকে সংহার করিব।

দেবদেব চক্রপাণি দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ মধুর আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া স্বীয় কণ্ঠস্থ মালা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন এবং অভয় দান করিয়া তখনই অন্তর্হিত হইলেন। দক্ষনন্দিনী দেবজননী মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরমেশ কমলাকান্তকে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অচিরে তাঁহার গর্ব্ভলক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। তিনি যথাকালে একটী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। অদিতির সেই নবজাত কুমারের অপূর্ব্ব ও অলৌকিক রূপ; তাঁহার জ্যোতি সহস্র আদিত্যের ন্যায়, অথচ স্নিগ্ধ—শান্ত—নয়নমনোহর, যেন চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, সুধাকলস, দধি ও অন্ন; তিনি বামন; তাঁহার নয়নযুগল বিকচ কমলবৎ বিশাল; তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর, অঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার। পরমতত্ত্বজ্ঞ পরমর্ষিগণ চারিদিকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। মহর্ষি কশ্যপ নারায়ণকে পুত্ররূপে

আবির্ভূত দেখিয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া যুক্তকরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ;—"অখিলকারণ, অখিলপালন, দৈত্যহারী দেবদেবকে নমস্কার! ভক্তজনপ্রিয়, কজ্জলরঞ্জিত, কমলাকান্ত কেশবকে নমস্কার! দুর্জ্জননাশক, দর্পহারী, কারণবামন, সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণকে নমস্কার। হে শার্ঙ্গ-চক্র-খড়্গ-গদাধর! হে পুরুষোত্তম, হে পয়োরাশি নিবাসী জনার্দ্দন! আপনাকে নমস্কার। যিনি সূর্য্যকরের ন্যায় প্রভাময়, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার দুইটী নয়ন, যিনি যজ্ঞফলপ্রদ, যাঁহা ব্যতীত কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না, সেই যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার। যিনি ভক্তের মনোমধ্যে নিরন্তর বিরাজ করেন, যাঁহার অনুগ্রহে ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, সমুদ্রমন্থনকালে যিনি মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বরাহমূর্ত্তিতে স্বীয় দশন সাহায্যে যিনি অনন্ত সাগর হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরকে নমস্কার। হে হিরণ্যাক্ষরিপো! হে বামনরূপিন্! হে ক্ষত্রকুলান্তক, রাবণদমন, নন্দনন্দন, হরে! আপনাকে বার বার নমস্কার।"

মুনীন্দ্র কশ্যপের এই স্তব শ্রবণে লোকপাবন দেবদেব বামন অমৃতময় হাস্যসহকারে তপোধনের আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়া বলিলেন,—"হে তাত, হে সুরার্চ্চিত! আপনার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার মঙ্গল হইবে। অচিরে আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব। হে পিতঃ! ভবিষ্যতেও এইরূপ আপনাদের পুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া আমি আপনাকে ও জননীকে পরমসুখ প্রদান করিব।"

হে মুনিগণ! এই সময়ে দৈত্যপতি বলি কুলগুরু উশনা ও অপর অপর মুনীশ্বরগণে সমাবৃত হইয়া মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দৈত্যেন্দ্রের সেই মহদীয় মখে হবির্গ্রহণার্থ লক্ষ্মীনারায়ণকে আহ্বান করিলে স্মিতহাস্যে সমস্ত লোককে মোহিত করিয়া বামন-রূপী মহাবিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলির প্রত্যক্ষী-ভূত হইয়া যজ্ঞীয় হবি ভোজন করিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তিমান, সে দুর্বৃত্তই হউক, আর সুবৃত্তই হউক, জড়বুদ্ধি হউক, আর পণ্ডিত হউক, ভক্ত-বৎসল হরি সর্ব্বদা তাহার সন্নিহিত। বামনদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন।

হে দ্বিজবর্গ! খল ও ক্রূর ব্যক্তিগণ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দৈত্যগুরু ভার্গব দারুণ খল; সেইজন্য তিনি স্বীয় সুসার না ভাবিয়া বিষম ঈর্ষায় নিপীড়িত হইলেন এবং বলিরাজাকে বিজন প্রদেশে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হে দৈত্যপতে! হে সৌম্য! তোমার শ্রীসৌভাগ্য অপহরণ করিবার জন্য বিষ্ণু বামনরূপে অদিতির গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অধুনা তিনি তোমার যজ্ঞে আসিয়াছেন; অতএব, হে সুরেশ্বর! আমি যাহা বলি তাহা শুন; তুমি তাঁহাকে কিছুই দিও না—দিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত হইবে। হে রাজন্! তুমি সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ

করিয়াছ; সুতরাং হিতাহিত জ্ঞান তোমার বিলক্ষণ আছে। আত্মবুদ্ধি—বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি নিশ্চয়ই শুভসাধিনী, কিন্তু পরবুদ্ধি অনিষ্টকরী, এবং স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। হে দৈত্যেন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার শত্রুর হিতকারী, নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করা কর্ত্তব্য। সহায়সম্বল বিনষ্ট হইলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়, বল?"

গুরুর এই ক্রূরোচিত বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইয়া দৈত্যপতি বলি উত্তর করিলেন,—"গুরুদেব! এমন কথা বলিবেন না;—ইহা নিতান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত। আহা! ভগবান্ বিষ্ণু যদি স্বয়ং আমার শ্রীসৌভাগ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি আছে? পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর প্রীতিসাধনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবান্ যদি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া আহুতি স্বীকার করেন, তাহা হইলে সে যজ্ঞ তখনই সফল হয়; পৃথিবীতলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? হে গুরো! দরিদ্র ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুকে যাহা কিছু অর্পণ করে, তাহা সামান্য হইলেও পরম ও অক্ষয়। অহো! পুরুষোত্তমকে যে কেহ পরম ভক্তির সহিত স্মরণ অথবা পূজা করে, সে তখনই পবিত্র হইয়া পরম পদবী লাভ করিতে সক্ষম হয়। দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার নাম স্মরণ করিলে হরি তাহাদের সকল পাপ হরণ করেন। দেখুন, পাবককে অনিচ্ছাবশতও স্পর্শ করিলে অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া থাকে। অহো! যাহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই পুণ্যময় অক্ষরদ্বয়

নিরন্তর বিরাজ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান্; সেই ব্যক্তি জনন মরণ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়। পরমতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা গোবিন্দকে ধ্যান করে, সে বিষ্ণুভবনে গমন করিতে পারে। হে মহাভাগ! হরিজ্ঞানে অগ্নি অথবা ব্রাহ্মণে যে হবি প্রদত্ত হয়, তাহাতে নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। আমি ভগবান হরিরই তুষ্টিবিধানার্থ এই মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহাতে যদি বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়াছি।"

হে মহর্ষিকুল! পুণ্যাত্মা দৈত্যেন্দ্র বলি এইরূপ বলিলে বামনরূপী বিষ্ণু সেই হোমাগ্নি-প্রদীপ্ত মনোহর যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বলিরাজা পরমানন্দে পুলকিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল; তাঁহার নয়নযুগল দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; পরম ভক্তিসহকারে জগন্ময় বিষ্ণুকে যথাবিধানে অর্ঘ দান করিয়া তিনি ভক্তিগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে দেব-দেব নারায়ণ! অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবন সফল। অদ্য আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইলাম। প্রভো! আপনার পদার্পণমাত্র আমার যজ্ঞ সফল হইল; আমার সর্ব্বাঙ্গে অতিতুল্লর্ভ অমৃতরস অভিসিঞ্চিত হইল;—অনায়াসে মহোৎসব লাভ করিলাম। এই যে ঋষিগণ এই যজ্ঞাগারে উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহাঁরাও কৃতার্থ হইলেন; ইহাঁরা পূর্ব্বে যে সকল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই

অদ্য সফল হইল। দয়াময়, দীননাথ! আমি কৃতার্থ হই-লাম। অতএব আপনার চরণে বার বার প্রণাম। হে বিভো! আপনার আদেশেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি; আমি যে আপনার নিয়োগ পালন করিয়াছি, এই উৎসাহে আমি আনন্দিত হইতেছি। এক্ষণে কি করিব, আদেশ করুন।”

পরমভক্ত বলির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া বামনদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন; “হে রাজন্! আমার থাকিবার জন্য, ত্রিপদ-ভূমি অর্পণ কর।” ইহাতে বলি জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! “আপনি রাজ্য, নগর, গ্রাম, অথবা ধন, কি ইচ্ছা করেন, তাহা আমাকে আদেশ করুন।” এই বাক্য শ্রবণে ছন্নরূপী বিষ্ণু আসন্ন-ভ্রষ্টরাজ্য বলির বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন;—“হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমাকে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্ব সঙ্গহীন ব্যক্তিদিগের বিষয় বিভবে কি হইবে? ভাবিয়া দেখ, আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী,—সর্ব্বময়; তবে, দৈত্যেন্দ্র, অপর ধনে আমার কি হইবে? হে বলে! যাঁহারা রাগদ্বেষ-হীন, শান্তচরিত ও মায়াবর্জ্জিত হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ হইয়াছেন, অপর ধন লইয়া তাঁহারা কি করিবেন? যাঁহারা আত্মনির্ব্বিশেষে সকল জীবকে ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে কে দাতা আছে?—কি বা দেয়? হে রাজন্! শাস্ত্রে নির্ণীত আছে যে, এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়েরই বশানুগতা। ক্ষত্রিয়ই রাজা; তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ কার্য্য করিয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। সেই জন্য মুনিগণও আপ-

নাদের অর্জ্জিত ধনের ষষ্ঠাংশও রাজাকে প্রদান করেন। হে দৈত্যপতে! এই পৃথিবী ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভূমিদান হইতে যে কি মহাপুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাঁহা জগতে কেহই সম্যক্ বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন; এক্ষণে আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দৈত্যসত্তম! ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ভূমিদান করিয়া লোকে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে স্বল্পমাত্রও ভূমিদান করিয়া দাতা ব্রহ্মলোকে স্থান পাইয়া থাকে;—তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি ভূমি দান করেন, তিনি সর্ব্বদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন, তিনি মোক্ষভাক্; অতএব ভূমিদানকে সর্ব্বপাপনাশের হেতু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি মহাপাতকী, অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত, সে যদি দশহস্ত পরিমিত ভূমিদান করে, তাহা হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে ভূমিদান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বদানের ফল লাভ করে; অতএব ভূমিদানের তুল্য দান ত্রিজগতে আর কিছুই নাই।

"হে ভূমিপ! বৃত্তিহীন ও দেবপূজাসক্ত দ্বিজকে যে ব্যক্তি স্বল্পমাত্রও ভূমিদান করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণু; তাহার পুণ্যমাহাত্ম্য শত বর্ষ ধরিয়া কেহ বর্ণন করিতে সক্ষম হয় না। যে স্থল ইক্ষু, গোধূম, তুলসী ও পুগবৃক্ষাদিতে সুশোভিত, সেই স্থল যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি নিশ্চয় বিষ্ণু। বৃত্তিহীন বিপ্র, অথবা দরিদ্র কুটুম্বীকে স্বল্পমাত্র ভূমিদান করিলে বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়।

দেবপূজাসক্ত বিপ্রকে মহী দান করিলে ত্রিরাত্র গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। পবিত্র গঙ্গাতীরে শত সহস্র অশ্বমেধ অথবা শত রাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে যে মহৎ ফল লাভ করিয়া থাকে, বৃত্তিহীন ও সদাচাররত বিপ্রকে খারিকা অথবা দ্রোণিকামাত্র ভূমি প্রদান করিলে সেই পরম ফল লাভ করিতে পারা যায়। এই জন্য ভূমি দান মহাদান ও অতিদান বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। ইহা হইতে সমস্ত পাপ প্রশমিত হয় এবং অপবর্গফল অর্জ্জিত হয়।

"হে দৈত্যকুলেশ্বর! আমি এই বিষয়ের একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা সহকারে ইহা শুনিলে ভূমিদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে ভদ্রমতি নামে এক বৃত্তিহীন দরিদ্র দ্বিজবর ছিলেন; তিনি ব্রহ্মকল্প ও মহামুনি। তিনি পুরাণাদি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ষট্‌পত্নী;—তাহাদের নাম শ্রুতা, সিন্ধুমতী, যশোবতী, কামিনী, মালিনী ও শোভা। এই ছয়টী ভার্য্যার গর্ভে তাঁহার ত্রিশত চত্বারিংশৎ পুত্র সম্ভূত হইয়াছিল। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! ভদ্রমতি নির্ধন, তাঁহার এমন সাধ্য ছিল না যে, তত পুত্রের আহার সংযোজনা করেন। সুতরাং তাহারা সকলে নিরন্তর ক্ষুধায় কাতর হইয়া কালযাপন করিত। একদা ভদ্রমতি স্বীয় প্রিয় পুত্রদিগকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া এবং স্বয়ং ক্ষুৎকাতর হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"ধিক্! ভাগ্যরহিত ও ধনবর্জ্জিত জন্মে ধিক্! মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ধন উপার্জ্জন করিতে না পারিলাম,

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম না হইলাম, তবে এ জন্মে ধিক্! যে জীবন ধর্ম্মরহিত, আতিথ্যবর্জ্জিত, আচারহীন অথবা কেবল যাচ্ঞা-রত, তাহাতে ধিক্! যে জীবন বন্ধুর অকৃত্রিম সুখালাপনে বঞ্চিত; যে জীবন খ্যাতিবর্জ্জিত, বহু পুত্র ও পৌত্রের ভরণপোষণে যে জীবন কেবল ব্যয়িত হয়, ঐশ্বর্য্য গৌরব যে কি অমূল্য রত্ন, যে জীবন তাহা জানে না, তাহাতে ধিক্! আহা দারিদ্র্য ঘোর দুঃখের কারণ। যে হতভাগ্য দারিদ্র্যসাগরে নিমগ্ন, সে গুণবান্, সৌম্য, পণ্ডিত ও সৎকুলজাত হইলেও কখন শোভা ধারণ করিতে পারে না। তাহার পুত্র, পৌত্র, বান্ধব, ভ্রাতা ও শিষ্যগণ—এমন কি প্রিয়তমা বনিতাগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ভাগ্যবান্ চণ্ডালও দ্বিজবৎ পূজিত হইয়া থাকে। হায়, দরিদ্র ব্যক্তি ইহ জগতে সকলের দ্বারা শবের ন্যায় উপেক্ষিত হয়! যে ব্যক্তি ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী, সে নিষ্ঠুর হইলেও সকরুণ, গুণহীন হইলেও গুণবান্, মূর্খ হইলেও পণ্ডিত বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে! হায়, মোহান্ধ আশা-মুগ্ধ মানব, দরিদ্র ও অক্ষম হইয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারেনা। একে দরিদ্রতাই বিষম দুঃখ, তাহার উপর আবার আশা যে কি ঘোরতর দুঃখের নিদান, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। যাহারা আশাভিভূত, যাহাদের কিছুতেই তৃপ্তি ও সন্তোষ জন্মে না, তাহারা নিত্যদুঃখী, তাহারা কখনই সুখের আস্বাদন পায় না। যাহারা দুরাকাঙ্ক্ষার দাস, তাহারা সর্ব্বলোকের নিকট অবমানিত

হয়। ইহ জগতে সম্মানই মহৎ ব্যক্তিদিগের অক্ষয় ও অমূল্য ধন। যে মানব বৃথা মোহ ও দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া সেই স্বর্গীয় ধন হইতে বঞ্চিত হয়, সে মৃতবৎ কালযাপন করে। অহো! ধনের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ধনহীন হইলে মূর্খের ন্যায় নিন্দিত হইয়া থাকেন! হায়, দরিদ্র ও মহামোহগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কে মোচন করিবে? কবে দরিদ্র ও ধনীর এই ভেদভাব বিদূরিত হইবে? অহো! দুঃখ—দুঃখ—দুঃখ!—দরিদ্রতা বিষম দুঃখ! ইহার উপর আবার স্ত্রীপুত্রাদির আধিক্য অধিকতর দুঃখের কারণ।”

“হে দৈত্যপতে! সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভদ্রমতি এইরূপ বিলাপ করিয়া মনে মনে আবার ভাবিলেন ‘যে ব্যক্তির স্বল্প ঐশ্বর্য্য, সে কিসে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারে?—দান—ভূমিদান তাহার ধর্ম্মার্জ্জনে বিশেষ সহায়তা করে। ভূমিদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান। ইহাতে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়, সকল ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়।’ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধীর ও মতিমান ভদ্রমতি স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে কৌশাম্বী নামক নগরীতে গমন করিলেন। তথায় সুঘোষ নামে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ এক বিপ্রেন্দ্র বাস করিত। সে ব্যক্তি ভদ্রমতির কুটুম্ব। এক্ষণে ভদ্রমতি তাহার নিকট গমন করিয়া পঞ্চ হস্তায়ত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। ইহাতে ধার্ম্মিক সুঘোষ মনে মনে সাতিশয় প্রীতি হইয়া বলিল, ‘ভদ্রমতে! আমি কৃতার্থ হইলাম; আমার জন্ম সফল হইল। তুমি যখন আমার অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া

আমার বাটীতে আগমন করিলে, তখন মদীয় বংশ নিষ্পাপ হইল।' এই কথা বলিয়া ধর্ম্মতৎপর সুঘোষ তাঁহাকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিলেন এবং যথাবৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চহস্তপরিমিত ভূমি দান করিলেন।

"হে দৈত্যেন্দ্র! পরম পুণ্যাত্মা ধীমান্ ভদ্রমতি সেই প্রাপ্ত ভূমি স্বয়ং ভোগ করিলেন না। তিনি তাহা কোন হরিভক্ত শ্রোত্রিয় কুটুম্বকে দান করিলেন। ভূমিদান জনিত অসীম পুণ্যের প্রভাবে সুঘোষ কোটি বংশে সমন্বিত হইয়া চিরানন্দময় বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইল। হে বলে! ভদ্রমতি স্বয়ং ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহা অপরকে দান করিলেন; সেই জন্য তিনিও কুটুম্বযুক্ত হইয়া বিষ্ণুভবনে অযুত যুগ স্থান প্রাপ্ত হইলেন; তাহার পর ঐন্দ্রপদ লাভ করিয়া পঞ্চকল্প অবস্থিতি করিলেন এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মহাভাগ জাতিস্মররূপে সকল প্রকার সুখসম্পৎ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভোগান্তে তিনি বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দান করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে পরম মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব, হে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ বলে! আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিয়া তুমি অনুত্তম মোক্ষ লাভ কর।"

বামনরূপী ভগবানের এই কথা শ্রবণে দৈত্যপতি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া পৃথিবী দানার্থ কুলগুরু ভার্গবের মন্ত্রে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু জলধারাবিরোধন জানিতে পারিয়া বাম হস্তের কুশাগ্র তাহার দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। সেই দর্ভাগ্র

হইতে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিত এক অমোঘ ও অত্যুগ্র মহা ব্রাহ্মাস্ত্র সম্ভূত হইয়া শুক্রাচার্য্যের চক্ষু গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সকলে চিন্তিত ও ভীত হইল। এদিকে বলিরাজা ভগবান মহাবিষ্ণুকে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান করিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে বামনরূপী বিশ্বাত্মা জগন্ময় নারায়ণের দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে তাহা ব্রহ্মভবন পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। দুই পদে তিনি স্বর্গমর্ত্ত আচ্ছাদন করিলেন এবং অপর চরণ ব্রহ্মাণ্ডকটাহান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দৈত্যেন্দ্র বলিকে বলিলেন "কোথায় স্থাপন করিব?"

হে দ্বিজবর্গ! সেই সময়ে ভগবানের পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রে ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হওয়াতে সেই রন্ধ্রপথে বহুধার সলিলরাশি উদ্গত হইয়া বিষ্ণুর চরণতল ধৌত করিল এবং পরে ব্রহ্মাদি সুরগণ এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলকে অভিষিঞ্চন করিয়া মেরুশিরে পতিত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, ঋষি ও মুনিগণ আনন্দ গদ্-গদ স্বরে নারায়ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া করুণাময় মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্বস্ব পদে স্থাপন পূর্ব্বক অভয় দান করিলেন এবং বলিকে বন্ধন করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যপতি সেই পাতাল-পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দানবেন্দ্র বৈরোচনির এই শোচনীয় ভাগ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুনিগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সূত! রসাতল ভয়াবহ ভুজঙ্গকুলে পরিপূর্ণ, অতএব সেই সর্পনি-

সেবিত ভয়ঙ্কর পাতালে মহাবিষ্ণু বলিরাজার জন্য কি ভোজ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ?”

দ্বিজগণের এই কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত পুরাণতত্ত্বজ্ঞ রোমহর্ষণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন “হে বিপ্রগণ ! মন্ত্রব্যতিরেকে অশুচি ব্যক্তি দ্বারা যে সমস্ত ঘৃত জাতবেদা পাবকে প্রদত্ত হয়, এবং অপাত্রে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই দৈত্যেন্দ্র বলির ভোজ্য। বিষ্ণু এইরূপে বলিরাজাকে রসাতলে স্থাপন করিয়া দেবকুলকে বিষম দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিলেন। অমর ও মহর্ষিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ অমৃতময় স্বরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।—সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে সুরনর ও বিদ্যাধরদিগের মুখে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান নারায়ণ পুনর্ব্বার বামনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঋষিকুল! লোকপাবনী গঙ্গা এইরূপে বিষ্ণুপদে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনীর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবামাত্র লোকে মহাপাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। অহো ! ভগবতীর পূত সৈকতের শত যোজন দূরে থাকিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবার “গঙ্গা গঙ্গা” বলিয়া আহ্বান করে, সে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়। কি দেবালয়ে, কি শূন্য গৃহে যে ব্যক্তি অবহিত চিত্তে এই অধ্যায় পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়, এবং ভক্তি

সহকারে ও নিবিষ্ট মনে যাহারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, তাহারা বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ করে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দানবিধি*।

অনন্তর ঋষিগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাত্মন্! কাহাকে এবং কাহারই বা দান করা কর্ত্তব্য? কিরূপ সময় দান পক্ষে প্রশস্ত এবং কাহারই বা প্রতিগ্রহ করা উচিত, এক্ষণে তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন

* শাস্ত্রকারদিগের মতে দান ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তদ্‌যথা,—

১

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

২

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং বিদুঃ॥

৩

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

ভগবদ্গীতা।

করুন।" ইহাতে পরমতত্ত্বজ্ঞ সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের পরম গুরু; তাঁহাকেই দান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই প্রতিগ্রহণ করিবে; ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনই দান গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে দান করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই প্রতিগ্রহপাত্র হইতে পারে, এমত নহে; ইহার বিশেষ নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি দেবদ্বেষী, পুত্রহীন, দাম্ভিক, অথবা দম্ভাচারনিরত; তাহাকে দান করিলে নিষ্ফল হয়। যাহারা বেদবিদ্বেষী, দ্বিজকুলকে যাহারা

কাহার কাহারও মতে দান চতুর্ব্বিধ;—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল। যে দান নিষ্কাম অর্থাৎ ফলের অনুদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, তাহা নিত্য; যাহা পাপশান্তির নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক; ঐশ্বর্য্য, গৌরব, পুত্র, জয় ও স্বর্গ প্রভৃতির কামনায় যাহা অর্পিত হয়, তাহা কাম্য এবং ঈশ্বরের প্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্মপূর্ণ হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহাই বিমল। এই শেষোক্ত দানই শ্রেষ্ঠ দান।

১

অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলন্তৎস্যাদ্ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকম্॥

২

যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমম্॥

৩

অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানন্তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥

৪

যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥

কূর্ম্মপুরাণ।

ঘৃণা করে, অথবা যাহারা তাঁহাদের অনিষ্ট কামনা করিয়া থাকে; যাহারা স্বাশ্রমোচিত আচার হইতে পরিভ্রষ্ট; যাঁহারা পরদাররত, পরের দ্রব্যদর্শনে যাহাদের লোভ উদ্রিক্ত হয়, এবং যাহারা নক্ষত্রপাঠক, তাহাদিগকে দান করিলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসূয়াবিষ্ট, কৃতঘ্ন, মায়ামূঢ়, হিংসক অথবা শঠ; যে দ্বিজ অযাজ্য যজমান রক্ষা করে; নাম, বেদ, স্মৃতি অথবা ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে এবং স্বার্থ সাধনার্থ অপরের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তাঁহাকে দান করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। যাহারা পাপাচারী; স্বজনগণের নিকট যাহারা নিরন্তর নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট দান গ্রহণ অথবা তাহাদিগকে কিছুই দান করিতে নাই। যাহারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়ত নিরত, তাহাদিগকে এবং শ্রোত্রিয় ও আহিতাগ্নি, বৃত্তিহীন অথবা দরিদ্র কুটুম্বকে দান করা কর্ত্তব্য। হে বিপ্রবর্গ! দেবপূজাসক্ত, সৎকথা-পরায়ণ,—বিশেষতঃ দরিদ্রকে যত্ন সহকারে সর্ব্বদা দান করা উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিধি।

মুমুক্ষু মুনিগণ গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকারে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সূত! মহাভাগ ভগীরথ কি প্রকারে পতিতপাবনী সুরধুনীকে অবনীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।"

তাঁহাদের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পুণ্যাত্মা রোমহর্ষণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন "হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, সেই জন্যই আপনারা এই পরম পবিত্র বিষয় শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। এই বৃত্তান্ত সমস্ত পুণ্যের আস্পদ। মহাত্মা নারদ মুনি-পুঙ্গব সনৎকুমারের নিকট এই পুণ্যময় বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবৃত্তান্ত অতি মনোহর ও পুণ্যময়; ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মঘাতীও সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পবিত্র হইতে সক্ষম হয়। সগরকুলোদ্ভূত পুণ্যাত্মা ভগীরথ কাহার পরামর্শক্রমে কি প্রকারে লোক-পাবনী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি,—শ্রবণ করুন।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সাগরেয় মহারাজ ভগীরথ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাগরাম্বরা সপ্তদ্বীপান্বিতা বসুন্ধরাকে ধর্ম্মের অবিরোধে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ গুণবান্, সেইরূপ রূপবান্। তিনি নিত্য সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, সৎ পক্ষের সমর্থনে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন এবং সকল ধর্ম্ম অবগত ছিলেন। তিনি সত্যব্রত, মহাভাগ, বিচক্ষণ ও নিত্য যজ্ঞশীল। তিনি কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, সুধাংশুর ন্যায় প্রিয়দর্শন, অচলসম ধীর এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পৎ-সংযুক্ত। তাঁহাকে দেখিলে সকলেরই আনন্দ হইত। তিনি আতিথেয় ও সুব্রতশীল; পরাক্রান্ত, মৈত্র ও সকল জীবের হিতকারী। বলিতে কি তিনি সর্ব্বরূপগুণসম্পন্ন। নারায়ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি; তিনি প্রত্যহ যথাবিধানে ভগবানের পূজা করিতেন। হে মুনিগণ! মহীপতি ভগীরথের এই অসীম গুণনিচয়ের বিবরণ অবগত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মরাজ একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া নরনাথ ভগীরথ পরানন্দে পুলকিত হইলেন এবং যথাবিধানে পূজা করিয়া তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর যথা-কালে আতিথ্য-সৎকার সম্পাদনপূর্ব্বক সুখাসীন ধর্ম্মরাজের সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদ মহাভাগ! আপনার পদার্পণে আমি কৃতার্থ হইলাম। আমি সামান্য মানব, ভবাদৃশ মহাত্মা দেবতার উপকার আর কি করিব?"

ধার্ম্মিকপ্রবর ভগীরথের এই ভদ্রোচিত বাক্যশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম অমিয়ময় হাস্য সহকারে স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন;—"হে রাজন্! ইহজগতে সম্পৎসৌভাগ্যের সহিত যে স্থলে কীর্ত্তি ও নীতি একত্রে বিরাজিত থাকে, সেই স্থলে সাধুব্যক্তি ও সর্ব্বদেবতাগণ সর্ব্বদা বিরাজ করেন! বৎস! সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান মাদৃশ ব্যক্তি দিগেরও দুর্ল্লভ। বাস্তবিক, তোমার চরিত্র যথার্থই শ্লাঘনীয় ও প্রশংসাযোগ্য।"

ধর্ম্মরাজের এই উদার বাক্যশ্রবণে যথাবিধানে তাঁহার চরণতলে প্রণাম করিয়া ভগীরথ সবিনয়ে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সমদর্শী সুরেশ্বর! এক্ষণে আমার একটী বিষয় জানিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; কৃপা করিয়া আপনি আমার সেই অভিলাষ পূরণ করুন। প্রভো! ধর্ম্ম কি? কাহারাই বা প্রকৃত ধার্ম্মিক? যাতনা কয় প্রকার? কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত শাস্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারে! কাহারা আপনার সম্মাননীয় এবং কাহারাই বা শাসনীয়? হে মহাভাগ! এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

এই সকল উৎকৃষ্ট প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে ভগবান্ ধর্ম্মরাজ ভগীরথকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ধীর ও গম্ভীরভাবে তৎসমস্তের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন;—"হে মহাবুদ্ধে! তোমার মতি যথার্থই বিমলা ও উজ্জ্বলা; সেই জন্য তুমি এই সকল পবিত্র বিষয়

জানিতে চাহিলে। এক্ষণে আমি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় বলিতেছি,—শ্রবণ কর। হে ভূপতে! পৃথিবীতে বহুবিধ ধর্ম্ম আছে; তৎসমস্তেরই অনুষ্ঠানে জীব পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ বিস্তর ভয়ানক অধর্ম্ম ও যাতনা আছে; কোটি বৎসরেও সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ কীর্ত্তন করিতে পারা যায় না; সুতরাং সংক্ষেপে বলিতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দ্বিজদিগকে বৃত্তিদান করিলে মহাপুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সেই দ্বিজগণ যদি শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে সেই দান অক্ষয় হয়। যিনি কলত্রবান্, শাস্ত্রবিৎ, অথবা গুণসম্পন্ন শ্রোত্রিয়কে বৃত্তিদানে স্থাপিত করেন তিনি পরম পুণ্য লাভ করিতে পারেন;—তিনি মাতৃ ও পিতৃ পক্ষের দ্বিকোটি কুলে পরিবৃত হইয়া বিষ্ণুর স্বারূপ্য এবং পরম মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। হে রাজন্! ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান সহ স্থাপন করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা অসীম, অনন্ত ও অসংখ্য। লোকে ভূমির ধূলিজাল অথবা আকাশের বৃষ্টিবিন্দু গণনা করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম স্থাপনের পুণ্য স্বয়ং বিধাতাও কখন গণনা করিতে পারেন না।

"হে মহীপাল! শাস্ত্রে কথিত হয় যে, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। সেই সর্ব্বদেবময় ব্রাহ্মণকে জীবন দান করিলে যে মহাপুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহা কে সম্যক্ বর্ণনা করিতে সক্ষম? যিনি বিপ্রকুলের হিতানুষ্ঠান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের, সকল তীর্থ-

স্নানের, অখিল তপশ্চরণের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি তড়াগ খনন করায় এবং যে তাহা খনন করে, তাহাদের পুণ্যফল শত বর্ষ ধরিয়া বর্ণন করিতে পারা যায় না। তড়াগকর্ত্তা পঞ্চকোটি কুলে সমাবৃত হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন পূর্ব্বক তথায় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করে। পথশ্রমে ক্লান্ত এবং রৌদ্র-তাপে তাপিত হইয়া পথিককুল সেই সরোবর তীরস্থ স্নিগ্ধ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষতলে উপবেশনান্তর তৃষ্ণানিবারণার্থ জলপান পূর্ব্বক যখন পরম শান্তি লাভ করে, তখন সেই তড়াগকর্ত্তার সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। আহা, চিরজীবনের মধ্যে যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও পৃথিবীকে সলিলে অভিষিক্ত করিতে পারে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিদিব-ধামে শতবর্ষ স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়। পুষ্করিণী খনন করিতে যাহারা সহায়তা করে, তাহারাও মহাপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। রাজন্! তড়াগ খনন করা মহাপুণ্য; এমন কি যে ব্যক্তি তড়াগ গর্ভ হইতে পরার্দ্ধমাত্র মৃত্তিকা খনন করিয়া তুলে, সে কোটি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চাশৎ অব্দ ত্রিদিবপুরে বাস করিতে সমর্থ হয়।

"মহীপতে! দেবালয় পরম পবিত্র স্থান। যে ব্যক্তি শিবের অথবা নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা নির্ম্মাণ করে, সে মাতৃ ও পিতৃ পক্ষের লক্ষকোটিকুলে সমন্বিত হইয়া কল্পত্রয় বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে সেই পবিত্রতম স্থলেই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া জনন-মরণ-যাতনা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাদ্বারা যে ব্যক্তি

দেবালয় নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তি মাতৃ ও পিতৃপক্ষের শত কোটিকুলে সমন্বিত হইয়া বিষ্ণুপদে তিনকল্প বিহার পূর্ব্বক সেই স্থানেই পরম মোক্ষ লাভ করে; কাষ্ঠে মৃত্তিকার দ্বিগুণ, ইষ্টকে ত্রিগুণ, শিলায় চতুর্গুণ, স্ফটিকে দশগুণ, তাম্রে শতগুণ এবং স্বর্ণে কোটিগুণ পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়। হে রাজন্! তড়াগ প্রতিষ্ঠার অর্দ্ধ ফল কাসারে, কূপে তাহার একপাদ এবং কুল্যায় তাহার শতাংশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। বৎস! দেবশুশ্রূষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ নাই। ধনাঢ্য বক্তি পাষাণ দ্বারা দেবনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, দরিদ্র সামান্য মৃত্তিকা দ্বারা তাহা করিয়া সেই পুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধনবান লোকের গ্রামদান এবং নির্ধনের হস্তপ্রমাণ ভূমি দানের সমান ফল। ধনসম্পন্ন ব্যক্তি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরে ছায়াতরু রোপণ করিলে মহাপুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। রৌদ্রের প্রখরতাপে ক্লান্ত হইলে জীবগণ সেই সকল বৃক্ষের ছায়াতলে বিরাম লাভ করিয়া যখন উদারহৃদয়ে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, তখন তাঁহার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়। যাঁহারা আবাস, দেবগৃহ, তড়াগ অথবা কূপ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাভাগ,—এমন কি নারায়ণও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন।

"হে নরনাথ! সর্ব্বলোকের উপকারার্থ অথবা দেবপূজার নিমিত্ত যাহারা কুসুম-কানন স্থাপন করে, তাহারা অসীম পুণ্যলাভ করিতে সক্ষম হয়;—সেই পুষ্পোদ্যানে কুসুমতরু

নিচয়ে যত পর্ণ ও প্রসূন জন্মে, তাহারা তাবৎকাল শত-কোটি কুলে সমন্বিত হইয়া স্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য তুলসী রোপণ করে, তাঁহারা মাতৃতঃ ও পিতৃতঃ সপ্তকোটি কুলে সংযুক্ত হইয়া নারায়ণের সম্মুখে শত কল্প বাস করিতে সক্ষম হয়। যাহারা তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা লইয়া ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে, সেই স্থলে তাহাদের অপর একটী নয়ন উদ্ভূত হইয়া থাকে। হে রাজন্! তুলসীবৃক্ষে সর্ব্ব দেবতা সর্ব্বক্ষণ বাস করেন। তুলসীমূল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তুলসীতল হইতে যতগুলি তৃণ উৎপাটন করে, সে ততগুলি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যিনি গণ্ডূষমাত্র সলিলে তুলসীমূল সেচন করেন, তিনি ক্ষীরোদ-শায়ীর সহিত সুদীর্ঘকাল বাস করিতে সমর্থ হয়েন,—যত দিন চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদি জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন তিনি নারায়ণের পার্শ্ব হইতে কিছুতেই অন্তরিত হইবেন না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজার নিমিত্ত সুকোমল তুলসীদল চয়ন করিয়া দেয়, সে তিনকুলে সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুভবনে স্থান প্রাপ্ত হয়। আহা! তুলসী পরম পবিত্র। তাহাকে অথবা তাহার কাষ্ঠ কর্ণে ধারণ করিলে উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। কমলাকান্তের চরণকমল কোমল তুলসীদলে পূজা করিলে ব্রহ্মলোকে স্থান লাভ করিয়া মানব পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা অথবা দ্বাদশী তিথিতে প্রস্থমাত্র দুগ্ধদ্বারা নারায়ণকে স্নাপিত করে, সে অযুতকুলে

সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। এইরূপ যিনি দ্বাদশী তিথিতে প্রস্থমাত্র ঘৃতে অথবা একাদশীতে পঞ্চামৃতে জনার্দ্দনকে স্নান করান, তিনি কোটি-কুলে সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"হে মহীপতে! একাদশী, দ্বাদশী অথবা পৌর্ণমাসীতে নারিকেলোদকে যিনি নারায়ণকে স্নাপিত করেন, তিনি শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দ্বিশত কুলের সহিত দীর্ঘকাল বিষ্ণুর সহিত বাস করিতে সক্ষম হয়েন। পুষ্পোদক অথবা গন্ধসলিলে গোবিন্দকে ভক্তি সহকারে স্নাপিত করিলে মানব যুগকাল স্বর্গের অধিপতি হইতে পারে, এবং মন্ত্রপূত জলে অথবা ইক্ষুক্ষীরে দেবদেব চক্রপাণিকে স্নান করাইলে মানব অযুত কুলযুক্ত হইয়া ভগবানের সহিত বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

"রাজন্! বিবিধ বিধানে শিব ও নারায়ণকে স্নাপিত করিয়া মনোহর গন্ধ ও পুষ্প সমূহে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে তাঁহাদের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারা যায়। বিকচ কমলদলে যে ব্যক্তি বিষ্ণু অথবা শিবকে পূজা করে, সে কুলত্রিতয় সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারায়ণকে কেতকী, চম্পক, বন্ধুক ও সেফালি এবং শিবকে নিশাকালে ধুস্তূরে, অর্ক, জাতী ও রুদ্র পুষ্পে পূজা করিলে তত্তৎ দেবের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের চরণতলে স্থান লাভ করিতে পারা যায়। হে রাজেন্দ্র! এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কুসুম আছে; হরি ও হর তৎসমস্তেই অনুরক্ত। সেই সকলের মধ্যে প্রস্থ ও শমীপুষ্প

উভয়েই অতি প্রিয়। চতুর্দ্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি গিরিজাপতি শিবকে অপামার্গদলে পূজা করিতে পারে, সে শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। শঙ্কর অথবা বিষ্ণুকে ধূপ ও ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুল দিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। হে নরোত্তম! যে ব্যক্তি বিষ্ণু ও শঙ্করকে তিলতৈলান্বিত অথবা ঘৃতযুক্ত দীপ প্রদান করে, সে সর্ব্বকামের সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাদিগের পদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

"লোকনাথ! ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ,—ব্রাহ্মণ দেবতার স্বরূপ; অতএব যাহা কিছু ইষ্ট বস্তু, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিলে বিষ্ণুভবনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্নদান পরম পুণ্যপ্রদ অনুষ্ঠান। অন্নদান করিলে ভ্রূণহা ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। বৎস! অন্নদান ও জলদানের তুল্য দান আর নাই। শরীর অন্নজ, অন্ন প্রাণ, সেই জন্য অন্নদাতা প্রাণদাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন;—প্রাণদাতা সর্ব্বদাতা, সুতরাং অন্নদাতা সর্ব্বদাতা। অন্নদান হইতে সকল প্রকার দানের ফল লাভ করিতে পারা যায়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অন্নদাতা অযুতবংশে সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মসদনে স্থান প্রাপ্ত হয়েন;— আর তাঁহাকে আবৃত্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেইরূপ জলদান মহাপুণ্যপ্রদ; জলদান হইতে সদ্য পরম তুষ্টি লাভ করিতে পারা যায়; সুতরাং জলদান অন্নদান হইতেও শ্রেষ্ঠ দান। যে ব্যক্তি মহাপাতকী, অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত, সে অন্নজল দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করে। অন্নজলদাতার কুলে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও নরকের ভীষণ মূর্ত্তি হইতে চিরকাল দূরে থাকে; অতএব, বৎস! সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নজল দান করিবে।

"হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অতিথির সেবা শুশ্রূষা করে, সে পরম পুণ্যবান্। গঙ্গাস্নান করিয়া যিনি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে অতিথির পাদদ্বয় অভ্যঞ্জন করিয়া থাকেন, তিনি সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। রুগ্ন ব্রাহ্মণকে যে রক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভূমি অথবা পয়স্বিনী গাভী প্রদান করে, তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় সদা নিরত থাকে, সে যে অসীম পুণ্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহা কেহই গণনা করিতে পারে না। ভয়বিহ্বল ব্যক্তিদিগকে যিনি অভয় দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে। একমাত্র ভয়ার্ত্ত প্রাণি-কুলের প্রাণরক্ষণরূপ মহাব্রত হইতে সকল প্রকার যজ্ঞানু-ষ্ঠানের ফল লাভ করিতে পারা যায়। ভয়বিহ্বল ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি রক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণু। প্রাণরক্ষা সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ।

"হে মহীপাল! এতদ্ব্যতীত অপর অপর দান হইতে যে যে পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। বস্ত্রদাতা রুদ্রভবনে, কন্যাদাতা ব্রহ্মপদে, এবং স্বুবর্ণদাতা বিষ্ণুভবনে স্থান পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে নানাভরণে ভূষিত করিয়া বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে, সে শতবংশে সমাবৃত হইয়া ব্রহ্মপদে

আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হয়। পৌর্ণমাসী কার্ত্তিক অথবা আষাঢ় মাসে মহাদেবের তুষ্টিসাধনার্থ যিনি বৃষভ দান করিয়া থাকেন, তিনি সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত এবং সপ্ততি কুল সংযুক্ত হইয়া রুদ্রের সহিত বাস করিতে সমর্থ হয়েন। শিবলিঙ্গাকৃতি করিয়া যে ব্যক্তি তৎসম্মুখে মহিষ উৎসর্গ করিয়া থাকে, তাহাকে আর কোন যাতনাই ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাম্বুল, ক্ষীর, ঘৃত ও দধি প্রদান করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রীসম্পন্ন পদ প্রদান করেন; সে দিব্যযুগ পর্য্যন্ত পরম সুখের সহিত স্বর্গপুরে বাস করিয়া থাকে। ইক্ষু দানে চন্দ্রভবন, গুড় ও ইক্ষুরস দানে ক্ষীরসাগর, গন্ধ ও পুষ্প-ফল দানে ব্রহ্মপদ, জলদানে সূর্য্যলোক, এবং বিদ্যা দানে নারায়ণের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়।

"নরনাথ! শাস্ত্রে তিনটী দান মহাদান বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহা বিদ্যা, গাভী ও ভূমি। বিদ্যাদান পরম শুভকর অনুষ্ঠান। ইহা দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়। যাহার সাহায্যে লোক প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, যাহা সকল প্রকার সুখের নিদান, তাহা কি সামান্য ধর্ম্ম? এই মহান্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নারায়ণের সাযুজ্য লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, সর্ব্বদা বিদ্যাদানে নিরত থাকিবে।

"হে পরন্তপ! ধান্যদাতাকে শ্রীপতি ধন দান করিয়া থাকেন; ধান্যদাতা উপপাতক রাশি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসদনে স্থান প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শিবলিঙ্গদানে অধিকতর পুণ্য। কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রদান

করিলে মানব যে মহাপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়, একমাত্র শিবলিঙ্গ-স্থাপনে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়। শালগ্রামশিলা দানে ইহার দ্বিগুণ ফল অর্জ্জিত হইয়া থাকে। এইরূপ হেম, মাণিক্য ও রত্নাদি প্রদান করিলে মানব পরম মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে নৃপতে! ভিন্ন ভিন্ন রত্নদানের ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। হীরকদানে ধ্রুবলোক, বিদ্রুমদানে স্বর্গ, মৌক্তিক দানে চন্দ্রলোক, পদ্মরাগ ও বৈদুর্য্যদানে রুদ্রলোক লাভ করিতে পারে। অলঙ্কার দানে সর্ব্বত্র সুখ লাভ করিতে পারা যায়। সেইরূপ সম্মান দান করিলে লোকে বিমানারোহণে সৌর-লোকে স্থান প্রাপ্ত হয়।

"হে মহীপতে! স্ব স্ব আশ্রমোচিত আচারের অনুষ্ঠানে যাঁহারা সর্ব্বদা নিরত; সৎকর্ম্মসাধন যাঁহাদের একমাত্র প্রধান ব্রত; যাঁহারা অদাম্ভিক ও গতাসূয়; যাঁহারা সকলকে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে ভাল বাসেন; যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং বিষ্ণুভক্ত; তাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদে স্থান পাইয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তির সমাগমে যাঁহারা আহ্লাদিত হইয়া থাকেন; সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান যাঁহাদের প্রধান ব্রত; হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ও পরগ্লানি প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিনিচয়কে যাঁহারা বিষবৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে আমার নিকেতন দেখিতে হয় না। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও জিতাহার, সুশীল ও সচ্চরিত্র; ব্রাহ্মণকুলের হিতানুষ্ঠানে যাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত; যাঁহারা অগ্নি, গুরু ও যতি তপস্বীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যমযাতনা

হইতে মুক্তি লাভ করেন। অনাথ, নিঃসম্বল ও সহায়হীন ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিলে যিনি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকারে সহায়তা করিতে পারেন; তিনি সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি কাহারও নিকট দান গ্রহণ করেন না; দেবার্চ্চন ও হরিনামকীর্ত্তন যাঁহার একটী প্রধান ধর্ম্ম, তিনি নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

"হে জনেশ্বর! পূজারহিত শিবলিঙ্গকে যিনি বিল্বপত্র, পুষ্প, ফল, অথবা জলদ্বারা পূজা করেন, তিনি যে মহাপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়েন, তাহার বিবরণ বলিতেছি—শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গণ্ডূষমাত্র উদকে শূন্যলিঙ্গ পূজা করে, সে লক্ষ অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। পূজা-বিরহিত পরিত্যক্ত শূন্যলিঙ্গকে বিল্বপত্র ও কুসুমরাশি দ্বারা পূজা করিলে অযুত অশ্বমেধের ফল এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য অথবা ফলদ্বারা পূজা করিলে শিবের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। সেইরূপ, পূজারহিত বিষ্ণুকে ফল পুষ্প, পত্র, অথবা ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে মানব উক্তরূপ মহাফলসমূহ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

"হে রাজন্! যাহারা জলদ্বারা দেবালয় বিধৌত করিয়া থাকে, তাহারা অসীম পরম পুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। তৎপ্রদত্ত সলিল-সেচনে দেবমন্দিরের যত ধূলিকণা দ্রবীভূত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি তত সহস্র কল্প বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে গন্ধোদক দ্বারা দেবতায়তন সেচন করে, তাহার প্রদত্ত গন্ধজলে যতগুলি পাংশুকণিকা দ্রবীভূত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বারূপ্য

লাভ করিয়া তত সহস্র কল্প অমরধামে বিরাজ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি স্ফটিকনির্ম্মিত দীপমালা দেবালয়ে প্রজ্বালিত করে, সে প্রত্যহ প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে; পরিশেষে দেহান্তে বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া তথায় শত বৎসর কাল যাপন করিতে পারে।

"মনুজেশ্বর! যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করে। আবার যিনি পরমাত্মা নারায়ণকে অঙ্গ-প্রদক্ষিণ করেন; তিনি প্রথমবারেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়েন। যিনি বামদক্ষিণ বিধানানুসারে শিবকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি একটিমাত্র প্রদক্ষিণে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন; দ্বিতীয় বারে রাজত্ব, এবং তৃতীয় বারে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিবার সময় সোমসূত্র লঙ্ঘন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

"হে মহীপাল! দেবালয়ে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নৃত্যগান করে, সে পরম পুণ্যবান্। গান হইতে সে গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা হইতে সক্ষম হয় এবং নৃত্য হইতে ইন্দ্রগণের অধীশ্বরত্ব লাভ করে;—পরিশেষে অষ্টকুলে পরিবৃত হইয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত মোক্ষ ভোগ করিয়া থাকে। দেবতা-গৃহে যাহারা মুখবাদ্য অথবা করশব্দ করে, শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, বিশান কিম্বা ডিণ্ডিম নিনাদিত করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম পুণ্য লাভ করিতে

সক্ষম হয়, তাহাদিগের সকল বাসনা চরিতার্থ হয়, সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হয়; পরিশেষে দেহাবসানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। বৎস! পৃথিবীতে এইরূপ যে কত ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, তাহার সীমা নাই; সেই অসীম ও অনন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের কয়েকটী-মাত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যাঁহার নাম স্মরণ করিবামাত্র জীব সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; তৎসমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে সেই নিত্য নিরঞ্জন, সর্ব্বভুক্, সর্ব্বেশ্বর জগন্নাথের তৃপ্তি বিধান করিতে পারা যায়। তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই কর্ম্ম, তিনিই ভোক্তা, তিনিই কার্য্য, তিনিই কারণ,—তিনি সকল, তিনিই সর্ব্বময়,—জগদেকদেব; তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই নাই।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পাপ ও পাপীর শাস্তি-বিবরণ।

সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ত্রিকালজ্ঞ কাল আবার বলিতে লাগিলেন; "হে রাজন্! এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন পাপ ও স্থূল স্থূল যাতনা সমূহের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, ধীরভাবে শ্রবণ

কর! যাহারা পাপী, যে দুরাত্মাগণ পরের সর্ব্বনাশ সাধনে সদা ব্যস্ত, তাহারা ভয়াবহ নরকানলে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! পাপীর যে কত প্রকার ভীষণ শাস্তি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কেহ নৈদাঘ তপনের ন্যায় সহস্র মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে দগ্ধ হইতে থাকে; কেহ বালুকাকুম্ভ, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, নিরুচ্ছ্বাস, কালসূত্র, ও প্রমর্দ্দন প্রভৃতি মহা-ভয়াবহ অসহ্য যন্ত্রণাময় নরককুণ্ডসমূহে নিমজ্জিত হয়; কেহ বা সুতীক্ষ্ণ অসিপত্র-বনের উপরিভাগে উৎকট তেজ সহকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; কোন পাতকী উৎকট হিমানীময় গভীরতম কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। কোথাও তীক্ষ্ণদংষ্ট্র অসংখ্য কুক্কুর গলদ্রুধিরাক্ত বিকট মুখ ব্যাদিত করিয়া রহিয়াছে; এবং যে কোন পাপী তাহাদিগের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অমনি শ্রবণভৈরব গর্জ্জনে তাহাদিগকে দংশন করিতেছে! একস্থলে অগণ্য পাপী বিকট পূতিগন্ধপূর্ণ বিশাল মূত্র ও পুরীষহ্রদ সমূহে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া বারবার রাশি রাশি মলমূত্র গলাধঃকরণ করিতেছে! অপর স্থলে উত্তপ্ত ধূলি ও উত্তপ্ত শিলারাশির উপর সহস্র সহস্র পাতকী শায়িত রহিয়াছে; উৎকট তাপে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, তথাপি হতভাগ্যদিগের নিস্তার নাই! কোথায় বা দুর্গন্ধ-ময় শোণিতকূপে নিমজ্জিত হইয়া কত পাপী প্রভূত পরি-মাণে রক্ত পান করিয়া ফেলিতেছে; আবার কেহ বা উৎকট যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্তবৎ নিজ দেহ

দংশন করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। কাহার পৃষ্ঠে শিলারাশি, কাহার শরীরে শস্ত্রজাল এবং কাহারও সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিরাশি বর্ষিত হইতেছে! কেহ বা নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া উৎকট ক্ষারোদক ও উত্তপ্ত সলিল পান করিতেছে, আরক্তোষ্ণ অয়ঃপিণ্ড ভক্ষণ করিতেছে; অথবা ঊর্দ্ধপদে অধোমস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে; কেহ বা শূন্যমার্গে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে! কোথায় লক্ষ লক্ষ পাপী পুরীষহ্রদে নিমগ্ন হইয়া অনর্গল কৃমিভোজন করিতেছে! কাহার নয়নযুগলে অথবা নখসন্ধি-সমূহে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ সূচি প্রবিদ্ধ হইতেছে! হে মহাভাগ! এতদ্ব্যতীত অসংখ্য উৎকট শাস্তি আছে; তন্মধ্যে রেতঃপান, পুরীষলেপন, ক্রকচচ্ছেদন, তপ্তাঙ্গারশয়ন, মুষলমর্দ্দন, তপ্তায়ঃশয়ন, তপ্তায়োভক্ষণ প্রভৃতিই প্রধান। রাজন্! এই প্রকার যে কোটি কোটি ভীষণ যাতনা আছে, সহস্র বৎসরেও আমি তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি না।

"হে মহীপাল! এক্ষণে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে, তৎসমস্তের বিবরণ আমি সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরু-তল্পগামী, তাহারা মহাপাতকী। বৎস! শাস্ত্রানুসারে বহু প্রকার ব্রহ্মঘাতক আছে; তন্মধ্যে পংক্তিভেদী, বৃথাপাকী, ব্রাহ্মণনিন্দক, আদেশী ও বেদবিক্রেতাই প্রধান। ধনের প্রলোভন দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি পশ্চাৎ "নাই" বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করে, শাস্ত্র-

মতে সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। যে ব্যক্তি তৃষ্ণাভিভূত পানার্থ ধাবমান ধেনুকুলের পথ রোধ করে; ব্রাহ্মণকে স্নানার্থ অথবা ভোজনার্থ গমন করিতে দেখিয়া যে তাঁহার পথের অন্তরায়স্বরূপ হয়, সেই নরাধম ব্রহ্মঘাতী। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়; যে লোক অহঙ্কাররত, দ্বিজনিন্দক, শাস্ত্রবিদ্বেষী অথবা মিথ্যাবাদী, সে পাপিষ্ঠ ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী। প্রায়শ্চিত্ত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতিকে যে মানব শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে না; যে মূঢ় ঐশ্বর্য্যাভিমানে অথবা বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত যে আত্মাকর্ষপরায়ণ, অথবা যে ব্যক্তি অপরের সুখশান্তির পথে কণ্টক রোপণ করে, সে ব্রহ্মঘাতক। যে মানব প্রাণিহত্যা করে, নিত্য পরের নিকট দান গ্রহণ করিয়া থাকে, অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেয়, সে নরাধম ব্রহ্মঘাতক।

"হে রাজন্! ব্রহ্মহত্যার তুল্য এইরূপ বহুবিধ পাপ আছে; তৎসমস্তের বিস্তৃত বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করা কঠিন। এক্ষণে সুরাপানের সমান পাপসমূহের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। যাহারা গণক, গণিকা, দেবল ও পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, উপাসনা পরিত্যাগ করে, অথবা সুরাপায়িনী রমণীর সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে, তাহারা সুরাপানজনিত পাপের ভাগী হয়। যে দ্বিজ শূদ্র কর্ত্তৃক সমাহূত অথবা অনুজ্ঞাত হইয়া তাহার বাটীতে ভোজন করে; যে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী ও সর্ব্বকর্ম্মহীন তাহাকে সুরাপানজনিত পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে।

"মহীপতে। হেম-হরণ মহাপাপ ; ইহাতে যে ঘোরতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি ; এক্ষণে যে সকল পাপ ইহার তুল্য, তৎসমস্তের অতি সংক্ষেপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৎস! চৌর্য্য ঘোরতর পাপ। বহুমূল্য রত্ন হরণ করিলে যে পাপ, সামান্য কন্দমূল ফল অথবা তৃণমাত্র অপহরণ করিলেও সেই পাপ। অতএব ফলপুষ্প, কস্তূরী, পট্টবাস, ঔর্ণবাস, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ; চন্দন ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ; তাম্র, সীস, কাংস্য প্রভৃতি ধাতু এবং ধান্য ও রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি বস্তু, অপহরণ করিলে হেম-হরণের পাপ গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা দুহিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, রজস্বলা স্ত্রী, হীনজাতীয়া অথবা মদ্যপা রমণী, পরস্ত্রী, ভ্রাতৃবনিতা, বন্ধুভার্য্যা ও বিশ্বস্তা রমণীতে অভিগমন করে, তাহারা গুরুপত্নী হরণের পাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অকালে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, বেদকে অশ্রদ্ধা করে, পিতৃযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া যায়, অথবা যতি তপস্বীগণের নিন্দা করিয়া থাকে, সে গুরুপত্নীগমনের পাপ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! এইরূপ বহুবিধ মহাপাপের বিবরণ পরমতত্ত্বজ্ঞ পরমর্ষিগণ শাস্ত্রসমূহে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল পাপ অতি ভয়ঙ্কর ; অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যে ব্যক্তি শূদ্রসংস্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ অথবা নারায়ণ-বিগ্রহ পূজা করে, সে সকল প্রকার কঠোর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ; যতদিন চন্দ্রনক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন সে সেই সমস্ত

দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। যে লিঙ্গ পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রণাম করিলে পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। হে রাজন্! বেদবিদ্ অথবা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিও যদি আভীরপূজিত লিঙ্গ পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে। যোষিৎ পূজিত লিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি পূজা করে, সে কোটিকুলে পরিবৃত হইয়া আকল্পকাল রৌরব হ্রদে কষ্টভোগ করিতে থাকে। হে রাজন্! মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বেদবিহিত বিধানানুসারে যে লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লিঙ্গকে যোষিৎ অথবা শূদ্রগণের স্পর্শ করা উচিত নহে; স্পর্শ করিলেই তাহা পতিত হইয়া থাকে। অনুপনীত শূদ্র ও স্ত্রীর বিষ্ণু ও শঙ্করকে স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই। অতএব স্বাশ্রমাচারহীন, শূদ্র, আভীর ও পাষণ্ড ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত বিষ্ণু অথবা শিবকে স্বপ্নেও অর্চ্চনা করিতে নাই,—করিলে মহাপাপ আশ্রয় করিতে হয়।

"হে নরেশ্বর! যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ করে, শূদ্রস্ত্রীতে অভিগমন করে, শূদ্রান্নে জীবন ধারণ করে; যাহারা বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, তাহারা মহাপাতকী; বরং ব্রহ্মঘাতকগণ কোনরূপে মুক্তি পাইতে পারে, তথাপি ঐ মহাপাপীগণ কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না! যাহারা শিব, বিষ্ণু, বেদ ও গুরুকে নিন্দা করে; যাহারা সৎকথার বিরোধী; তাহারা কি ইহ লোক, কি পরলোক কোন লোকেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে দ্বিজ বৌদ্ধালয়ে প্রবেশ করে, সে শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কখনও

নিষ্কৃতি পাইতে সক্ষম হয় না। বৌদ্ধগণ বেদনিন্দক, সেইজন্য তাহারা শাস্ত্রে পাষণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; অতএব যে দ্বিজের বেদে ভক্তি আছে, মোক্ষ লাভ করিবার অভিলাষ আছে, তিনি যেন কখনও বৌদ্ধালয়ে প্রবেশ না করেন,—যেন কখন সেই পাষণ্ডদিগের মুখাবলোকন না করেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, যে দ্বিজ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ একবার বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই; তাহাকে কোটিকল্প নরক ভোগ করিতে হইবেই হইবে। এইরূপ পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত নাই; সুতরাং নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব।

"রাজন্! ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগ ও পাষণ্ডী প্রভৃতি যে পাপীগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল, তাহারা কি কি শাস্তি ভোগ করে, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। সেই নরাধমগণ অযুতবংশে সমন্বিত হইয়া কোটি কোটি কল্প ধরিয়া নিদারুণ নরকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকে; পরে কর্ম্মাবসানে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিন কল্প সেই অবস্থায় যাপন করে, তদন্তে কৃমি হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে। কৃমিজন্মের পর ভুজঙ্গ জন্ম; এইরূপে এককল্প অতিবাহিত করিয়া তাহারা পশুজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং সহস্র যুগ পশুজীবন ভোগ করিয়া ম্লেচ্ছকুলে জন্ম গ্রহণ করে; এইরূপে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মাবসানে সেই পাপিগণ প্রথমে হেয় গোলক, পরে কুণ্ড এবং পরিশেষে অকিঞ্চন দীন হীন বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য ভিক্ষা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবন যাপন করিতে থাকে। আহা! হতভাগ্যগণ প্রতিগ্রহ হইতে

আবার পাপ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার নরকে নীত হয়। দুর্ভাগ্যদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই।

"হে রাজন্! ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট যে সকল যাতনার বিবরণ বলিয়াছি; মহাপাতকীগণ সেই সমস্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্তকাল নিপীড়িত হয়। তাহার পর পৃথিবীতে আসিয়া সপ্তজন্ম গর্দ্দভ; পরে দশজন্ম কুক্কুর ও বিষ্ঠাভোজী শূকর; শতাব্দীকাল বিষ্ঠাকৃমি; শতবৎসর মূষিক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; তদন্তে দ্বাদশ জন্ম সর্প, তাহার পর ষোড়শ জন্ম শূদ্রাদি হীন জাতি, তদন্তে দ্বিজন্ম বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিজ বলমদে মত্ত হইয়া নিত্য অপরের সুখশান্তির পথে বাধা স্থাপন করাতে হতভাগ্যগণ আবার মনুষ্যজন্ম হইতে পতিত হয়; আবার সহস্র জন্ম পশুকুলে কালহরণ করিয়া চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে। সেই কষ্টকর জীবন সপ্তজন্ম ভোগ করিয়া তাহারা পরিশেষে বিপ্রকুলে সম্ভূত হয়। কিন্তু হতভাগ্যদিগের তাহাতেও নিস্তার নাই। দ্বিজকুলে জন্ম লাভ করিয়াও তাহারা সুখী হইতে পারে না। নিত্য অভাব—অনাটন; নিরন্তর দারিদ্র্য;—সর্ব্বদাই ব্যাধি—ব্যামোহ! জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা অনুদিন প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া থাকে; তাহাতে আবার পাপে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার নরকভোগ করিতে বাধ্য হয়।

"হে ভূপতে! যাহারা অসূয়াবিষ্ট, পরহিংসাপরায়ণ; পরের সুখৈশ্বর্য্য যাহারা দেখিতে পারে না, তাহারা

রৌরব নামক মহা ভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; তথায় দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিয়া কোটিজন্ম চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! যে মূঢ় বলে যে, গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে কিছুই দান করিতে নাই; সে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডাল হইয়া পড়ে; তাহার পর কল্পকাল বিষ্ঠার কৃমি হইয়া অতিবাহিত করে; তদন্তে তিন জন্ম ব্যাঘ্রকুলে সঞ্জাত হইয়া পরিশেষে নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়; তথায় তাহাকে একসপ্তিতি যুগ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

"নরপাল! যাহারা পরনিন্দাপরায়ণ; সর্ব্বদা সকলকে কঠোর বাক্য বলিতে যাহারা ভালবাসে; যাহারা দানাদি পুণ্যক্রিয়ার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে; তাহাদিগের বদনবিবরে তপ্ত লৌহপিণ্ড অর্পিত হয়,—তাহাদিগের নয়নে তীক্ষ্ণ সূচি প্রবিদ্ধ হয়। যাহারা পরদ্রব্য হরণ করে, তাহারা অতি কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া থাকে; আমার ভীম-দর্শন কিঙ্করগণ তাহাদিগের পাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক ভীমবেগে সেই হতভাগ্যদিগকে নরককুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া নিরন্তর আয়সদণ্ডে তাড়না করিতে থাকে। এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থায় শত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাহাদিগের কণ্ঠে দুর্ভর পাষাণ সংলগ্ন হইয়া হতভাগ্যগণ শোণিতহ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়। তথায় শতাব্দী কাল বাস করিয়া তাহারা সমস্ত নরককুণ্ডে কিছু কিছু কাল যাপন করে, পরিশেষে কর্ম্মাবশেষে পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমিষভোজনে দেহ ধারণ করিতে থাকে। তস্করগণ প্রথমতঃ মূষল ও উদূখল

দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত হইতে থাকে; পরে দুই বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে তপ্ত পাষাণ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়; তাহার পর ক্রমাগত সপ্ত বৎসর তাহারা কালসূত্রে ভিন্ন হইয়া আত্মকৃত পাপানুষ্ঠানের জন্য অনুশোচনা করিতে থাকে; তদন্তে সেই হতভাগ্যগণ দারুণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হয়।

"হে নরপতে! পরস্বাপহারক ব্যক্তিদিগের যন্ত্রণার বিষয় শ্রবণ কর। সেই নরাধমগণ সহস্র যুগ ধরিয়া উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে কঠোর সন্দংশদ্বারা তাহাদিগের দশন-পংক্তি উৎপাটিত হইতে থাকে; তাহার পর তাহারা নিরুচ্ছ্বাস নামক মহাভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথায় কল্পান্ত কাল বাস করে। যাহারা পরস্ত্রীলোলুপ, পরলোকে তাহারা তপ্তাতাম্র রমণী-গণের সহিত বিহার করিতে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া থাকে। জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ অত্যুত্তপ্ত তাম্রময়ী অঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই নরাধমগণ বিকট আর্ত্তনাদ সহকারে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এইরূপ নিদারুণ যাতনায় নিপীড়িত হইয়া পরস্ত্রীলোভী পাপাত্মাগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

"হে ভূপাল! যে সকল রমণী নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের প্রতি মন সমর্পণ করে, অপর পুরুষকে ভজনা করে, তাহারা তপ্তায়ঃশয্যায় শায়িত হইয়া তপ্তায়ঃপুরুষগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া কল্পকাল

রমণ করিতে থাকে; তদন্তে সেই পাপিনীগণ জ্বলন্ত অনলবৎ উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া সহস্র বৎসর দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আহা! হতভাগিনী-দিগের তাহাতেও নিস্তার নাই; তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা, সহ্য করিয়াও সেই ব্যভিচারিণী রমণীগণ বিকট ক্ষারোদকে স্নান এবং ক্ষারোদক সেবন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল নরককুণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে! হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, অথবা গাভী হত্যা করে, তাহাকেও পঞ্চ কল্প ধরিয়া উক্ত ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যে নরাধম আদরের সহিত গুরুলোকের নিন্দা শ্রবণ করে, তাহার কর্ণবিবরে গলিত ও উত্তপ্ত অয়োরাশি প্রস্রুত হইয়া থাকে; তাহার পর তাহার শ্রবণকুহর অত্যুত্তপ্ত তৈলে পরি-পূরিত হইয়া সেই নরাধম নিদারুণ কুম্ভীপাকে নিক্ষিপ্ত হয়।

"হে ভূপতে! যাহারা দাম্ভিক, অথবা দম্ভাচাররত, তাহারা কোটি বৎসর পর্য্যন্ত লবণ ভোজন করিয়া থাকে; তদন্তে কল্প পর্য্যন্ত পূরীষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা ঘোর দুঃসহ রৌরব হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়; পরিশেষে সেই হতভাগ্য-গণ উত্তপ্ত সৈকত ভোজন করিয়া থাকে। যে নরাধমগণ ব্রাহ্মণদিগকে কোপনয়নে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের চক্ষুমধ্যে সহস্র উত্তপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ সূচি প্রবিদ্ধ হয়। তাহার পর উৎকট ক্ষারসলিলে নিমজ্জিত হইয়া তাহারা দারুণ ক্রকচ দ্বারা বিদারিত হইতে থাকে। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, মর্য্যাদা-নাশক, অথবা পরান্নলোলুপ, তাহারা উৎকট ক্ষুধায় নিপীড়িত হইয়া উন্মত্তবৎ স্বমাংস ভক্ষণ করে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র

ভীষণ কুক্কুরগণ তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকে ; তাহার পর সেই পাপিষ্ঠগণ সমস্ত নরককুণ্ডের প্রত্যেকটীতে এক এক যুগ করিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়।

"হে রাজন্! যাহারা প্রতিগ্রহরত ; নক্ষত্রপাঠক, অথবা যাহারা দেবলের অন্ন ভোজন করে, তাহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত ঘোর যাতনায় নিপীড়িত হইয়া সতত বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে। তাহার পর পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতজন্ম চণ্ডালত্ব ভোগপূর্ব্বক নিরন্তর দুঃখ, দারিদ্র্য ও ব্যাধি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে। যাহারা মিথ্যাবাদী, অথবা কঠোরভাষী, তাহাদের জিহ্বা দারুণ সন্দংশদ্বারা উৎপাটিত হয় ; এবং সেই নরাধমগণ উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিকট কালসূত্রে প্রপীড়িত হইতে থাকে ; তাহার পর ক্ষারোদকে স্নান করিয়া মূত্র ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে বাধ্য হয় ; তদন্তে পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অপরের সুখশান্তির পথে বাধা স্থাপন করে, অপর ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করে, তাহারা বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; উপাসনত্যাগী ও অনুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তিগণ রৌরব নরকে গমন করিয়া পঞ্চযুগ ধরিয়া কৃমি ভোজন করে; তাহার পর ভূতলে আগমনপূর্ব্বক পরপাদুকা মস্তকে বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে থাকে।

"হে লোকনাথ! যাহারা বিপ্রগ্রামে কর গ্রহণ করে, তাহারা সহস্রকুলে পরিবৃত হইয়া কোটি কল্প কঠোর নরকযন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়। যে ব্যক্তি উক্তরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুমতি দেয়, সে নরাধমও ঐ মহা-

পাতকে কলঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপের ঘোর শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা আতিথ্যবর্জ্জিত; অভ্যাগত অতিথিকে যাহারা উপেক্ষা করে, তাহারা স্ব স্ব বিষ্ঠা ভোজনপূর্ব্বক মহাভয়াবহ কালসূত্রে চারিযুগ ধরিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। যে ব্যক্তি কুযোনি, বিযোনি অথবা পশুযোনি মোক্ষণ করে, সেই মহাপাপী রেতোভোজন করিয়া থাকে, পরে বসাকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া সপ্ততি দিব্যাব্দ কষ্ট ভোগ করে। যাহারা উপবাসদিবসে দন্ত-ধাবন করে, তাহারা অঘোর নামক নরকে যাইয়া চতুর্যুগ ধরিয়া ব্যাঘ্রকুল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকে।

"হে মহীপতে! যে ব্যক্তি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি হরণ করে, সে কোটিকুলে সংযুক্ত হইয়া পূতিমৃত্তিকা ভোজনপূর্ব্বক সমস্ত নরককুণ্ডে গমন করিয়া থাকে; প্রত্যেক নরককূপে কোটিকল্প করিয়া তাহাকে থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত আচারব্যবহার পরিত্যাগ করে, সে পাষণ্ড নামে নিন্দিত হইয়া থাকে; আর যে মানব তাহার সঙ্গী, সেও পাষণ্ডী; ইহারা উভয়েই মহাপাপী; উভয়েই সহস্র বংশে সংযুক্ত হইয়া সহস্র কোটি কল্প নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সম্মুখে যে ব্যক্তি বেদ পাঠ করে, সে সহস্র কোটিকল্প ধরিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরকানলে পচিতে থাকে। যাহারা দেবতার অথবা গুরুর দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাদিগকে অযুত ব্রহ্মহত্যার প্রাক্তক গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যে নরাধমগণ অনাথ ব্যক্তিকে হিংসা করে, অথবা

তাহার ধন হরণ করে, তাহাদের যন্ত্রণার আর সীমা নাই; সেই মহাপাতকিগণ অধঃশির ও ঊর্দ্ধপদে দুইটী স্তম্ভে কীলিত হইয়া উৎকট ধূমপটল সেবন পূর্ব্বক ব্রাহ্মবৎসর অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকে!

"হে মহীপাল! দেবপূজার্থ নির্দ্দিষ্ট কুসুমোদ্যান হইতে যে ব্যক্তি ফুল অপহরণ করে, সে বহ্নিজ্বালাময় ভীষণ নরক-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম দেবালয়ে অথবা জলমধ্যে পুরীষমূত্র ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি দেহজ মল পরিত্যাগ করে, সে ভ্রূণহত্যার পাপে পাপী হইয়া অতি ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা দেবমন্দিরে অথবা জলাশয়ে ভুক্তাবশেষ, কিম্বা দন্তাস্থি, কেশ ও নখরাদি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে নিরন্তর প্রাসাদি যন্ত্রে ভিন্ন হইয়া অত্যুষ্ণ তৈল পান করিতে হয়; তাহার পর কুম্ভীপাকে এবং ক্রমে সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব,—এমন কি ব্রাহ্মণের সামান্য তুষ ও কাষ্ঠাদিও চুরি করিয়া লয়, তাহাকে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; ইহলোকে সে নরাধমের সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, পরলোকে তাহাকে ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি গূঢ় সাক্ষীকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলে, অপরের গূঢ় মন্ত্রণা যাহার তাহার নিকট বলিয়া ফেলে, অথবা সাক্ষ্য দিতে যাইয়া মিথ্যা বলিয়া থাকে, তাহার আর যন্ত্রণার সীমা নাই; সেই মহা-পাতকীকে সমস্ত কঠোর যাতনা ভোগ করিতে হয়। ইহ-লোকে তাহার পুত্রপৌত্রাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, পরলোকে

তাহাকে রৌরব নামক অতিভীষণ নরককূপে গমন করিয়া অনন্তকাল থাকিতে হয়।

"যে সকল ব্যক্তি অতিশয় কামুক, যাহারা মিথ্যা অভিবাদ করিয়া থাকে, তাহাদিগের মুখবিবরে পন্নগোপম জলৌকা সমূহ স্থাপিত হয়। এই শোচনীয় ও বীভৎস অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিয়া তাহারা ক্ষারসলিলে স্নান করে এবং উৎকট ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া স্বমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক ক্ষারকর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া থাকে; তাহার পর মদোন্মত্ত প্রচণ্ড মাতঙ্গ-গণ বিকট শুণ্ডে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া শূন্যমার্গে নিরন্তর উৎপাতিত করিতে থাকে; তদন্তে সেই হতভাগ্য-গণ পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া কাণ, খঞ্জ প্রভৃতি হীনাঙ্গ হইয়া পড়ে।

"হে মনুজেশ্বর! স্বীয় ঋতুস্নাতা পত্নীতে যে ব্যক্তি অভিগমন না করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি কোন মানবকে অনাচারে রত হইতে দেখিয়া সাধ্যসত্ত্বে তাহাকে নিবারণ করে না, সে তাহার অর্দ্ধ পাপ প্রাপ্ত হয়। যে নরাধম ব্যক্তি পাপীলোকের পাপ গণনা করে, সে তত্তুল্য পাপী হইয়া পড়ে। যে মূঢ় মানব নিষ্পাপ দেহে পাপ আরোপ করে, সে দুরাচার যে পাপ নির্দ্দেশ করে, তাহার দ্বিগুণ শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হয়; নিষ্পাপ ব্যক্তি যেরূপ পবিত্র সেইরূপই থাকেন;—দুষ্টের বৃথা পাপারোপে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে অনুমাত্রও পাপ স্পর্শ করে না।

"যে নরাধম কুমারীতে অভিগত হয়, সে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কুক্কুরগণকর্ত্তৃক নিরন্তর ভক্ষিত হইয়া ঊর্দ্ধপদ ও অধোমস্তকে প্রথমে ধূমপান নামক দণ্ডে দণ্ডিত হয়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরককুণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে ব্যক্তি ব্রত গ্রহণ করিয়া অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহা ত্যাগ করে, সে অসিপত্রবনে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া হীন ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়ে। আবার যে নরাধম অপরের ব্রতানুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, সে একবিংশতি কুলে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর শ্লেষ্মা ভোজন করে। যে ব্যক্তি পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করে, হে রাজন্! সে যে ঘোর পাপে পতিত হয়, শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। যে দ্বিজ অভোজ্য ভোজন করে, সে নরাধম পিত্তপানের ন্যায় অযুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

"হে ভূপাল! যে ব্যক্তি বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা বিপ্রকুলের অবমাননা করে, বিপ্রকে কোন বস্তু দানে বাধা স্থাপন করে, সে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হইয়া সকল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে; তাহার পর তাহাকে দশজন্ম চণ্ডাল হইয়া পৃথিবীতে কাল অতিবাহিত করিতে হয়। যে মূঢ় মানব একজনের ধন অপহরণ করিয়া অপরকে দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অপহারক দাতা নরকে গমন করে; কিন্তু যাঁহার ধন, তিনিই ফলভোগী হয়েন। যে ব্যক্তি দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান করে না, তাহাকে

লালা ভক্ষণ করিতে হয়। যতিনিন্দক শিলাযন্ত্রে নিষ্পেষিত এবং আরামচ্ছেদী ব্যক্তি কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়; পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে। যে নরাধমগণ দেবালয়, পুষ্করিণী ও তড়াগ এবং পুষ্পোদ্যান ভগ্ন, বিশোষিত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা প্রত্যেকে কোটি কোটি কুলে যুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে একএকটী ভীষণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, তাহার পর কোটিকল্প ধরিয়া বিষ্ঠার কৃমি, তদন্তে সপ্ততিকল্প বিষ্ঠাভোজী, তাহার পর পৃথিবী-তলে নিক্ষিপ্ত হইয়া কোটি জন্ম চণ্ডালত্ব ভোগ করে।

"হে পৃথিবীপতে! গ্রামনাশক দুরাচার ব্যক্তিদিগের মহাপাপের বিষয় কোটি জন্মেও বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা দেবমন্দির অথবা নগর গ্রামাদি অগ্নি-সাৎ করে, তাহাদের শাস্তির অবসান নাই; যতদিন লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিতে থাকিবেন, ততদিন সেই পাপাচারী নরাধম-দিগকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অপরকে পাপানুষ্ঠানে প্ররোচনা দেয়, সে তদনুষ্ঠিত পাপের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়া যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা কুণ্ড ও গোলকদিগের অন্ন ভোজন করে, গ্রামে যাজকতা করে; যাহারা অযাজ্যযাজক, গ্রাম-নক্ষত্র-যাজক, দেবল, ব্রহ্মচণ্ডাল অথবা আন্ধসিক, তাহারা মহাপাতকী; সেই মহাপাপীগণ সপ্ততি যুগ ধরিয়া সকল যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; তাহার পর পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চণ্ডালগৃহে সপ্তজন্ম অতি কষ্টে জীবন যাপন

করে। যাহারা উচ্ছিষ্টভোজী অথবা মিত্রদ্রোহী, তাহারা ঘোর নরক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; যতদিন সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন সেই পাপীদিগের যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারিত হইবে না। যাহারা পিতামাতা ও পিতৃদেবতাদিগকে ত্যাগ করে, বেদবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রমতে পাষণ্ড। ইহাদের যাতনার আর সীমা পরিসীমা নাই।

"হে ভূপতে! এইরূপে যে কত পাতক ও উপপাতক আছে, তাহা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারা যায় না। বাহুল্যভয়ে তাহাদের কয়েকটীর মাত্র বিবরণ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। নতুবা সমস্ত ধর্ম্ম, পাতক ও উপপাতকের সম্পূর্ণ বর্ণন একমাত্র বিষ্ণু ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহ জগতে পাপ হইতে মুক্তি লাভের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাস্নান, তুলসী-অর্চ্চন, সাধুসমাগম, হরিসঙ্কীর্ত্তন, অনসূয়া ও অহিংসাদি শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! জগন্ময় বিষ্ণুতে যে কোন বিষয় অর্পণ করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইয়া থাকে; এবং যাহা কিছু অর্পণ না করা যায়, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি যে কয়েকটী মোক্ষসাধনোপযোগী অনুষ্ঠান আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিলেই সাত্ত্বিক ও সফল হয়। বিষ্ণুভক্তি হইতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সমস্ত দুঃখ ও যাতনা দূর হইয়া যায়। ইহা মুমুক্ষু মানবগণের শ্রেষ্ঠ

উপায়। হে মহীপতে! বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শান্তচরিত সাধুব্যক্তি যে কোন ব্যাপারে হস্তার্পণ করেন, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। ভগবদ্ভক্তিই এই পাপপূর্ণ সংসারকাননের ভীষণ দাবানল হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। হে রাজন্! তামস, রাজস ও সাত্বিকগুণের অনুসারে ভক্তি দশবিধ। কোন ব্যক্তি যখন অন্যের বিনাশ কামনা করিয়া নারায়ণকে ভজনা করিয়া থাকে, তাহার সেই ভক্তিকে তামসাধমা ভক্তি বলা যায়। স্বৈরিণী যেমন নিজ পতির প্রতি কপট প্রণয় প্রকাশ করে, সেইরূপ কৈতবশীলতা সহকারে ভণ্ড ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর প্রতি যে ভক্তি প্রকাশ করে, তাহা তামসমধ্যমা, এবং অপর ব্যক্তিকে দেবপূজা করিতে দেখিয়া তাহার অনুকরণপূর্ব্বক হরিকে যে অর্চ্চনা করা হয়, তাহা তামসোত্তমা।

"হে মহীপাল! ঐরূপ রাজসাধমা, রাজসমধ্যমা ও রাজসোত্তমা এবং সাত্বিকাধমা, সাত্বিকমধ্যমা ও সাত্বিকোত্তমা ভক্তি আছে; ক্রমান্বয়ে তাহা বর্ণন করিতেছি। ধনধান্যাদি প্রার্থনা করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিলে তাহা রাজসাধমা; সর্ব্বলোকখ্যাতিকর কীর্ত্তিলাভের উদ্দেশে পরম ভক্তির সহিত হরিকে অর্চ্চনা করিলে, তাহা রাজসমধ্যমা এবং সালোক্যাদি পরমপদ কামনা করিয়া অচ্যুতকে অর্চ্চনা করিলে তাহা রাজসোত্তমা ভক্তি বলিয়া কথিত। স্বকৃতপাপের ক্ষয়কামনা করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিলে তাহা সাত্বিকী; নারায়ণের ইহা প্রিয় ও অভিমত এইরূপ স্থির করিয়া লোককে শুশ্রূষা

করিলে তাহা সাত্ত্বিকমধ্যমা এবং বিধিজ্ঞানে চক্রপাণিকে দাসের ন্যায় কায়মনোবাক্যে সেবা করিলে অথবা নারায়ণের মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণে আপনাকে তন্ময় ভাবিয়া তাহাতে আহ্লাদিত হইলে তাহা সাত্ত্বিকোত্তমা;—ইহাই সকল ভক্তির শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মহীপতে! এই সর্ব্বোত্তমা ভক্তিরও উত্তমা ভক্তি আছে। তাহা অতি দুর্ল্লভ। "আমিই পরম বিষ্ণু, আমাতেই এই সর্ব্বজগৎ অবস্থিত" এইরূপ যিনি সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহার ভক্তিই উত্তমোত্তমা।

"হে রাজন্! উক্ত দশবিধ ভক্তিদ্বারাই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি হইতে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, হে ভূপাল! স্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সহ জনার্দ্দনে ভক্তি-উপহার পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করা উচিত; তাহা হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। নতুবা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তিতেই জীবিত থাকে, নারায়ণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না;—কেননা তিনি আচারেই পূজিত হইয়া থাকেন। আচারই সকল প্রকার আগমের প্রথম ও প্রধান বলিয়া পরিকথিত আছে। আচার হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে অচ্যুতকে লাভ করিতে পারা যায়।

"হে মহীশ্বর! তুমি যাহা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমস্তের উত্তর দিলাম; এক্ষণে আমার একান্ত

ইচ্ছা তুমি ধার্ম্মিক হইয়া সুখে পৃথিবী শাসন করিতে থাক; এবং অভেদজ্ঞানে হরিহরকে পূজা করিয়া ভগবানের সুপ্রসাদ ও সর্ব্বকামনার চরিতার্থতা লাভ কর।..বৎস! শিবই হরি এবং হরিই শিব। হরিহরে যে মূঢ় ভেদভাব আরোপ করে, সে কোটি কোটি কল্প নরকভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! তোমার পিতামহগণ মহাপাতকী ও আত্মঘাতক; কপিলকোপে বিদগ্ধ হইয়া তাহারা এক্ষণে নরকে বাস করিতেছে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সলিলসেকে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। গঙ্গার সুপবিত্র সৈকতভূমে জীবন ত্যাগ অথবা সৎকার লাভ করা যাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, যদি তাহার কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত অথবা ভস্ম বিষ্ণুপদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইলেও বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মরাজ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগীরথের সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও তপশ্চরণ করিবার অভিলাষে সচিবগণের হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া হিমগিরিতে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগীরথের গঙ্গানয়ন।

মুনিগণ পরম কৌতূহল সহকারে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহামুনে! মহীপতি ভগীরথ হিমগিরিতে উপস্থিত হইয়া কি কি করিলেন এবং কি উপায়েই বা লোকপাবনী সুরধুনীকে মর্ত্তলোকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইলেন ?

মুমুক্ষু ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! মহাত্মা ভগীরথ জটাচীর ধারণপূর্ব্বক হিমাদ্রি প্রদেশে যাইতে যাইতে গোদাবরী তটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান ভৃগুমুনির পবিত্র আশ্রম তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই পুণ্যময় তপোবন পরম রমণীয়। তাহা বিবিধ ফল ও কুসুম পাদপে পরিবৃত। তাহার কোথাও প্লক্ষ, যজ্ঞডম্বুর, শমী, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বিবিধ বিশাল মহীরুহ একত্র সঞ্জাত হইয়া শাখায় শাখায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ছায়ামণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও বা মালতী, যূথিকা, চম্পক প্রভৃতি নানাপ্রকার কুসুমতরু ফুল্ল ফুলজালে সুশোভিত হইয়া বিমল পরিমল বিতরণ করিতেছে; ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। শান্ত

মাতঙ্গ ও বরাহগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; চমরী শিশুগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে এবং কৃষ্ণসার মৃগগণ প্লক্ষ ও ইঙ্গুদী প্রভৃতি বৃক্ষতলে বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভূপতিত ফলসমূহ ভক্ষণ করিতেছে অথবা মুনিকন্যাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। কোথাও ছায়া-পাদপের নিবিড় পত্রাবলির মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক শুক, পিক ও সারিকা প্রভৃতি নানা কলকণ্ঠ বিহঙ্গ শ্রবণমোহন স্বরে আপন মনে গান করিতেছে, তাহার নিম্নস্থিত শাখার উপরিভাগে ময়ূর ময়ূরী পরম আনন্দ সহকারে পল্লব হইতে পল্লবান্তরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; দূরে আশ্রম-কুটির সম্মুখে শুদ্ধাচারিণী মুনিকন্যাগণ স্ব স্ব মনোনীত পাদপসমূহের আলবালবদ্ধ মূলদেশে ধীরে ধীরে সলিল সেচন করিতেছেন। পক্ষিকুলের নিবিড় কলরব অতিক্রম পূর্ব্বক ঋষিগণের উচ্চারিত বেদমন্ত্র শান্ত ও গম্ভীর রবে উদ্গীত হইয়া শান্তিময় তপোবনের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে।

মহাভাগ ভগীরথ সেই পরম মনোরম আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সসম্ভ্রমে মণ্ডপ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভগবান্ ভৃগু শিষ্যমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। হে দ্বিজকুল! সেই তপোনিধির তেজ সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত অধৃষ্য। সেই তেজঃপুঞ্জ পরমর্ষির চরণতলে বিধিবৎ প্রণত হইয়া রাজা কৃতার্থ হইলেন। মুনীন্দ্র যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর যথাকালে ভৃগুর নিকট আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া মহীপতি ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; সকল প্রকার শাস্ত্রই সম্যক্‌রূপ আপনার অধিগত হইয়াছে। এক্ষণে এ দাস আপনার নিকট কয়েকটি তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিতেছে; অনুগ্রহ করিয়া উত্তরদানে চরিতার্থ করুন। প্রভো! নারায়ণ মানবের প্রতি কিসে সন্তুষ্ট হয়েন? কিসে তাঁহার তুষ্টি উৎপাদন এবং সংসার সাগর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়? কিরূপ কর্ম্মেই বা তাঁহার পূজা করা উচিত, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভূপাল ভগীরথের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মুনিবর ভৃগু পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন,—"রাজন্! তোমার অভিলষিত বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, নতুবা স্বীয় পিতৃপিতামহদিগের উদ্ধারসাধনে কেন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ; বৎস! গঙ্গাসলিল স্পর্শ ও হরিনামাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যিনি আপনাকে ও আপনার বংশকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ। মানবগণের কি প্রকার কার্য্যে দেবদেব নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সত্য, শৌচ, সর্ব্ব জীবে সমান দয়া, হরিধ্যান ও সৎসঙ্গ এই কয়েকটী বিষয় পুণ্যার্জ্জনের প্রধান উপায়। অতএব বৎস! তুমি সত্য-

পরায়ণ ও অহিংসারত হইয়া সর্ব্বজীবের হিতানুষ্ঠানে ধৃতব্রত হও, দুর্জ্জন সংসর্গ বিষবৎ ত্যাগ করিয়া সাধুসমাগমে জীবন যাপন কর, অহোরাত্র বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা সনাতন বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজায় রত হও এবং অষ্টাক্ষর জপ করিতে থাক এই সকল পুণ্যকার্য্যে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে ;—তুমি পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবে।"

অনন্তর ভগীরথ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে তপোধন! সত্য কাহাকে বলে এবং অহিংসাই বা কিরূপ? কি প্রকারে সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারা যায়? শাস্ত্রমতে অনৃত কিরূপ এবং কাহারাই বা দুর্জ্জন? কিরূপ ব্যক্তিকে সাধু বলা যায়? পুণ্য কিদৃশ? কি প্রকারে বিষ্ণুর স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য? পূজা ও শান্তিই বা কিরূপ? এবং অষ্টাক্ষরই বা কাহাকে বলে? মুনিবর! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। পুত্রবৎসল! আমি আপনার পুত্রতুল্য, অতএব কৃপা করিয়া এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করুন।"

ভগীরথের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনীশ্বর ভৃগু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়; নতুবা এই সকল পবিত্র বিষয়ে তোমার বুভুৎসা জন্মিবে কেন? এক্ষণে তুমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমস্তের উত্তরদানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। রাজন্! ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের অবিরোধে এবং দেশ, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় যে যথার্থ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহাই সত্য। যে কার্য্যদ্বারা

কোন জীবজন্তুরই ক্লেশ জনিত না হয়, তাহা অহিংসা;—এই মঙ্গলময়ী বৃত্তি হইতে সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়তা হয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন তাহা দ্বারাই সর্ব্বলোকের মঙ্গল সাধন করিতে পারা যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া, বিবেকের পরামর্শ না লইয়া কেবল ইচ্ছার অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক যে বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তাহাই অনৃত;—অসত্য কথায় অমঙ্গল ভিন্ন কখনও মঙ্গল সাধিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ন্যায়ান্যায় বিচার পূর্ব্বক বেদমার্গের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সকল জীবের হিতানুষ্ঠানে সদা আসক্ত, তাঁহারাই শাস্ত্রানুসারে সাধু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা মূর্খ, যাহাদের মতি নিরন্তর কুমার্গগামিনী, তাহারাই দুর্জ্জন; এই নরাধমগণ সকল প্রকার কার্য্যের বহিষ্কৃত। যাহাতে নারায়ণের ও নিজের প্রীতি উৎপাদিত হয়, যাহাতে সাধু ব্যক্তিগণের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই পুণ্য; পুণ্যই জগতের প্রধান মঙ্গল। পুণ্যহীন ব্যক্তিদিগের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। নারায়ণের নাম স্মরণ করিবামাত্র হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব প্রীতি জন্মে,—মনে হইতে থাকে এই সমস্তই বিষ্ণুর, তিনিই সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে;—সেই প্রীতিই ভক্তি। এই ভক্তিই পূজার অগ্রদূতী,—পূজার সারসর্ব্বস্ব। বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়। তিনি অব্যয়, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, সনাতন;—এইরূপ যে অভেদপ্রদা ভক্তি, তাহাই পূজা। শত্রুমিত্রে সমান ভাব, সকল বিষয়েই বিনয় ও শীলতা এবং যদৃচ্ছা

লাভেই যে সন্তুষ্টি, তাহাই শান্তি। হে রাজন্! শান্তিই সমস্ত সুখের কারণ, মোহান্ধ মানব যতদিন না শান্তি লাভ করিতে পারে, ততদিন সে জীবনে কোন সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয় না। বৎস! এই সকল বিষয় হইতে তপসিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় এবং পাপী লোক সত্বর পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

"হে রাজেন্দ্র! ইতিপূর্ব্বে যে অষ্টাক্ষরের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি, তাহারও ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টাক্ষর একটী মহামন্ত্র;—ইহা জপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ইহা পুরুষার্থের একমাত্র সাধন। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়" বলিয়া জপ করিবে। সেই সময়ে তোমার মনোমধ্যে যেন ভগবানের ভক্তবৎসল মূর্ত্তি জাগরূক থাকে। সেই শঙ্খচক্রধর, শান্ত গম্ভীর, অথচ প্রফুল্ল বদন! বামে লোকমাতা ঈন্দিরা; সেই কিরীটকুণ্ডলধর, নানালঙ্কার-শোভিত; সেই কৌস্তভমালিকা শ্রীবৎসাঙ্কিত বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিয়া গলদেশে শোভমান; সেই পীতাম্বর কটিতটে পরিহিত;—সম্মুখে পদতলে সুরাসুর ও মুনিগণ প্রণত। বৎস! অনাদিনিধন, অনন্ত, অপরাজিত, ভক্তবৎসল মহা-বিষ্ণুর ঐ বরাভয়প্রদ লোকরঞ্জন মূর্ত্তি ধ্যান করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে সক্ষম হয়।

"রাজন্! তিনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা! তাঁহাকে ভজনা করিলে জীব সর্ব্বকামনার সাফল্য লাভ করিতে পারে। সেই

অন্তর্যামী, নিত্য, নিরঞ্জন, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের মহিমা শুনিতে যখন উৎসুক হইয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই পুণ্যবান্। যাও, বৎস, এক্ষণে আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক, তোমার তপ সুসিদ্ধ হউক; তুমি পরমানন্দ সহকারে যথেচ্ছ স্থানে গমন কর।”

মহর্ষি ভৃগুর উক্তরূপ আশীর্ব্বাদ লাভে পরম প্রীত হইয়া রাজা ভগীরথ হিমালয়প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং পরম পবিত্র ও মনোরম গঙ্গাতীরে নাদেশ্বর নামক পুণ্যক্ষেত্রে কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে লাগিলেন। কন্দমূলফল ও জীর্ণ-পত্র তাঁহার ভোজ্য হইল। তিনি যথাকালে অতিথিসেবা করিতেন। তিনি শান্ত, বিনয়ী, হোমপরায়ণ, সর্ব্বভূতের হিতসাধক ও নারায়ণভক্ত। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া তিনি ফল, পুষ্প, পত্র ও জলে নারায়ণের পূজা করিতেন। তাঁহার তপস্যার কঠোরতার সহিত ধৈর্য্য বাড়িতে লাগিল; কন্দমূলফলাদি ভোজন পূর্ব্বক দুরূহ তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ভগীরথ ক্রমে শুষ্ক পত্র সেবন করিতে লাগিলেন; তাহার পর কেবল জল; তাহার পর কেবল বায়ু,—তদন্তে প্রাণায়াম,—পরি-শেষে নিরুচ্ছ্বাসপর হইয়া সুদারুণ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহীপাল ভগীরথ এইরূপে ষষ্টি সহস্র বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নাসাপুট হইতে বিকট ধূম উদ্গত হইল। তদ্দর্শনে দেবতাগণ বিষম ভয়ে

আকুলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের ভয় হইতে লাগিল বুঝি ভগীরথ তাঁহাদের সকলের অধিকার লাভ করিবার আশায় সেই ভীষণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিদারুণ ভয়ে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারা অবশেষে জগন্নাথ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ক্ষীরাব্ধির উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন;—"জগদেকনাথ, শরণাগতপালক পরমেশ্বরের চরণতলে আমরা প্রণত হইলাম। যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি পরিপূর্ণ পরমেশ্বর; ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজোবৎ যিনি বিরাজ করেন; যাঁহার নাম স্মরণ করিবামাত্র মহা পাতকীরও সমস্ত পাপ প্রশমিত হইয়া যায়; পুরুষার্থসিদ্ধি লাভ করিবার আশায় সেই আদ্য পুরাণপুরুষ নারায়ণকে প্রণাম করি। যাঁহার তেজে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদি আলোকিত হইয়া থাকে; যাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধির অনুসারে সাগর ও নদনদীকুল তীর অতিক্রম করিতে পারে না; অনাদি অনন্তকাল যাঁহার আত্মাস্বরূপ; সেই ত্রিলোকনাথ পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন, এবং মহেশ্বররূপে সংহার করিতেছেন; সেই মুরারি মধুকৈটভারি জনার্দ্দনকে নমস্কার। যিনি স্বীয় ভক্তদিগের সঙ্কল্পের সিদ্ধিস্বরূপ; একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি অনাদি ও অনন্ত; জ্ঞানী মহাপুরুষদিগের পক্ষে যিনি আনন্দস্বরূপ; সেই সচ্চিৎ, সদানন্দ, আদিদেবকে নমস্কার। যিনি নিরাকার হইয়াও সাকার, রূপহীন হইয়াও সরূপ;

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই পীতাম্বর, পুরুষোত্তম নারায়ণকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞপ্রিয় ও যজ্ঞকর, যাঁহা ব্যতিরেকে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; সেই যজ্ঞাধিপতি যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার। হে প্রভো! হে জগন্নাথ, শরণাগতপালক! ভগীরথের কঠোর তপে শঙ্কিত হইয়া আমরা আপনার চরণতলে শরণ লইতে আসিয়াছি; ইষ্টদাতঃ! আমাদিগের দুঃখ দূর করুন।”

ইন্দ্রাদি দেবগণের এই করুণ স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহাবিষ্ণু তাঁহাদিগের নিকট রাজর্ষি ভগীরথের পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অভয়বরদানে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্খচক্রধর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রফুল্ল বরদ-বেশে ভগীরথের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। রাজর্ষি তখন পরমাত্মায় সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্ম সনাতনকে চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেবদেব নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন;—দেখিলেন পীতাম্বরধর, অতসীকুসুমবর্ণ, বিকচ কমললোচন নারায়ণ প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ভগবানের স্নিগ্ধ তেজঃপ্রভাবে দিগন্তর আলোকিত; জগৎ অনুপম স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ। তাঁহার শিরে কীরিট, শ্রবণে কুণ্ডল, গলে কৌস্তভ মালা, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তাঁহার দীর্ঘ বাহু; তাঁহার চরণযুগল বিকসিত পদ্মবৎ শোভমান; সুরনর তাপসগণ ভক্তিসহকারে সেই মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন।

বিশ্বরূপ জনার্দ্দনকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া ভগীরথ দণ্ডবৎ ভূমিতলে প্রণত হইলেন। তাঁহার হৃদয় অসীম আনন্দরসে আপ্লুত হইল; সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি নারায়ণের চরণতলে পতিত হইলেন এবং ভক্তিগদগদস্বরে কেবল বার বার "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" বলিতে লাগিলেন।

ভূতভাবন ভুবনপতি রাজর্ষি ভগীরথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগীরথকে সম্বোধন করিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, "ভগীরথ! মহাভাগ! সত্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; সত্বর তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ আমার ভবনে স্থান লাভ করিবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথাশক্তি আমার মূর্ত্ত্যন্তর শম্ভু মহেশ্বরকে পূজা কর; নিশ্চয়ই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সমস্ত অভিলাষ পূরণ করিবেন। দেখ, শিব সকলের মঙ্গল ও সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; আমিও প্রত্যহ সেই গিরিজা-পতি গিরিশের পূজা করিয়া থাকি। তিনি সকলের বন্দনীয়, সমস্ত দেবতার বরেণ্য। অতএব, বৎস, তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। সেই অনাদিনিধন, অপরাজিত পরমেশ্বরকে পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। তুমি পূজা করিলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন; নিশ্চয়ই তোমার মহা মঙ্গল সাধিত হইবে।" এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

তখন ভগীরথ ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া বিভ্রান্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলই তাঁহার স্বপ্নের ন্যায়

বোধ হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তৎকালে নানাপ্রকার চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন, "ইহা কি স্বপ্ন না সত্য?" আবার পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত করিলেন, "না স্বপ্ন কেন? সত্যই বোধ হইতেছে। এই যে জগদ্গুরু নারায়ণ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাকে নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া গেলেন; এখনও তাঁহার প্রফুল্ল বরদমূর্ত্তি আমার সম্মুখে যেন বিরাজ করিতেছেন।" তিনি আবার নয়ন নিমীলন করিয়া হৃদয়ে সেই সদানন্দকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু ভগীরথ কিছুতেই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে উচ্চ আকাশবাণী শ্রুত হইল "যাহা শুনিয়াছ, সমস্তই সত্য; তৎসমস্তই পালন কর; কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে।"

ভগীরথের সকল চিন্তা দূর হইল। তিনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সর্ব্বদেবতারূপ, লোক-কারণ ঈশানের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন; "হে জগন্নাথ! হে প্রণতার্ত্তিনাশন, প্রমাণাগোচর, প্রণবাত্মক ঈশান! আপনাকে নমস্কার। হে জগন্ময়! আপনিই স্রষ্টা, আপনিই পালক, আপনিই নাশক। হে ঊর্দ্ধরেতঃ! হে বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ! আপনার চরণে প্রণাম। হে অজ, অনন্ত, অব্যয়! আপনার আদি নাই,—মধ্য নাই,—অন্ত নাই। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যোগীন্দ্র ও

মুনীন্দ্রগণও আপনাকে চিনিতে পারে নাই; আমি অকিঞ্চন; আপনার যথাযোগ্য ভজনা কি করিব? হে লোকনাথ! নীলকণ্ঠ! পশুপতে! আপনাকে নমস্কার। হে চৈতন্যরূপ, প্রজানাথ, পতিতপাবন পরমেশ্বর! এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে রুদ্র, হে কন্দর্প, হে প্রচেতঃ, হে পিণাকহস্ত, সর্পভূষণ, ভূতনাথ! আপনাকে প্রণাম করি। করুণাময়! ভক্তবৎসল! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন।” এইরূপ নানাপ্রকার উপচার দ্বারা পরম ভক্ত ভগীরথ ভূতভাবন ভোলানাথের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব তাঁহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন। পুণ্যাত্মা ভগীরথ সম্মুখে ভগবানের সেই প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন;—দেখিলেন সেই পঞ্চমুখ, সেই রজতগিরিসন্নিভ মূর্ত্তি;—উন্নত ললাট-শেখরে উজ্জ্বল অর্দ্ধ চন্দ্র বিরাজমান; বিশাল বক্ষে অস্থিমালা; দশভূজে দশবিধ পদার্থ; পরিধানে গজচর্ম্ম; পদতলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করযোড়ে ধ্যানরত।

মহাদেবের এই আনন্দময় বেশ দেখিয়া ভগীরথ সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন। অসীম ভক্তি-রসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি অতুল আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কেবল “মহাদেব! মহাদেব!” বলিয়া চীৎকার করিয়া বার বার প্রভুর চরণ-তলে পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া শঙ্কর স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, “বৎস! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে

সুখে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে পুণ্যাত্মন্! তোমার কঠোর তপস্যা ও ভক্তিপূর্ণ স্তবে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি ইহলোকে অতুল সুখ-ভোগ করিয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিবে। এক্ষণে তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা অচিরে প্রদান করিতেছি।”

ভগবান ভূতনাথের এই মধুময় আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে প্রার্থনা করি-লেন, “হে দীননাথ, ভক্তবৎসল! যদি অনুগ্রহ করিয়া ভক্তকে বরদানে সম্মত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী লোকপাবনী গঙ্গাকে অর্পণ করিয়া আমার পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন।”

অনন্তর মহাদেব বলিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে গঙ্গা এবং তোমার পিতামহদিগকে পরমা গতি প্রদান করিলাম।” অমনি তিনি সেইস্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অমনি তাঁহার জটাজাল হইতে বিগলিত হইয়া ভগবতী গঙ্গা সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের অনুগমন করিলেন।

সেইদিন হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা ভাগীরথী নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। সগরের দুরাচার আত্মজগণ যেস্থলে মহর্ষি কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল, সুরধুনী সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের ভস্মরাশি তদীয় পবিত্র জলপ্রবাহে প্লাবিত হইবা-মাত্র তাহারা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

সগরসন্তানদিগকে পাপমুক্ত জানিয়া যমরাজ তাহাদিগকে প্রণাম ও বিধিবৎ অর্চ্চনা করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, "হে রাজকুমারগণ! নিজের কর্ম্মদোষে তোমরা এতদিন নিদারুণ নরকানল ভোগ করিলে; কিন্তু এক্ষণে সাধু ভগীরথের অসীম পুণ্যপ্রভাবে তোমাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইল; আজি তোমাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। ধন্য ভগীরথ;—ধন্য সগর-কুল। আজি তোমরা ধন্য হইলে। যাও, বৎসগণ! এক্ষণে সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ, চিরানন্দময় বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ কর।" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মরাজ সগরসন্তানদিগকে বিদায় দিলেন। রাজকুমারগণও শতকোটিকুলে সমাবৃত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

দ্বাদশী ও পূর্ণিমা ব্রত।

সূত বলিলেন, "হে ঋষিসত্তমগণ! যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠানে নারায়ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়, এক্ষণে তৎসমস্তের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতিমাসের শুক্লা দ্বাদশী অতি পবিত্র; ঐ তিথিতে

বিধিবৎ বিশ্বপতি নারায়ণের পূজা করিতে পারিলে মানব পরম তপ লাভ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

হে দ্বিজবর্গ! মার্গশীর্ষের সীত পক্ষে শুভ দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে মানব জলশায়ী অচ্যুতের অর্চ্চনা করিবে। সেই দিবস প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দন্তধাবন এবং শুক্ল বাস পরিধান করিয়া বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা যথাবিধানে নারায়ণের পূজা করিতে হয়। ইহার পর হোম; তদন্তে নারায়ণকে দুগ্ধে স্নাপিত করিবে, নানাপ্রকার নৈবেদ্য ভক্ষ্য, ভোজ্যাদি এবং গীতবাদ্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। শেষে সমস্ত রজনী শালগ্রাম সমীপে জাগরণ করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের ত্রিকাল পূজা করিয়া পরদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইবে এবং যথাবিধি প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পূর্ব্ববৎ শুদ্ধান্তঃকরণে মৎস্যরূপী কেশবের অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর ঘৃত ও নারিকেলজল মিশ্রিত সুস্বাদু পায়স প্রস্তুত করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত হইলে পর আপনি ভোজন করিতে বসিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়।

এইরূপ বিধি অনুসরণ পূর্ব্বক প্রতি মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে যথাবিধানে নারায়ণের পূজা করিলে মানব স্বীয়

অভীষ্টের সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহা হইতে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; সেই গত-পাপ পুরুষ এক বিংশতি কুলে সমাবৃত হইয়া চিন্ময়ানন্দময় বিষ্ণুভবনে স্থান লাভ করে।

হে মুনিগণ! এইরূপ আর একটী পুণ্যময় ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন। সেই ব্রতের নাম পূর্ণিমাব্রত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চতুর্ব্বর্ণের যোষিৎকুল এই পূর্ণিমাব্রত অনুষ্ঠান করিতে পারে। এই ব্রত পরম পবিত্র; ইহাতে সকল কামনা সিদ্ধ হয়, দুঃস্বপ্ন ও দুষ্টগ্রহ নিবারিত হইয়া থাকে এবং সমস্ত ব্রতের ফল লাভ করিতে পারা যায়। এক্ষণে আমি তাহার বিধান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মার্গশীর্ষ মাসের পবিত্র পূর্ণিমা দিবসে দন্তধাবন পূর্ব্বক যথাবিধানে স্নান করিয়া শুক্ল বসন ধারণ করিবে; তাহার পর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চ্চন সম্পাদন করিবে। দেবারাধন শেষ হইলে সঙ্কল্প পূর্ব্বক আসনাদি ও গন্ধ পুষ্প প্রভৃতিদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই সময় দেব সমীপে যেন পুরাণ পাঠ, এবং নৃত্যগীতবাদ্যাদি হইতে থাকে। ইহার পর দেবতার পুরোভাগে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একবার, দ্বিবার, অথবা ত্রিবার ভক্তি সহকারে যথাবিধি হোম করিবে। হোমান্তে বিধিবৎ শান্তিসূক্ত জপ করিতে হইবে। তাহার পর দেবতার নিকট আগমন করিয়া

পুনর্ব্বার পূজা করিবে। যথাবিধানে পূজা সমাপ্ত হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং তদন্তে স্বয়ং ভৃত্য ও আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে ভোজন করিতে বসিবে।

শাস্ত্রোক্ত বিধানে উপবাস পূর্ব্বক এইরূপে সম্বৎসর নারায়ণের পূজা করিয়া অবশেষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় ব্রত উদযাপন করিবে। তদ্বিধান এস্থলে বর্ণিত হইল। হে মুনিবর্গ! চতুরস্র পরিমিত একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বিবিধ পুষ্পমালা, বিতান, ধ্বজ, দীপ, কিঙ্কিনী, দর্পণ ও চামরাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে;—তাহার মধ্যে পঞ্চবর্ণময় সর্ব্বতোভদ্র বিরাজিত থাকিবে। তাহার পর একটী জলপূর্ণ কুম্ভ তদুপরি স্থাপন করিবে এবং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত বসনে সেই কলস আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা তাম্রে তাহা অলঙ্কৃত করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি তদুপরি স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর পঞ্চামৃতে ভগবানকে স্নাপিত করিয়া গন্ধপুষ্প এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিবে। দেবতা সম্মুখে রজনীযোগে জাগরণ কর্ত্তব্য; নতুবা অভীষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি ভগবানের পূজা করিয়া পুরোহিতকে যথাশক্তি দক্ষিণাসহ দেবপ্রতিমা প্রদান করিবে; তাহার পর সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। তখন ব্রত উদযাপিত হইবে। হে দ্বিজকুল! শাস্ত্রোক্ত বিধানে এই মহাপুণ্যপ্রদ পূর্ণিমাব্রত সমাপন করিতে পারিলে লোকে যোগিজনদুর্ল্লভ পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়।”

সপ্তদশ অধ্যায়।

ধ্বজারোপণ ব্রত এবং সুমতি রাজার উপাখ্যান।

সূত বলিলেন, "হে ঋষিকুল! আমি এক্ষণে আর একটী পুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সেই ব্রতের নাম ধ্বজারোপণ ব্রত। এই ব্রতের অনুষ্ঠান হইতে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সকল দুঃখ দূর হইয়া যায় এবং মানব দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। হে মুনিগণ! বিষ্ণুভবনে যে ব্যক্তি পতাকা রোপণ করেন, তিনি বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণেরও পূজ্য, অতএব তাঁহার মহা পুণ্যের কথা আর কি বলিব? গঙ্গাস্নান, তুলসীসেবা, শূন্য লিঙ্গপূজন, অথবা কুটুম্বকে রাশীকৃত ধনরত্ন প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র ধ্বজারোপণ হইতে সে মহাপুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

হে দ্বিজবর্গ! এই পুণ্যপ্রদ ব্রতে যে সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, আমি ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তের উল্লেখ করিতেছি। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী এই ব্রতচারণের প্রশস্ত দিবস। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশী দিনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যথাবিধানে দন্তধাবন ও স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বেশে নারায়ণের অগ্রে বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিশা যাপন করিবে। তাহার পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং স্নানাহ্নিকাদি সমাপন

করিয়া নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। তদন্তে ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের সহকারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হয়। শ্রাদ্ধবিধি সম্পন্ন হইলে বস্ত্রসংযুক্ত দুইটী ধ্বজস্তম্ভ গায়ত্রী জপ করিয়া প্রোক্ষণ করিবে। তাহার পর শুক্ল পুষ্প, হরিদ্রা, অক্ষত ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা সেই পতাকাপটে সূর্য্য, চন্দ্র ও বৈনতেয়কে এবং স্তম্ভগাত্রে বিধাতাকে পূজা করিতে হইবে। পূজার পর হোম এবং হোমান্তে রাত্রি-জাগরণ। তাহার পর প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য ক্রিয়াকলাপ সমাপন পূর্ব্বক গন্ধদ্রব্য ও কুসুমাদি দ্বারা পূর্ব্ববৎ দেবার্চ্চন করিবে। দেবারাধন শেষ হইলে সূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, এবং মনোহর নৃত্য, গীত বাদ্য সহকারে বিষ্ণুভবনে ধ্বজ লইয়া যাইতে হইবে।

হে বিপ্রকুল! দেবালয়ের দ্বারদেশে অথবা শিখরোপরি ধ্বজদণ্ড রোপণ করিতে হয়। পতাকার স্তম্ভ যেন সুদৃঢ় ও দেখিতে সুন্দর হয়। এইরূপে সুশোভন ধ্বজ দেবালয়ে স্থাপিত হইলে তাহা ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া এই স্তোত্র উচ্চারণ করিবেঃ—পুণ্ডরীকাক্ষ, বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, দেবদেব নারায়ণকে নমস্কার; যাঁহা কর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; যাঁহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; অন্তে যাঁহাতেই আবার সকলই লয়প্রাপ্ত হইবে; সেই জগন্ময় বিষ্ণুর শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি সুরগণও যাঁহার মহিমা বুঝিতে সক্ষম নহেন; যোগিগণ নিরন্তর যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন; সেই জ্ঞানরূপী জগদীশ্বরকে নমস্কার। স্বর্গ যাঁহার মূর্দ্ধা, অন্তরীক্ষ যাঁহার নাভী, পৃথিবী যাঁহার

পদতল; দশদিক যাঁহার শ্রোত্র এবং দিনকর ও শশাঙ্ক যাঁহার চক্ষু; যাঁহার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র সঞ্জাত হইয়াছিল; যাঁহার মন হইতে চন্দ্রমা, ও প্রাণ হইতে পবন উৎপন্ন হইয়াছে; সেই সর্ব্বেশ্বর শুদ্ধ, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নারায়ণকে নমস্কার। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত ও সূক্ষ্ম তন্মাত্র সমূহ যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, সেই সর্ব্বতোভুক্ পরব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার; তত্ত্বজ্ঞানী যোগীন্দ্রগণ যাঁহাকে সর্ব্ব কারণের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সেই নিরাকার, নির্বিকার অজ পুরাণ পুরুষকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; মায়ামুগ্ধ, মোহান্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিয়াও যিনি তাহাদিগের পক্ষে দূরস্থ; জ্ঞানীব্যক্তিগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পায়; সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সাধুব্যক্তিগণ যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই পরেশ, পরমানন্দ পরাৎপরতর পর-মেশ্বরকে নমস্কার। জগতের হিতার্থ নানা মূর্ত্তিতে যিনি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।”

এইরূপ স্তব করিয়া বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে এবং দক্ষিণা ও বসনাদি দান পূর্ব্বক পশ্চাৎ আচার্য্যকে আরাধনা করিয়া ভক্তিসহকারে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর পুত্র, মিত্র ও কলত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণের সহিত স্বয়ং পারণা করিবে।

হে বিপ্রকুল! যিনি ধ্বজারোপণরূপ এই পরম পবিত্র ব্রত উদযাপন করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে কি মহাপুণ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রবণ করুন। তৎস্থাপিত ধ্বজপট বায়ুভরে যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইবে। মহাপাতকীই হউক, আর সর্ব্বপাতকযুক্তই হউক, যদি বিষ্ণুমন্দিরে একবার ধ্বজ আরোপণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং সেই ধ্বজ বিষ্ণুগৃহে যতদিন বিরাজ করিবে, তত সহস্র যুগ সেই ব্যক্তি হরিস্বারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সক্ষম হইবে। যে মানব অপরের স্থাপিত ধ্বজদর্শনে আহ্লাদিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত পাতক হইতে সদ্য নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আহা! হরিভবনের দ্বারে অথবা শিরোদেশে থাকিয়া সেই পবিত্র পতাকা যখন মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে পট পট রবে আন্দোলিত হইতে থাকে; তখন নিমেষার্দ্ধমাত্রে সেই ধ্বজস্থাপকের সমস্ত পাপ অপনীত হইয়া যায়।

হে ঋষিসত্তমগণ! এই বিষয়ের একটী মনোরম উপাখ্যান বলিতেছি সমাহিত মনে সকলে শ্রবণ করুন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি নারদ এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কৃতযুগে পবিত্র সোমবংশে সুমতি নামে একজন পরম গুণবান্ নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, রূপবান্, সত্যসন্ধ, শুচি ও বিনয়ী; তিনি অতিথির পূজা করিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং নিত্য যথাকালে আতিথ্য সৎকার সমাপন করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। তিনি

পূজা করিতেন, মান্যের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন; সর্ব্বদা হরিকথা শুনিতেন, এবং হরিভক্তদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন। তিনি কৃতজ্ঞ, শান্ত, কীর্ত্তিপ্রিয়; সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী; এক কথায় তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন।

মহানুভব সুমতি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া পরম সুখে সেই সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সত্যমতি। সত্যমতি যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ গুণবতী। তিনি পতিপ্রাণা ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা। হে মুনিগণ! এই পরম পুণ্যাত্মা রাজদম্পতি জাতিস্মর হইয়া নিয়ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষুধিতকে অন্ন ও তৃষিতকে জল দান করিতেন এবং আপামর সাধারণের মঙ্গলার্থ সরোবর, তড়াগ কূপাদি ও মনোহর উদ্যান স্থাপন করিয়াছিলেন। মঞ্জুবাদিনী সতী সত্যমতি পবিত্রহৃদয়ে নিত্য নারায়ণের গৃহে নৃত্য করিতেন; ধার্ম্মিক সুমতিও প্রত্যেক শুক্ল দ্বাদশী দিবসে বিষ্ণুগৃহে বিস্তর মনোজ্ঞ ধ্বজ আরোপণ করিতেন। তাঁহাদিগের স্ত্রীপুরুষের যশে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এমন কি দেবতাগণও তাঁহাদিগের উভয়ের গুণ গান করিতেন।

সেই ত্রিলোকবিখ্যাত রাজদম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বিভাণ্ডক একদা বহু শিষ্যানুশিষ্যের সমভিব্যাহারে তদীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আগমন করিতে শুনিয়া মহানুভব সুমতি বিবিধ উপচার দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অভিলাষে সস্ত্রীক রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের

আনন্দের আর সীমা রহিল না। অতঃপর মহামুনি রাজার অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আতিথ্যসৎকারের সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। তপোনিধি বিভাণ্ডক স্বীয় শিষ্যবৃন্দের সহিত আনন্দে রাজার সৎকার স্বীকার করিলেন এবং পানভোজনাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা সুমতি মুনীন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "ভগবন্! আপনার পদার্পণে অদ্য আমি কৃতকৃত্য হইলাম, আমার জীবন সার্থক; রাজ্য পবিত্র হইল! প্রভো! পণ্ডিতগণ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের আগমনকে সুখের নিদান বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি মহাত্মা, মহানুভব ও প্রকৃত সাধু। ভবাদৃশ মহোদয়গণ যাহার প্রতি একবার সানুরাগ দৃষ্টি বিক্ষেপ করেন, তাহার সকল পাপ দূর হইয়া যায়, সকল আশা পূর্ণ হয়; সে ব্যক্তি ধনধান্য, পুত্রপৌত্র, তেজোবল ও কীর্ত্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাধু মহাত্মাদিগের করুণা ব্যতিরেকে কাহারও মঙ্গল সাধিত হয় না। এক্ষণে ঐ পবিত্র পাদপদ্মের পূতোদক আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমার সকল কামনা চরিতার্থ করুন।" এই বলিয়া ধার্ম্মিক সুমতি তেজোনিধি বিভাণ্ডকের পাদোদক পরমভক্তি সহকারে স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন এবং আনন্দ গদগদভাবে বলিতে লাগিলেন,

"হে ব্রহ্মন্! এই পাদাম্বু শিরে ধারণ করিয়া আজি আমি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করিলাম। প্রভো! এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে এ দাসের ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। আপনি আমার শাসক ও আদেশ-কর্ত্তা; আমার পুত্র কলত্র ও সমস্ত ধনসম্পতি আপনারই চরণতলে সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব আদেশ করুন।"

বিনয়াবনত নরপতির সুমধুর বাক্যে পরম আহ্লাদিত হইয়া মহর্ষি বিভাণ্ডক তাঁহার অঙ্গে হস্তাবর্ত্তন পূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন, "রাজন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার উচ্চ কুলেরই যোগ্য বটে। বৎস! বিনয় একটী মহৎ গুণ; ইহাতে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। বিনয়ী ব্যক্তি নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। বলিতে কি, বিনয় হইতে সর্ব্বপ্রকার সুমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। হে ভূপাল! তোমার বিনয়, শীলতা ও সদাচার দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল বর্দ্ধিত হউক। এক্ষণে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে;—রাজন্! হরির প্রীতিলাভার্থ শাস্ত্রমতে বহুবিধ অর্হন আছে; কিন্তু তোমাদের স্ত্রীপুরুষের বিষ্ণু-সেবায় একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাই; তুমি প্রত্যহ ধ্বজারোপণ কর এবং তোমার সাধ্বী পত্নী দেবালয়ে নিত্য নৃত্য করিয়া থাকেন; ইহার কারণ কি?"

মহর্ষি বিভাণ্ডকের এই বিচিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহীপতি সুমতি আনন্দিত হইলেন এবং সবিনয়ে বলিতে

আরম্ভ করিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহার পরিপালনে আমি প্রবৃত্ত হইলাম; অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। হে মুনে। আমাদের স্ত্রীপুরুষের চরিত অতি বিস্ময়কর। প্রভো! পুরাকালে আমি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মালী নাম ধারণ করিয়াছিলাম। আমি পরদ্রব্য অপহরণ করিতাম, প্রাণপণে পরের অনিষ্টসাধনে ব্যস্ত থাকিতাম, এবং নিত্য কুকর্ম্মে রত থাকিয়া ধর্ম্মের অবমান করিতাম। আমি ঘোর ক্রূর ও পাষণ্ড ছিলাম। সদা দুরাচার ব্যক্তিদিগের সহবাসে কাল যাপন করিতাম এবং সুরাপান ও বেশ্যাভিগমন করিয়া সর্ব্বদা পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিতাম। ভগবন্! বলিতে ঘৃণা হয়, আমি নিরীহ বিপ্রকুলেরও সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না! আমার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে তিরস্কার করিতেন, ভৎর্সনা করিতেন, প্রহার করিতেন, বাটী হইতে দূর করিয়া দিতেন; তাহাতেও আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইত না; তাহাতেও আমি নিজ দুরবস্থা বুঝিতে পারিতাম না। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। পিতৃগৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু হতভাগ্যকে কেহই আশ্রয় দিল না। ক্ষোভে—দুঃখে বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তথায় একাকী বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতাম এবং মৃগমাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতাম।

"এইরূপ সুখে—দুঃখে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদা নৈদাঘ সূর্য্যের প্রখর তাপে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত

হইয়া বনমার্গে আহার ও জলের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী জীর্ণ দেবালয় দেখিতে পাইলাম। তাহার পার্শ্বে একটী বৃহৎ সরোবর। হংস কারণ্ডবাদি বিবিধ জলচর পক্ষী সেই সরসিজলে খেলা করিতেছিল; তাহার তীরভূমি অসংখ্য বনপাদপ ও নিবিড় লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত। হে মুনীশ্বর! তৎকালে অপর খাদ্য না পাওয়াতে সেই সরোবরের মধ্যস্থিত মৃণালমূল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম এবং তাহার সুশীতল জলপানে সুস্থ হইয়া তীরভূমে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

"কিছুক্ষণের মধ্যে একটু সুস্থ হইয়া আবার নিজ অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম। নিবিড় বিজন অরণ্য; জনমানবের সমাগম নাই; হায়, নিরাশ্রয় হইলাম! কোথায় যাইব? কাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিব? অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সেই জীর্ণ দেবালয়েই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম; এবং তৃণ, পত্র ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক পার্শ্বে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। মুনিবর! তথায় জনমানবেরও সমাগম ছিল না;—আমি একাকী। বিশাল অরণ্য, অসংখ্য বনবৃক্ষ; সকলই আমার হইল। আমি একাকী সেই বিস্তৃত গভীর বনমধ্যে বাস করিয়া দেবালয় পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। ব্যাধবৃত্তি ব্যতীত তৎকালে আমার আর কিছু জীবিকা রহিল না। আমি প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতাম এবং বরাহ ও মৃগাদি হত্যা করিয়া দিনান্তে আবার ফিরিয়া আসিতাম।

"এইরূপে বিংশতি বৎসর অতীত হইল। অনন্তর একদা আমি দেবালয়ে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ; শরীর নিতান্ত শীর্ণ; পরিধানের বস্ত্রখানিও ছিন্নভিন্ন; দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই। বিংশতি বৎসর মানবের মুখ দেখি নাই; সুতরাং সেই অভ্যাগত রমণীকে দেখিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম; সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; প্রত্যুত্তরে যাহা জানিলাম, তাহাতে তৎপ্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। তাহার নাম কোকিলিনী; সে নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; বিন্ধ্যদেশ তাহার জন্মভূমি। তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে,—কেহই তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই। অগত্যা কোকিলিনী লোকালয় ছাড়িয়া বনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। পথশ্রমে সে ঘোরতর ক্লান্ত; দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় তাহার শরীর অবসন্ন, কণ্ঠ বিশুষ্ক; তাহার উপর আবার কঠোর অন্তস্তাপে তাহার মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত। আহা! তাহাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দয়া হইল। যথাসাধ্য মাংস, বনফল ও জল দিয়া আমি তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলাম।

"এইরূপে শ্রান্তি দূর করিয়া সেই শোকার্ত্তা নিষাদ-কন্যা আমাকে নিজ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। হে মহামুনে! তাহা অতি শোচনীয়। কোকিলিনী অতি ক্রূরা, নিষ্ঠুরা ও রূঢ়ভাষিণী। সে সর্ব্বদা পরস্ব হরণ

করিত; যাহাকে তাহাকে কঠোর কথা বলিত; সকলের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। সে এতদূর পাপিষ্ঠা যে, নিজ স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল! সেই জন্য তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। হতভাগিনী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

"কোকিলিনী ও আমার অবস্থা একরূপ, ভাগ্য একরূপ, পরিণাম একরূপ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে দৃঢ় একতা স্থাপিত হইল; উভয়ে দম্পতিরূপে সেই দেবালয়ে কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। ক্রমে আমাদের সৌভাগ্যগগন পরিষ্কৃত হইয়া আসিল,— আমাদের স্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। একদা রজনীযোগে আমরা উভয়ে বিকট মদিরা পান করিয়া ঘোর উন্মত্ত হইলাম; আমাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; বিবেক তিরোহিত হইয়া গেল; স্ব স্ব বস্ত্র দণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক ধ্বজবৎ নিজ নিজ হস্তে উদ্যত করিয়া সেই দেবালয়ে উভয়েই উৎকট আনন্দ সহকারে উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলাম। সেই সময়েই হঠাৎ আমাদিগের মৃত্যু হয়। অমনি ভীমদর্শন যমদূতগণ ভয়ঙ্কর পাশহস্তে আমাদিগকে লইতে আসিল;—কিন্তু তাহারা পারিল না; ভগবান মধুসূদন তাহাদের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য স্বীয় দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন। সে বিবরণ অতি মনোহর।

"হে তপোধন! সেই ভীষণাকার যমকিঙ্করগণ বিকট দশন বিকাশ পূর্ব্বক হৃদয়স্তম্ভন হাস্য করিয়া আমাদিগকে কঠোর পাশে বদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে

দূরে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রুত হইল; চারিদিক যেন এক স্নিগ্ধ বিমল আলোকে বিভাসিত হইল; অমনি নিষ্ঠুর শমনদূতগণের হস্ত হইতে পাশ স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল; তাহারা স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। দেখিতে দেখিতে সেই আলোক উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে হরিনাম অধিকতর নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। অবশেষে হরিদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের জ্যোতি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, অথচ শান্ত, কোমল ও নয়নস্নিগ্ধকর। ভগবানের ন্যায় তাঁহাদিগের হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিরাজিত। তাঁহারা মধুরভাষী, কৃপালু ও অনুগ্রহবান। বাস্তবিক, তাঁহাদিগকে দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

"সেই শান্ত-স্বভাব দেবদূতগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভীমাকৃতি যমদূতগণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'রে ক্রূর দুরাচারগণ! নিবৃত্ত হও—নিবৃত্ত হও! হরিভক্ত এই নিষ্পাপ দম্পতির অঙ্গ কদাপি স্পর্শ করিও না। মূঢ়গণ! তোমাদের বিবেক কি একবারে লোপ পাইয়াছে? তোমরা কি জাননা যে, বিবেকই ত্রিভুবনে সম্পদের আদি কারণ এবং অবিবেকিতা সকল অনিষ্টের নিদান? যে ব্যক্তি অপাপকে পাপ, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং ন্যায়কে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই নরাধম; কিন্তু যে মূঢ় পাপকে অপাপ বলিয়া স্বীকার করে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দেয় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া সমর্থন করিতে যায়, সে নরাধমেরও অধম।'"

দেবদূতগণের এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে যমকিঙ্করগণ উত্তর করিল, "তোমরা ঠিক বলিয়াছ, ইহারা উভয়েই ঘোর পাতকী; পাপিগণ দণ্ড পাইয়া থাকে, সুতরাং আমরা ইহাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইব। ধর্ম্ম বেদবিধানের সারভূত; অধর্ম্ম তাহার বিপরীত; এই দুরাচারদ্বয় জীবনে কখনও ধর্ম্মকর্ম্ম করে নাই; সুতরাং ইহাদিগকে আমরা নরকে নিক্ষেপ করিব।"

শমনকিঙ্করগণের এই কঠোর বাক্য শ্রবণে করুণাময় দেবদূতগণ যারপর নাই কুপিত হইলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে বিকট আলোক নির্গত হইল; সেই জ্যোতিতে দিগন্তর পর্য্যন্ত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভীমগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—'অহো কষ্ট! রে মূঢ়গণ! তোদের কি ধর্ম্মজ্ঞান কিছুমাত্র নাই? পূর্ব্বজীবনে কত মহাপাপ করিয়াছিলি, তাই তোরা নরকের অধ্যক্ষ হইয়াছিস্! ইহা দেখিয়াও কি তোদের জ্ঞান হয় না; এত কষ্ট সহ্য করিয়াও কি তোদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না? লোকে পাপকর্ম্ম করিলে আবার কালক্রমে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তোরা নিজ নিজ পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন পাতকরাশিকে বর্দ্ধিত করিতেছিস্! হায়! কবে তোদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে? পরিত্যাগ কর্—পরিত্যাগ কর্! আর কত পাপ করিবি? রে নিষ্ঠুরগণ! ধর্ম্ম যে বেদশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু রে অজ্ঞান! তোমরা জাননা।

ইহারা দুই জনেই পরম ধার্ম্মিক। ইহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি,—শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ইহারা পাপ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে বিবিধ প্রকারে নারায়ণের শুশ্রূষা করিয়া সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহারা নিত্য দেবালয়ে অনুলেপন করিত; শেষে অদ্য অন্তিমকালে বিষ্ণুগৃহে ধ্বজরোপণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিল; সেইজন্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। অতএব, অবিলম্বে ইহাদিগকে ত্যাগ কর। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ মহাপাতকীদিগকে যদি একবার করুণানয়নে অবলোকন করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের সমস্ত পাপ মুহূর্ত্তমধ্যে অপনীত হইয়া যায়; তখন সেই বিগতপাপ ব্যক্তিগণ পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। এমন কি যাহারা যতি ও বিষ্ণুভক্তদিগের শুশ্রূষা করে, তাহারাও যদি পাপীর প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করে, তাহা হইলেও পাতকী নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মুহূর্ত্ত অথবা মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থিতি করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তবে ভাবিয়া দেখ যাহারা নারায়ণের শুশ্রূষা করে, তাহারা কত পুণ্যবান। ইহারা স্ত্রীপুরুষে দেবমন্দিরে প্রত্যহ উপলেপন করিত, তাহা ধৌত ও মার্জ্জন করিত, দীপ দিত; তবে ইহারা কেননা পুণ্যবান্ হইবে;—কেননা নারায়ণের চরণতলে স্থান লাভ করিবে ?'

"এই কথা বলিয়া দেবদূতগণ আমাদের পাশ ছেদন করিয়া দিলেন এবং আমাদের উভয়কেই দিব্য বিমানে স্থাপন করিয়া নারায়ণের চরণতলে লইয়া গেলেন।

বিষ্ণুলোকে নীত হইয়া আমরা সহস্রকোটি ও শতকোটি যুগ পরম সুখ ভোগ করিলাম; তাহার পর ব্রহ্মলোকে আসিয়া তাবৎকাল রহিলাম; তদন্তে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম;—পরিশেষে পৃথিবীতে আসিয়া রাজপদ ভোগ করিতেছি। মুনিবর! করুণাময় নারায়ণের প্রসাদে আজি আমি বিপুল ধন ও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। ভগবানের কাছে আমি কখনও এত ধনরত্ন প্রার্থনা করি নাই, তথাপি তিনি আমাকে দিয়াছেন। এক্ষণে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, অকপট ভক্তির সহিত যথাবিধানে সম্যক্ নারায়ণের পূজা করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিব। ভগবন্! অজ্ঞান ও অবশ অবস্থায় সামান্য পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যখন এই বিপুল ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যথাযোগ্য বিধানে তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিলে কি সাফল্য লাভ করিতে পারিব না?”

এই কথা বলিয়া পরম ধার্ম্মিক নরপতি সুমতি নিরস্ত হইলেন। মহর্ষি বিভাণ্ডকও তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ দান পূর্ব্বক স্বীয় তপোবনে প্রতিগমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হরিপঞ্চক ব্রত।

হে মুনিগণ! আর একটী পরম পুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি; সেই ব্রত হরিপঞ্চক নামে প্রসিদ্ধ। সেই ব্রতের অনুষ্ঠান সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকল বর্ণের নর নারীই তাহা অবলম্বন করিতে পারে। হে বিপ্রবর্গ! সেই হরিপঞ্চক ব্রত পুরুষার্থ ও চতুর্ব্বর্গ ফললাভের একটী প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি সেই ব্রত উদযাপন করিতে পারে, তাহার সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়;—সে সমস্ত ব্রতের ফল লাভ করে।

মার্গশীর্ষের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে নিযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবে, তাহার পর যথাবিহিত বিধান অনুসারে দেব পূজা এবং পঞ্চ মহাধ্বর * সম্পাদন করিয়া ব্রতী হইবে। তাহার পর একাদশীতে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধানে স্নাম করিয়া গৃহে হরিকে অর্চ্চনা করিতে বসিবে। পঞ্চামৃতবিধানে দেবদেব নারায়ণকে স্নাপিত করিয়া পরম ভক্তি সহকারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল ও সুদক্ষিণা

---

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥
গরুড়-পুরাণ।

প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে এবং বক্ষ্যমান মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাতে উপবাস সমর্পণ করিবে;—"হে কেশব! হে জগৎস্বামিন্! আপনার আদেশক্রমে অদ্য হইতে পঞ্চরাত্র নিরাহার হইলাম; প্রভো! আমার অভীষ্ট সফল করুন।" সেই দিন রাত্রি-জাগরণ কর্ত্তব্য।

এইরূপে দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমার দিন জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রতী পরম ভক্তি সহকারে জগন্নাথ অচ্যুতের অর্চ্চনা করিবে। দশমী হইতে পঞ্চ দিবস পঞ্চামৃত দ্বারা সামান্যরূপ পূজা করিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু পূর্ণিমা দিবসে বিষ্ণুকে ক্ষীরে স্নাপিত করিয়া যথাশক্তি তিল হোম ও তিল দান কর্ত্তব্য। অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে স্বাশ্রোমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পূর্ব্বক পঞ্চগব্য আহরণ করিয়া বিষ্ণুকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে; তদন্তে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে; যদি তেমন ক্ষমতা ও বিভব থাকে তাহা হইলে দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে; পশ্চাৎ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মৌনী হইয়া ভোজন করিবে।

এইরূপে পৌষ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে উক্ত পঞ্চ তিথিতে বর্ণিত বিধানানুসারে ব্রত পালন করিতে হইবে। সম্বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে শেষে পুনর্ব্বার অগ্রহায়ণ মাসে ব্রত উদযাপন করিবে। একাদশী দিবসে পূর্ব্ববৎ উপবাসী থাকিবে; দ্বাদশীতে পঞ্চগব্য প্রয়োগ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা

যথাবিধানে নারায়ণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে উপহার দিবে। মধুমিশ্রিত ও ঘৃতযুক্ত পায়স, সুরভি ফলশোভিত পূর্ণকুম্ভকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া সুদক্ষিণাসহ কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সেই সময়ে বক্ষ্যমানরূপে নারায়ণের স্তব করিতে হইবে; "হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বদেবেশ, সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন! হে মাধব! মৎপ্রদত্ত পরমান্ন গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হউন। হে নারায়ণ! হে জগত্ত্রাণপরায়ণ! আপনাকে নমস্কার। করুণাসিন্ধো! মৎপ্রদত্ত কুম্ভোদক স্বীকার করিয়া প্রীত হউন।"

উপায়ন প্রদান করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং স্বয়ং স্ববন্ধুসহ বাগ্‌যতভাবে ভোজন করিতে বসিবে।

হে ঋষিসত্তমগণ! যিনি এই পুণ্যপ্রদ হরিপঞ্চক ব্রত সমাপন করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা পরম মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই পবিত্রতম ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিজবর্গ! এই ব্রত সমস্ত পাপকান্তারের পক্ষে জ্বলন্ত দাবানল তুল্য। সহস্রকোটি গোদান করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, এই হরিপঞ্চক ব্রতের একটী উপবাস হইতে তাহা লব্ধ হইয়া থাকে। নারায়ণে ভক্তি সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি অবহিতমনে এই ব্রতকথা শ্রবণ করে, সে কোটি ঘোরতর উপপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

একোনবিংশ অধ্যায়।

মাসোপবাস ব্রত।

হে মুনিগণ! আর একটী মহাপুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, সমাহিতমনে সকলে শ্রবণ করুন। সেই ব্রতের নাম মাসোপবাস ব্রত। পাপী এই ব্রত-পালন দ্বারা সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে মাসোপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাদের অন্যতম যে কোন একটী মাসের শুক্ল দশমী দিবসের প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিয়া নিযতেন্দ্রিয় ভাবে নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চ্চন করিবে। তাহার পর একাদশীতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চগব্য প্রাশন করিয়া বিষ্ণুসমীপে কুশাসনে অথবা মৃৎশয়নে নিদ্রা যাইবে। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া নিযতেন্দ্রিয় ভাবে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং তাহার পর বক্ষ্যমান স্বস্তিবচন উচ্চারণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। "হে কেশব! অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাস অনাহারে থাকিব; হে দেবদেব! তাহার পর আপনার আজ্ঞানুসারে মাসান্তে পারণ করিব। হে তপোরূপ! হে তপঃফলদায়িন্! আপনাকে নমস্কার; আমার অভীষ্ট ফল দান করুন, সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ করুন।"

এইরূপে দেবদেব বিষ্ণুর মঙ্গলময় ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমাগত একমাস কাল হরিমন্দিরে বাস করিবে, প্রত্যহ নারায়ণকে পঞ্চামৃতে স্নাপিত করিবে, প্রত্যহ ধূপদীপ ও গুগ্গুল জ্বালিয়া দিবে; অপামার্গের শাখায় দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিয়া কেশবাদি নামে বিষ্ণুর তর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে একমাস কাল উপবাস করিয়া ব্রতী তদন্তে স্নানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে; তাহার পর ভক্তিসহকারে যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে, তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে;—পরে প্রযতেন্দ্রিয় হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

মাসোপবাস নামধেয় ব্রত এইরূপে সমাপন করিয়া বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহকারে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া এবং তাঁহাদিগকে গো, বস্ত্র ও নানা আভরণ প্রদান করিবে।

হে দ্বিজগণ! একটীমাত্র মাসোপবাস ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্রতী বাজপেয় ফল, দুইটীতে পৌণ্ডরিক ফল, তিনটীতে মাসযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল, চারিটীতে অষ্ট অগ্নিষ্টোমের ফল, পাঁচটীতে তাহার দ্বিগুণ, ছয়টীতে অষ্ট জ্যোতিষ্টোমের ফল, সাতটীতে অষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, আটটীতে নরমেধ যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল, নয়টীতে গোমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, দশটীতে ব্রহ্মমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, একাদশটীতে সর্ব্ব-যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ও নারায়ণের সালোক্য, দ্বাদশটীতে হরিস্বারূপ্য এবং ত্রয়োদশটীতে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়।

হে মুনিবর্গ! যাঁহারা মাসোপবাস ব্রত পালন করেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যতি, ব্রহ্মচারী, অবীরা,—বিশেষতঃ বনবাসীদিগের এই পুণ্যপ্রদ মাসোপবাস ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। চতুর্ব্বর্ণের নরনারীগণ এবং কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু,—এমন কি অদ্বৈতজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণও এই ব্রত পালন করিলে যোগীগণের দুর্ল্লভ মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই পবিত্র ব্রত কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

বিংশ অধ্যায়।

একাদশী ব্রত ও ভদ্রশীল মুনির উপাখ্যান।

হে মহর্ষিমণ্ডল! এক্ষণে আমি একাদশী ব্রতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা একটী অতি পবিত্র ও অতি প্রসিদ্ধ ব্রত। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কেহ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া একাদশী ব্রত পালন করিবে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বকামনার সাফল্য লাভ

করিতে সক্ষম হইবে। চতুর্ব্বর্ণের যোষিৎগণেরও ইহা পালন করা কর্ত্তব্য।

হে মুনিবৃন্দ! কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ, কোন পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করিতে নাই,—করিলে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে। এই মোক্ষপ্রদ মহাব্রত পালন করিতে হইলে দশমী দিবসে একবারমাত্র স্বকৃৎ ভোজন, একাদশীতে অনশন এবং দ্বাদশীতেও একবারমাত্র স্বকৃৎ ভোজন কর্ত্তব্য; নতুবা ব্রত সম্যক্ সাধিত হইবে না। যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই সকল প্রকার পাপ ভোগ করিতে ইচ্ছুক; কেননা একাদশীতে অন্নগ্রহণ একটী মহাপাপ। লোকে বরং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিলে মুক্তিলাভের কিছুমাত্র উপায় নাই। যে ব্যক্তি মহাপাতকী; জগতে যত প্রকার পাপ আছে, যে ব্যক্তি তৎসমস্তেই কলঙ্কিত হইয়াছে; সেই নরাধমও যদি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একাদশীতে উপবাস করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ নিবারিত হয়, সে বিগতপাপদেহে পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

হে ঋষিকুল! একাদশী একটী মহাপুণ্যময়ী তিথি;—বিশেষতঃ ইহা বিষ্ণুর প্রিয়করী। সেইজন্য এই সংসারসাগর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত বিপ্রদিগের ইহা সর্ব্বথা পালন করা কর্ত্তব্য। দশমীতে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া যথাবিধানে স্নান করিবে; তাহার

পর নিযতেন্দ্রিয় হইয়া বিধিবৎ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। সেই দিবসেই যদি একাদশী পতিত হয়, তাহা হইলে নারায়ণের সম্মুখে সমস্ত রজনী শয়ন করিয়া থাকিবে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করিবে; এবং তৎকালে এই বলিয়া স্তব করিতে হইবে যে, "হে অচ্যুত, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! একাদশীতে সমস্ত দিবস নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে ভোজন করিব; আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন।" ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবদেব চক্রীর চরণতলে উপবাস সমর্পণ করিবে। সে দিবস রজনীতে নিদ্রা যাইতে নাই; সমস্ত রাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, অথবা পুরাণাদি শ্রবণ পূর্ব্বক জাগিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে ব্রতী স্বয়ং নারায়ণকে দুগ্ধে স্নাপিত করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। তৎকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য;—"হে কেশব! হে জগন্নাথ! আমি অজ্ঞানান্ধ, অকিঞ্চন। আপনার সুপ্রসাদ লাভ করিবার নিমিত্ত এই একাদশী ব্রত পালন করিলাম, এক্ষণে দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করুন।" হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! দেবদেব নারায়ণের চরণে উক্তরূপে মনোভাব নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে; তাঁহা-দিগকে দক্ষিণা দিতে হইবে; শেষে স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের সমভিব্যাহারে বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।

উক্ত বিধানানুসারে যে ব্যক্তি পুণ্যপ্রদ পরম পবিত্র একাদশী ব্রত পালন করিবেন, তিনি অন্তে বিষ্ণুভবনে স্থান

লাভ করিতে সক্ষম হইবেন ; আর তাঁহাকে সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না। উপোষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি চণ্ডাল ও পতিত লোককে সামান্য কথাদ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না ; এবং নাস্তিক মর্য্যাদাহীন, নিন্দক, ক্রূর, বৃষলীপোষক, বৃষলীপতি, অযাজ্যযাজক, কুণ্ড ও দেবলের অন্নভোজী, ভৈষজ্যকারক, পরান্নলোলুপ ও পরস্ত্রীরত ব্যক্তিদিগের সহিত অণুমাত্রও আলাপ করিবে না। এই উৎকৃস্ট বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া একাদশী ব্রতপালন করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। হে মুনিগণ! যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, মাতার তুল্য গুরু নাই, বিষ্ণুর তুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতপ নাই। যেমন বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই, চক্ষুর ন্যায় জ্যোতি নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই। যেমন ক্ষমার তুল্য খ্যাতি নাই, কীর্ত্তির ন্যায় বল নাই, জ্ঞানের তুল্য লাভ নাই, সেইরূপ অনশনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ কিছুই নাই।

হে ঋষিমণ্ডল! উদাহরণস্বরূপ এস্থলে একটী পুরাতন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা অবিহিত মনে শ্রবণ করুন। পুরাকালে পবিত্র নর্ম্মদাতীরে গালব নামে এক শান্ত, দান্ত সত্যপরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক তপোনিধি বাস করিতেন। সেই নর্ম্মদাতীর অতি মনোরম; তাহা নানাপ্রকার কুসুম ও ফলবৃক্ষে সুশোভিত; শান্তস্বভাব নিরীহ মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত; সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরীগণ তাহাতে বাস করিত;

সেই কানন নানাপ্রকার কন্দমূলফলে পরিপূর্ণ; পরমধার্ম্মিক মুনিগণ তন্মধ্যে বাস করিতেন।

হে মুনিগণ! মহর্ষি গালব সেই পরম মনোহর তপোবনে নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ভদ্রশীল নামে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হইলেন। ভদ্রশীল জাতিস্মর ছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন। বাল্যসখাগণের সহিত লীলাচ্ছলে তিনি মৃত্তিকায় বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। ভদ্রশীলের সহচরগণ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া হরিগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পূজায় নিরত থাকিত। বালক ভদ্রশীল সেই মৃণ্ময় বিষ্ণুর সমীপে প্রণত হইয়া বারবার বলিতেন "সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক।" মুহূর্ত্তেই হউক, অথবা মুহূর্ত্তার্দ্ধই হউক, একাদশীর সঙ্কল্প করিয়া তিনি বিষ্ণুকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেন।

শিশু পুত্রের উক্তরূপ আচরণ দেখিয়া মহর্ষি গালব যারপর নাই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ভদ্রশীল! তুমি যথার্থই ভদ্রশীল। তোমার সদাচরণ দেখিয়া আমার দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। তোমার এই মঙ্গলময় চরিত্র যোগিগণেরও দুর্ল্লভ। বৎস! আমি প্রত্যহই দেখিতে পাই তুমি নিত্য হরি পূজা কর, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠান কর, একাদশীব্রত পালন কর; তুমি শান্ত, নির্ম্মম ও নির্দ্বন্দ্ব। এত অল্প বয়সে এ সকল সদ্গুণ তুমি

কোথায় পাইলে? সুকুমার শৈশবে এ পরমা বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে জন্মিল? এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।”

পিতার বাক্যশ্রবণে ভদ্রশীল অতিশয় আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে বলিলেন, “তাত! হে মহাভাগ! পূর্ব্বজন্মে আমি যাহা কিছু করিয়াছি, সমস্তই আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে। সে বিবরণ অতি মনোহর। ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আমি তৎসমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।”

এই কথা শুনিয়া গালব যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস! পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে? যম তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?”

সুকুমারমতি ভদ্রশীল অকপট ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন “হে তাত! পুরাকালে আমি সোমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের অনুশাসনে বর্ষকীর্ত্তি নাম ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্বসমেত শতসহস্র বৎসর কৃৎস্না বসুন্ধরাকে শাসন করিয়াছিলাম। সেই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মৎকর্ত্তৃক বহুবিধ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমি সর্ব্বদা পাষণ্ডদিগের সঙ্গে থাকিতাম; সেই জন্য স্বয়ং পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছিলাম;—তাহাতে আমার পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পিতঃ! এইরূপে আমি নিতান্ত পাপী হইয়া পড়িলাম; পাষণ্ডদিগের পরামর্শক্রমে বেদমার্গ ত্যাগ করিয়া সকল যজ্ঞ নষ্ট করিলাম, নানাপ্রকার অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি দেশের রাজা।

স্বয়ং রাজা দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলে তাহার প্রজাগণও দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে। আমি নানা দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে আমার প্রজাগণও সদা দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের অনুষ্ঠিত পাপরাশির ষষ্ঠাংশ আমার পাপরাশিতে যুক্ত হইয়া পাপভার বৃদ্ধি করিয়া তুলিল।

'হে তাত! এইরূপে নানাপ্রকার অধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে একদা আমার মৃগয়ায় অভিলাষ জন্মিল। অচিরে মৃগয়ার উদ্যোগ হইল; অসংখ্য সৈন্য ও সামন্ত সজ্জিত হইয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। আমি তাহাদিগের সমভিব্যাহারে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলাম এবং বহুবিধ মৃগ হত্যা করিয়া বনমার্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি মৃগ নিহত হইলেও আমার মৃগয়াতৃষা অল্পে প্রশমিত হইল না। ক্রমে মৃগের অন্বেষণে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সৈন্যদিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলাম। একে কঠোর শ্রম, তাহার উপর আবার নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা; আর ভ্রমণ করিতে পারিলাম না। নিকটে নর্ম্মদা নদী। তাহার তটস্থ স্নিগ্ধছায়াবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। সেই সময়ে অতি গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে তাহার বিমল জলে স্নান করিলাম। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, তথাপি কিছুই আহার করিতে পারিলাম না। ক্রমে নিশা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সেই রেবাতীরের এক স্থলে দেখিলাম কতকগুলি লোক একাদশী ব্রত ধারণ করিয়া রজনী জাগরণ করিতেছে। আমি তাহাদিগের

সহিত সম্মিলিত হইলাম এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। একে কঠোর পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপর আবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ। শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল ঃ—জীবনীশক্তি ক্রমে লোপ পাইয়া আসিল ; আমি সেই স্থলেই সেই অবস্থাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

'অনন্তর বিকটদশন ভীমদর্শন যমদূতগণ আসিয়া আমাকে ভয়ঙ্কর পাশে বন্ধন করিল এবং নানাযন্ত্রণাময় পথের উপর দিয়া টানিয়া শেষে শমন সম্মুখে উপস্থিত হইল। যমরাজ বিকটদংষ্ট্র দূতকে নিকটে দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন; "এব্যক্তি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছে; হীনশিক্ষা পাইয়া মূর্খ হইয়াছে ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।"

'ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত আমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করিল এবং পরে যমের নিকট গিয়া বলিল 'হে ধর্ম্মপতে! এ ব্যক্তি অসংখ্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে সত্য, কিন্তু একাদশীর দিন পবিত্র ও মনোরম রেবাতীরে উপবাস ও জাগরণ করাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এ যে বহুবিধ পাপ করিয়াছিল, একমাত্র উপবাস প্রভাবে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

চিত্রগুপ্তের বাক্যশ্রবণে ধর্ম্মরাজ আমাকে সসম্ভ্রমে পরম ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং স্বীয় দূতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন;—"রে দূতগণ! তোরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর্, দেখ্—যাঁহারা ধার্ম্মিক,

ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একাদশী ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগকে কখনও আমার ভবনে আনয়ন করিস্ না। এরূপ পুণ্যবান্ ব্যক্তি নারায়ণের চরণতলে স্থান পাইয়া থাকেন; তোরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের দূরে থাকিবি। যে সকল সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদা শিব ও নারায়ণের পবিত্র নামমালা কীর্ত্তন করেন, সকলকে অচ্যুতের চরণতলে শরণ লইতে সর্ব্বক্ষণ শিক্ষা দিয়া থাকেন; যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতকর্ত্তা, প্রশান্ত ও অনুগ্রহবান্; তাঁহাদিগের উপর আমার অধিকার নাই; অতএব তাঁহাদিগকে কখনও আমার পুরীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিস না। যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম নারায়ণে সমর্পণ করেন, স্ব স্ব আশ্রমের উচিত আচার ব্যবহার পালন করেন, সর্ব্বদা গুরুজনের শুশ্রূষা করেন, সৎপাত্রে দান করেন, হরিমাহাত্ম্য সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে ভাল বাসেন; রে দূতগণ! সর্ব্বদা সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের দূরে থাকিবি। যাঁহারা পাষণ্ডদিগের সঙ্গ সদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; দ্বিজকুলের প্রতি যাঁহারা ভক্তি শ্রদ্ধা করেন; যাঁহারা সৎসঙ্গলোলুপ ও আতিথেয়; হরিহরকে যাঁহারা অভেদজ্ঞানে ভক্তি করেন; পরোপকার যাঁহাদের পরম ব্রত; সর্ব্বদা সেইরূপ সাধু ব্যক্তিদিগের দূরে থাকিবি। হরিকথামৃতপায়ী ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণ যাহাদিগকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করেন; হরিপূজা যাঁহাদের পরম ব্রত; ব্রাহ্মণের পাদাম্বু পান করিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের দূরে থাকিবি।

"কিন্তু যাহারা পিতামাতাকে ভর্ৎসনা করে, গুরুজনের প্রতি অভক্তি করে, সর্ব্বদা লোকের নিন্দা করে, সকলের অনিষ্ট করে; যাহারা দ্বিজকুলের অহিত সাধন করিতে ভাল বাসে; যাহারা দেবস্বলোভী ও জননাশের প্রধান কারণ; রে দূতগণ, তাহারাই পাপী; সেই নরাধমদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবি। যাহারা একাদশী ব্রত-পালনে পরাঙ্মুখ, উগ্রস্বভাব, লোকাপবাদক ও পরনিন্দক; যাহারা গ্রাম নাশ করিয়া থাকে, সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের নামে বৃথা কলঙ্কারোপ করে; বিপ্রধন দেখিলে যাহাদিগের লোভ উদ্রিক্ত হয়; তাহাদিগকে আমার ভবনে লইয়া আসিবি। যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিমুখ; শরণাগতপালক জগন্নাথ নারায়ণকে যাহারা আরাধনা করে না; বিষ্ণুগৃহে যাহারা কখনও প্রবেশ করে না; সেই অতি মূর্খ নরাধম-দিগকে আমার ভবনে লইয়া আসিবি, তাহাদিগকে আমি উত্তমরূপে শিক্ষা দিব।"

'হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ যমের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইলাম; দারুণ অনুতাপে আমার হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু সেইক্ষণেই আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল; আমি অবশেষে নিষ্পাপ হইলাম; নিষ্পাপ হইয়া নারায়ণের স্বারূপ্য লাভ করিলাম। সেই সময়ে আমার জ্যোতিঃ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। তখন যম আমাকে আবার প্রণাম করিলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতিবাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমার সেইরূপ সম্মান দেখিয়া যমদূতগণ ভীত ও বিস্মিত

হইল ; যমরাজের বাক্যে তাহাদিগের পরম বিশ্বাস জন্মিল।

'অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে দিব্য বিমানে স্থাপন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে প্রেরণ করিলেন। তথায় সহস্র কোটি কল্প পরম সুখে বাস করিয়া ইন্দ্রলোকে আসিলাম। ইন্দ্রলোকেও দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা সুখ ভোগ করিয়া পরিশেষে পৃথিবীতে আপনার এই পরম পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পিতঃ! ভগবানের কৃপায় আমি জাতিস্মর হইয়াছি ; সেইজন্য পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে। সেইজন্য আমি বিষ্ণুপূজায় আসক্ত রহিয়াছি এবং পরম শুভকর একাদশীব্রত পালন করিতেছি। একাদশীব্রত যে কি, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, কিন্তু জাতিস্মৃতির প্রভাবে সম্প্রতি তাহা জানিতে পারিয়াছি। হে তাত! অবশে—অজ্ঞানে একাদশী ব্রত পালন করিয়া যখন এরূপ পরম পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম, তখন বিধিপূর্ব্বক পরমভক্তি সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিলে না জানি কত পুণ্যই অর্জ্জন করিব। অতএব হে জনক! মঙ্গলময় একাদশী ব্রত-চারণ করিব, এবং অহরহ বিষ্ণুপূজায় নিরত থাকিব। শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা একাদশী পালন করে, তাহারা পরমানন্দপ্রদ বিষ্ণুভবনে স্থান পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই একাদশী ব্রতকথা পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সক্ষম হয়।'

হে মুনিবৃন্দ! গালবমুনি স্বীয় পুণ্যাত্মা পুত্রের ঐ সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে করিলেন, "আমি ধন্য, আমার বংশ ধন্য। এইরূপ হরিভক্তিপরায়ণ পুত্রকে লাভ করিয়া আমার জন্ম সফল হইল, বংশ পবিত্রীকৃত হইল।" সেইদিন হইতে তিনি পুত্রের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সকল উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

মহর্ষি সূতের নিকট পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুমুক্ষু মুনিগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আনন্দোৎফুল্ল বদনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, "হে মহাত্মন্! হে তত্ত্বার্থকোবিদ্! আপনার নিকট প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রবণ করিলাম। ভাগীরথীর মহিমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, হরিপূজাবিধান, ব্রতপূজা, একাদশীর মহিমা,—এই সমস্ত বিষয় আপনি ক্রমে ক্রমে সবিস্তারে আমাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন; এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাচার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অপর কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।"

মুনিগণের বাক্য শ্রবণে মহানুভব সূত অধিকতর আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "হে ঋষিগণ! অদ্য আপনারা যে সকল পবিত্র বিষয় জানিতে অভিলাষ করিয়াছেন, মহর্ষি নারদ মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট তৎসমস্ত বিষয় অনেক দিন বর্ণন করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমাচার-রত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অচ্যুত নারায়ণ পূজিত হইয়া থাকেন; সুতরাং এ সকল বৃত্তান্ত অতিশয় পবিত্র। মনু প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনীন্দ্রগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনিবর্গ! শাস্ত্রমতে বর্ণ চারি প্রকার,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে আবার প্রথম বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের সকলের স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার ব্যবহার যথাবিধানে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, নতুবা শাস্ত্রানুসারে পতিত হইতে হইবে। যাহারা স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহারা পাষণ্ড নামে অভিহিত। স্মৃতিশাস্ত্রের অবিরোধে যুগধর্ম্ম ও গ্রামাচারাদির যথাবিধি অনুসরণ সকল বর্ণেরই উচিত। কায়মনোবাক্যে বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে সমস্ত ধর্ম্ম পালন করা মানবমাত্রেরই অতি কর্ত্তব্য।

"হে মুনিসত্তম! যুগানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হইয়া থাকে। এক যুগে যাহা পালনীয়, অপর যুগে তাহা বর্জ্জনীয়। সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার; কমণ্ডলু-ধারণ; নরমেধ, অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ; দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার;

দত্তা অক্ষতা কন্যাকে অপর ব্যক্তিকে পুনর্দ্দান; বানপ্রস্থাবলম্বন; শ্রাদ্ধে মাংসভোজন; মধুপর্কে পশুবধ; দেবর কর্ত্তৃক সুতোৎপত্তি এবং দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যা বিবাহ,—এই সকল কার্য্য কলিযুগে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে দেশের যেরূপ আচার ব্যবহার, তাহা তদ্দেশীয় লোকেরই গ্রাহ্য।

"হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সমাহিতমনে শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ দ্বিজেন্দ্রদিগকে দান করিবে; দেবকুলের তুষ্টিবিধানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে; বৃত্ত্যর্থ যাজনা করিবে; অপরকে অধ্যাপন করিবে; বেদ গ্রহণ করিবে; শাস্ত্রজীবী ও অগ্নিপরিগ্রহী হইবে; লোষ্ট্র কাঞ্চনে ও শত্রুমিত্রে সমান জ্ঞান করিবে; সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিবে; সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবে; ঋতুস্নাতা পত্নীতে যথাকালে অভিগত হইবে; পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরশ্রীকাতরা বিষবৎ পরিহার করিবে এবং সদা বিষ্ণুপূজায় রত থাকিবে;—এই সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণমাত্রেরই অবশ্য পালনীয়।

"ক্ষত্রিয় বিষ্ণুপূজা করিবে; সত্যপ্রিয় হইবে; বিপ্রদিগকে দান করিবে; বেদ গ্রহণ করিবে; দেবগণের যাজনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; শস্ত্র ও শাস্ত্রজীবী হইয়া ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিবে এবং বিধিবৎ দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পরিপালন করিবে।

"কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনই বৈশ্যের প্রধান উপজীবিকা; এতদ্ব্যতীত তাহারা বেদাধ্যয়ন করিতে পারিবে;

দানদ্বারা বিপ্রদিগের এবং যজ্ঞদ্বারা দেবকুলের আরাধনা করিবে; সদা সত্যকথা কহিবে, যথাকালে দারগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

"শূদ্র, সকল বর্ণের অধম। ইহাদের বেদে অধিকার নাই;—অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রয়বিক্রয় ও কারুকার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া ইহারা বিপ্রকুলকে দান করিবে; যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবকুলের তৃপ্তিবিধান করিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং যথাকালে স্বীয় ঋতুস্নাতা পত্নীতে অভিগমন করিবে।

"হে মুনিমণ্ডল! স্বল্প কথায় বলিতে গেলে সত্যবাদিতা, সর্ব্বলোকের হিতাভিলাষ, প্রিয়বাক্য, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠান, অনসূয়া ও তিতিক্ষাই সকল বর্ণের অবশ্যপালনীয় কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে দ্বিজকুলের আশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা কথিত হইল। স্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সকলেই মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। তবে এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, বিপৎকালে সময়ে সময়ে এই সকল বিধির ব্যভিচার হইতে পারে;—হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই। আপদে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু দ্বিজ হইয়া ঘোরতর আপৎকালেও কেহ কখনই শূদ্রের বৃত্তি স্বীকার করিতে পারিবে না,—করিলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণ শাস্ত্রমতে "দ্বিজ" নামে অভিহিত। ইহাদের

চারি আশ্রম,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও ভৈক্ষ্য। এই আশ্রমচতুষ্টয়ে যথাকালে প্রবেশ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে নিঃস্পৃহ ও শান্তহৃদয়ে সর্ব্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিলে দ্বিজগণ বিষ্ণুর প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহাদিগকে আর পুনরাবৃত্তি-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বর্ণাশ্রমাচারবিধি,—সংস্কারাদি।

হে ঋষিসত্তমগণ! এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রমাচারবিধির বিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা সমাহিতমনে শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে পাষণ্ড; সে সকল কর্ম্মের বহিষ্কৃত; তাহার কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। হে মুনিগণ! মন্ত্র সকল সাধনার প্রধান উপায়। অতএব গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কার মন্ত্রবিধানে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সংস্কারাদি যথাকালে ও যথাবিধানে সংসাধন করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্র নিষিদ্ধ। প্রথম

গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন চতুর্থ মাসেই করিতে হয়; ইহাই প্রশস্ত; অন্যথা ষষ্ঠ, সপ্তম অথবা অষ্টম মাসে করিলেও চলে। পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পিতা সবস্ত্র যথাবিধানে স্নান করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক নান্দীশ্রাদ্ধ সমাপন করিবে এবং সুবর্ণ অথবা চারুধান্যে জাতশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সেই শ্রাদ্ধ অন্নে করিতে নাই, করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পিতা বাগ্‌যতভাবে স্বীয় নবজাত কুমারের নামকরণে প্রবৃত্ত হইবেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অথবা অষ্টম দিবসে নামকরণ কর্ত্তব্য। নামটী যেন সুস্পষ্ট, অর্থযুক্ত, লঘুবর্ণান্বিত ও সমাক্ষর হয় *।

---

* ভগবান মনুর মতে জাত শিশুর একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে নামকরণ কর্ত্তব্য। তাহাতে না পারিলে জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত তিথি প্রশস্ত মুহূর্ত্ত ও প্রশস্ত নক্ষত্রে করিতে হইবে :—

নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ, মুহূর্ত্তে বা, নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে।
মনুসংহিতা, ২ অ, ৩০।

কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের নামকরণে বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনুর মতে ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবাচক নাম রাখিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ শর্ম্ম, ক্ষত্রিয় বর্ম্ম, বৈশ্য ভূতি ও শূদ্র দাস উপনামে অভিহিত হইবে; যথা,—শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি। (মনুসংহিতা, ২ অ, ৩১ ও ৩২ শ্লোক ও তদুভয়ের টীকা দ্রষ্টব্য।) বিষ্ণুপুরাণে অল্প মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে দশম দিবসে পুত্রের নামকরণ বিধেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অপিচ তাহাতে বৈশ্যের গুপ্ত উপাধি দান করিতে বিধান দিয়াছে। তদ্‌যথা :—

ততস্তু নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্॥

গর্ভসঞ্চয় অথবা জন্মদিবস হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। যদি ঘটনাবশতঃ উক্ত সময়ের মধ্যে না হয়; তাহা হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের গর্ভসময়ের একাদশ বৎসর পর্য্যন্তই প্রশস্ত; অন্যথা দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত গৌণকাল নির্দ্দিষ্ট এবং বৈশ্যের গর্ভকালের দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল নিরূপিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! এই কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কালও যদি অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উপনয়নকাল অতীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই অতীত কালে যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, শাস্ত্রানুসারে সে ব্যক্তি পতিত; গায়ত্রীতে তাহার আর অধিকার জন্মে না। এরূপ সাবিত্রী পতিত ব্যক্তির সহিত শুদ্ধাত্মা সাধুগণ কদাচ আলাপ করিবেন না। দ্বিজকুলের মুখ্য উপনয়ন কাল অতীত হইলে দ্বাদশাব্দ পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। তাহার পর দুই বৎসর শান্ত ও বিনীতভাবে বেদবিহিতকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। নতুবা তাহাকে পতিত হইয়া ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ও শণবস্ত্রের অধোবাস, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীকে রুরু নামক মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বসন এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীকে ছাগচর্ম্মের ও মেষলোমের অধোবাস ধারণ করিতে

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥
বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১০ অধ্যায়।

হয়। এই বর্ণত্রয়ের যজ্ঞসূত্র ও দণ্ডের বিষয়ও যথাক্রমে বর্ণিত হইল। বিপ্র মুঞ্জময়ী মেখলা ও পলাশ-দণ্ড, ক্ষত্রিয় ধনুর্গুণ ও উডুম্বর-দণ্ড এবং বৈশ্য শণভন্তুনির্ম্মিত মেখলা ও বিল্বদণ্ড ধারণ করিবে *। বিপ্রের দণ্ড ঊর্দ্ধে তাহার কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসা পর্য্যন্ত হইবে।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! দ্বিজ এইরূপে বিধিবৎ উপনীত হইয়া কাষায়, মাঞ্জিষ্ট অথবা হরিদ্রাক্ত বসন ধারণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইবে; সেই সময়ে তাঁহার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবে এবং তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিয়া সমিধ্, কুশ ও কুসুম ফলাদি আহরণ করিয়া আনিবে। ভিক্ষালব্ধ অন্নই ব্রহ্মচারীর একমাত্র জীবিকোপায়; অতএব তাহাকে শ্রোত্রিয়গৃহ হইতে প্রযতেন্দ্রিয় হইয়া ভিক্ষা আহরণ করিতে হইবে। ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার সময় ব্রাহ্মণ "ভবৎ" শব্দ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিবে; ক্ষত্রিয় তাহা মধ্যে ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিবে এবং বৈশ্য তাহা সর্ব্বশেষে অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিয়া ভিক্ষা চাহিবে। যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ডকমণ্ডলু ছিন্ন নষ্ট

---

* এ সম্বন্ধে মনুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন :—

ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ, ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যোদণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥

ম, স, ২অ, ৪৫।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় বট কিম্বা খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্য পিলু অথবা উডুম্বর দণ্ড ধারণ করিবে।

অথবা ভ্রষ্ট হইলে, তৎসমুদায়কে জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নূতন নূতন গ্রহণ করিবে।

ব্রহ্মচারী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধ মানসে অগ্নিকার্য্য এবং যথাকালে তর্পণ ও ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। অগ্নিকার্য্য পরিত্যাগ করিলে তাহাকে পতিত এবং ব্রহ্মযজ্ঞ হীন হইলে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপে দেবারাধন ও গুরুশুশ্রূষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন প্রথমে গুরুকে নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ভোজন করিবে। অন্ন জীবনধারণের প্রধান উপায়; অতএব অন্নগ্রহণ কালে কদাচ ইহার নিন্দা করিবে না;—করিলে ভোজনে তৃপ্তি হইবে না, শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে মধুপান, স্ত্রীসম্ভোগ, মাংস, লবণ ও তাম্বুল-সেবন, দন্তধাবন, উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন এবং দিবানিদ্রা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। তৎকালে তিনি ছত্র, পাদুকা, গন্ধদ্রব্য, মাল্য অনু-লেপন ব্যবহার করিতে পাইবেন না; তাঁহার জলকেলি ও দ্যূতক্রীড়া করিবার বিধান নাই,—নৃত্য, গীত ও বাদ্য সম্ভোগ করিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে; পরনিন্দা, রোষ, তাপ ও বিপ্রলাপ ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি অঞ্জন ব্যবহার করিতে পাইবেন না; শূদ্র ও পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিলে অথবা তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হইবে।

বেদশাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা যে গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক দুঃখনিচয় নিবারণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মচারী অগ্রে তাঁহারই চরণ বন্দনা করিবে; তাহার পর জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে প্রণত হইবে। অভিবাদ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবার সময় স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিবে। নাস্তিক, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, মর্য্যাদাহীন, স্তেয়ী, কৈতবী, পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য, নক্ষত্রজীবী, শঠ, ধূর্ত্ত, অশুচী, উন্মত্ত ও মহাপাতকী ব্যক্তিকে কখনও অভিবাদন করিতে নাই। যে ব্যক্তি জপ করিতেছে, অথবা কোন কার্য্যানুরোধে ধাবমান হইতেছে, স্নান করিতেছে, সমিধ্ পুষ্প আহরণ করিতেছে, অথবা ভোজন করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করিবে না। উদপাত্রধারী, বিবাদশীল, কুণ্ড, জলমধ্যগ, শয়ান অথবা ভিক্ষার্থী ব্যক্তিকে অভিবাদন অকর্ত্তব্য।

স্বামীঘাতিনী, পুষ্পিনী, জারা, সূতিকা, গর্ব্ভপাতিনী, কৃতঘ্নী, ক্রূরা ও চণ্ডাকে কদাপি অভিবাদন করিতে নাই। সভাস্থলে, যজ্ঞশালায়, দেবমন্দিরে, পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে অথবা সাধ্যায় সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি একটি করিয়া নমস্কার করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, দেবতার্চ্চন, অথবা তর্পণ করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করা উচিত নহে। যাহাকে অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাদন করে না, সে শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের ন্যায় অনভিবাদ্য; তাহাকে আর অভিবাদন করিতে নাই।

অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে গমন করিয়া গুরুর চরণযুগল প্রক্ষালন করিবে এবং বিধিবৎ আচমন করিয়া তাঁহার

পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অধ্যয়ন করিতে বসিবে। প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে নাই; ইহার কয়েকটী নিষিদ্ধ দিবস আছে; ক্রমান্বয়ে তাহা বর্ণিত হইতেছে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদে; মহাভরণীযুক্ত দিবসে, শ্রাবণের দ্বাদশী ও ভাদ্রের দ্বিতীয়া তিথিতে এবং শয়নোত্থান দ্বাদশী প্রভৃতি দিবসে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; এতদ্ব্যতীত গ্রামে কোন অমঙ্গল ঘটিলে,—বিশেষতঃ কোন শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে অথবা গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির গৃহে আগুন লাগিলে; সন্ধ্যাকালে মেঘ গর্জ্জন করিলে, অকালে বারিবর্ষণ অথবা উল্কাপাত হইলে এবং গ্রামস্থ কোন বিপ্র অবমানিত হইলে অধ্যয়ন করিতে নাই। ঐ সকল নিষিদ্ধ দিবসে অধ্যয়ন করিলে কোন ফল লাভ করিতে পারা যায় না।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! চতুর্যুগাদি ও চতুর্দ্দশ মন্বাদিতেও অধ্যয়ন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া ও কৃষ্ণা ত্রয়োদশী; কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী এবং মাঘ মাসের পূর্ণিমা;—এই চারি দিবস যুগাদি নামে প্রসিদ্ধ; অতএব উক্ত কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট দিবসে কদাপি পাঠ করিতে নাই। হে মুনিগণ! এস্থলে মন্বাদিরও বিষয় বর্ণিত হইতেছে, আপনারা সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। আশ্বিনের শুক্লা নবমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের সীতা তৃতীয়া, আষাঢ়ের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ফাল্গুনের অমাবস্যা, পৌষের শুক্লা একাদশী এবং কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা,—এই চতুর্দ্দশ দিবস মন্বাদি নামে প্রসিদ্ধ।

ঐ সকল যুগমন্বাদিতে দ্বিজগণের শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হইলে, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণে এবং উত্তরদক্ষি-ণায়নেও দ্বিজগণ কখন পাঠ করিবে না। হে ঋষিবর্গ! অধ্যয়নের পক্ষে এইরূপ আরও অনেক নিষিদ্ধ দিবস আছে; তৎসমস্তের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ দিবসগুলিরও নামোল্লেখ করিতেছি। আরণ্যকভাগ পাঠ করিলে সেদিন আর কিছু অধ্যয়ন করিতে নাই; শবের অনুগমন ও সর্পাদি দর্শন করিলে এবং ভূকম্পন হইলে সে দিন অধ্যয়ন সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

হে মুনিগণ! ঐ সকল নিষিদ্ধ দিবসে যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে, তাহার ধন, জন, বল, জ্ঞান, সৌভাগ্য ও সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার পরমায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। সেই নরাধমকে যেন কোন দ্বিজ সম্ভাষণ না করে, যেন কেহ তাহার সহিত একত্রে বাস না করে।

হে ঋষিকুল! শব্দ ব্রহ্মময় এবং বেদ সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ; অতএব যে বিপ্র বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্ব-কামনার সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অপর শাস্ত্রাদির আলোচনা করে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে; তাহার কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। অতএব অগ্রে বেদ পাঠ করিয়া শাস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করা দ্বিজমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গার্হস্থ্য,—বিবাহ।

বেদগ্রহণ হইতে গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া যথাকালে তাঁহার অনুমতিক্রমে ব্রহ্মচারী অগ্নিগ্রহণ করিবে এবং তাঁহার নিকট বেদচতুষ্টয় ষড়্‌বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। বিবাহ ইহার প্রথম সোপান। বাছিয়া রূপ-গুণসম্পন্না, সুকুলোদ্ভবা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী সকুলা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

যে কন্যা রুগ্না; যাহার নয়নযুগল গোলাকার অথবা রক্তবর্ণ; যাহার পিতৃমাতৃকুল কোন কঠোর রোগে আক্রান্ত; যাহার কেশ অত্যন্ত অধিক অথবা যে কন্যা কেশহীনা; তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। যে কন্যা বাচালা; কোপনস্বভাবা; খর্ব্বাকৃতি অথবা দীর্ঘদেহা; বিরূপিনী; উন্মত্তা অথবা ক্রূরভাষিণী; যাহার গুল্‌ফ অতি স্থূল, জঙ্ঘা দীর্ঘ, আকৃতি পুরুষের ন্যায়; অথবা যাহার মুখমণ্ডলে গুম্ফ ও শ্মশ্রুর রেখা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। যে কন্যা সদা বৃথা হাস্য করে, পরগৃহে সর্ব্বদা যাইতে ভালবাসে, অথবা সর্ব্বক্ষণ পরগৃহে বাস করে, লোকের সহিত বিবাদ করে, সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় অথবা অধিক ভোজন করে; যাহার দন্তপংক্তি ও ওষ্ঠ

স্থূল, স্বর অতি কর্কশ, বর্ণ অতি কৃষ্ণ, কিম্বা আরক্ত, অথবা পাণ্ডু, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে কন্যা ধূর্ত্তা, নিষ্ঠুরা, কুৎসিতা; সর্ব্বদা যে রোদন করে, অধিক নিদ্রা যায়, অনর্থক অধিক বাক্য প্রয়োগ করে, লোকের হিংসা, দ্বেষ, অথবা নিন্দা করে, সর্ব্বদা অপরের সহিত বিবাদ করে; যে তস্করা অথবা শ্বাসকাশাদি রোগে পীড়িতা; তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। যাহার নাসা দীর্ঘ, সর্ব্বশরীর লোমে আবৃত, দেহ অতি কৃশ বা অতি স্থূল, তাহাকে কদাপি বিবাহ করিবে না। তবে যদি বয়সের সৌকুমার্য্যবশতঃ কন্যার মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিস্ফুট না হওয়াতে বিবাহকালে তাহার প্রকৃত স্বভাব জানিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বয়সকালে তাহাকে পরীক্ষা করিবে; যদি সে রমণী তখন প্রগল্‌ভা অথবা নিতান্ত গুণহীনা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে সর্ব্বথা ত্যাগ করা উচিত। ভর্ত্তৃপুত্রদিগের প্রতি যে নারী নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, অথবা যে পরের প্রতি বিশেষ অনুকূলা তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। নতুবা সংসারের মঙ্গল নাই।

হে মুনিসত্তমগণ! বিবাহ আট প্রকার;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ *।

* ভগবান মনু এই আট প্রকার বিবাহ-বিধির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল :—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবো ধর্ম্মঃ প্রচক্ষতে॥ ২

দ্বিজগণ ব্রাহ্মমতেই বিবাহ করিবে; তাহাতে অসুবিধা বা কোন ব্যাঘাত থাকিলে দৈবে এবং কাহার কাহারও মতে আর্ষেতেও করিতে পারিবে। কিন্তু প্রাজাপত্যাদি অবশিষ্ট পঞ্চপ্রকার বিবাহ দ্বিজগণের পক্ষে শাস্ত্রগর্হিত। তবে যেস্থলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিবাহের অসদ্ভাব হয়, সেস্থলে জ্ঞানী ব্যক্তি অপর পঞ্চবিধ বিধান অবলম্বন করিতে পারে।

গৃহস্থ উত্তরীয়ের সহিত নিত্য যজ্ঞোপবীত এবং মস্তকে সুন্দর উষ্ণীষ ও ছত্র, কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল, গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালিকা, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য,

---

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ৩
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৫
ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৬
হত্বাচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥ ৭
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ৮

অর্থাৎ,—কন্যাবরকে বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিদ্বান ও সদাচারী অপ্রার্থক বরকে কন্যা দান করিলে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহ নামে অভিহিত। ১

জ্যোতিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞের আরম্ভকালে সেই যজ্ঞের কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যা দান, দৈববিবাহ নামে প্রসিদ্ধ। ২

একটী বা দুইটী গাভী ও তৎসংখ্য বৃষ বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্ম্মার্থ (অর্থাৎ যাগাদি সিদ্ধির জন্য কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ নহে) গ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে, তাহা আর্ষবিবাহ হয়। ৩

পরিধানে ধৌত বস্ত্রদ্বয়, হস্তে বেণুদণ্ড ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু এবং পাদদ্বয়ে পাদুকা ও উপানৎ ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা তাঁহার নখকেশ কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে শান্ত, শুচি, প্রিয়দর্শন ও নিত্য সাধ্যায়শীল হইতে হইবে। পরান্ন-ভোজন, পরদারগমন, এক পদদ্বারা অপর পদতাড়ন, উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন, উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রভৃতি দূষিত কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তিনি সংহত হস্তযুগল দ্বারা স্বীয় মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে পাইবেন না, পূজ্য দেবালয়কে প্রদক্ষিণ না করিয়া যাইবেন না। আচমন, দেবার্চ্চন, স্নান,

"তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর" বরকন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনাসহকারে যে কন্যা দান, তাহাই প্রাজাপত্য নামে প্রথিত। ৪

কন্যার পিতা অথবা পিতৃব্যাদি কর্ত্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে অথবা স্বয়ং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দান করিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, তাহা আসুর বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ। ৫

কন্যা ও বর পরস্পরের অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ মৈথুনেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। ৬

বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহে কন্যাহরণ কালে কন্যাপক্ষীয়েরা যদি বিপক্ষ হয়, তবে তাহাদিগকে হত বা আহত করিয়া কিম্বা প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া কন্যা হরণ প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে কন্যা "হা তাত! হা ভ্রাতঃ! তোমরা কোথায় রহিলে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়!" এইরূপ চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। প্রথম চারি বিবাহে কন্যাদানের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু শেষোক্ত চারি প্রকারে তাহা নাই। কেহ কেহ বলেন এরূপ অবস্থায় পরও দানপূর্ব্বক বিবাহ সম্পাদন করিতে হয়। ৭

নিদ্রাভিভূতা, অথবা মদ্যপানে বিহ্বলা, কিম্বা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জনে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। এই বিবাহ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অধম ও পাপজনক। ৮

ব্রত ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াদিতে তিনি মুক্তকেশ হইবেন না এবং বসন ও উত্তরীয়, উভয় বস্ত্রই ধারণ করিবেন; তিনি দুষ্টযানে আরোহণ করিবেন না, পরস্ত্রীতে অভিগত হইবেন না, কখনও কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, দিবাভাগে নিদ্রা যাইবেন না। অসূয়া, মাৎসর্য্য, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। পরপাপ ঘোষণা ও আত্মপুণ্য কীর্ত্তন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তিনি দুর্জ্জনের সংসর্গে বাস করিবেন না, অশাস্ত্র শুনিবেন না, আসব, দ্যূত ও নৃত্যগীতাদিতে অনুরত হইবেন না। পথস্থিত উচ্ছিষ্টান্ন, শূদ্র, পতিত ব্যক্তি, শব, সর্প, চিতা, চিতাকাষ্ঠ, যূপ, চণ্ডাল ও দেবলকে স্পর্শ করিলে তিনি সবস্ত্রে স্নান করিবেন। দীপ, খট্টা ও অপরের শরীরের ছায়া অঙ্গে লাগিলে, কেশ, বস্ত্র ও ঘটোদক উদরস্থ হইলে এবং অজ ও মার্জ্জারের রেণু শরীরে পতিত হইলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব গৃহস্থ তৎসমুদয় হইতে সদা সতর্ক থাকিবে।

গৃহস্থ দ্বিজ শূর্পবাত, প্রেতধূম, শূদ্রান্ন ও বৃষলীপতিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। তিনি অসৎ ছাত্র রাখিবেন না, নখকেশ আস্বাদন করিবেন না, নগ্নবেশে শয়ন করিবেন না, শিরোভ্যঙ্গাবশিষ্ট তৈল গাত্রে লেপন করিবেন না। অশুচি অবস্থায় তাম্বুল চর্ব্বণ, অগ্নি সেবা, গুরু ও দেবতার পূজা করা তাঁহার উচিত নহে। তিনি নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবেন না, বামহস্তে ধরিয়া চুমুক দিয়া জল খাইবেন না, গুরুর ছায়া ও আদেশ লঙ্ঘন করিবেন না।

হে মুনীশ্বরগণ! গৃহী দ্বিজ যোগী ও ব্রতীদিগের নিন্দা করিবেন না, পরস্পরের কর্ম্ম পরস্পরকে বলিবেন না; পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে যথাবিধি যাগ করিবেন; প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হোম ও উপাসনা করিবেন; অয়ন, বিষুব, যুগচতুষ্টয়, দর্শ ও প্রেতপক্ষে, মন্বাদি, মৃতাহ, অষ্টকা, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে, পুণ্যক্ষেত্রে ও পুণ্যতীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রোত্রিয় গৃহে আগমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ঐ সকল অনুষ্ঠানে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা নিতান্ত উচিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিনা যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণাদি সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রাদ্ধে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তুলসী ধারণ করিতে নাই; তাঁহাদের মতে উক্ত ব্যাপারে ইহা বৃথাচারের মধ্যে পরিগণিত; অতএব মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই বৃথাচার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপ অনেক ধর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে; সেই সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিলে সর্ব্বকামনার সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়; অতএব দ্বিজমাত্রেই তাহা পালন করিবেন। বিষ্ণু সদাচারী ব্যক্তিগণের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন; তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে মানব এ জগতে কোন্ কার্য্য না সাধন করিতে সক্ষম হয়?

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য।

হে মুনিসত্তমগণ! গৃহস্থের অপরাপর প্রয়োজনীয় সদাচারের বিষয় বর্ণন করিতেছি। তৎসমুদায়েরই অনুষ্ঠানে নিশ্চয় সমস্ত পাপ নিবারিত হইয়া যায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কেশ প্রসাধন করিয়া গৃহস্থ পুরুষার্থসাধিনী বৃত্তি অবলম্বন করিবে। দিবা ও সন্ধ্যাকালে উত্তরমুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখে বসিয়া দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন পূর্ব্বক মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে এবং যাবৎকাল মূত্রপুরীষ উৎসৃষ্ট হইতে থাকিবে, তাবৎকাল বসনে মস্তক আবরণ এবং তৃণগুল্মে ভূমিতল আচ্ছাদন পূর্ব্বক একহস্তে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিবে। পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে, তড়াগে, কূপসন্নিধানে, বৃক্ষচ্ছায়াতলে, কান্তারে, অগ্নিসমীপে, দেবালয়ে, উদ্যানে, কৃষ্টভূমিতে, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীজাতির সম্মুখে, তুষ, অঙ্গার ও খর্পরাদিতে এবং জলমধ্যে মলমূত্র কদাপি ত্যাগ করিতে নাই।

হে বিপ্রগণ! যত্নসহকারে সর্ব্বদা শৌচ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, কেননা শৌচেই দ্বিজকুলের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি নির্ভর করে। শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। শাস্ত্রানুসারে শৌচ বহুবিধ,—তন্মধ্যে বাহ্য

ও অভ্যন্তর শৌচই প্রধান। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্য এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা আন্তরিক শৌচ সাধিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে প্রকার শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান বলিতেছি; আপনারা অবহিত মনে শ্রবণ করুন। মলমূত্র উৎসৃষ্ট হইলেই শিশ্ন ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে এবং যতক্ষণ না বিন্মূত্রের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ততক্ষণ মৃত্তিকা লেপন ও জলদ্বারা ধৌত করিতে থাকিবে। কিন্তু যথাতথাকার মৃত্তিকা লইলে হইবে না। মূষীক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ, ফালদ্বারা কর্ষিত, এবং সরোবর, পুষ্করিণী ও কূপাদির উপরিভাগস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে নাই; কেননা তাহাতে শৌচ সুচারুরূপে সাধিত হয় না। উক্ত মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোনরূপ মৃৎ লইয়া লিঙ্গে একবার, অপানে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার এবং উভয় পদে পৃথক্ পৃথক্ তিনবার করিয়া লেপন করিবে। ইহাই গৃহস্থের শৌচ; ব্রহ্মচারীর ইহার দ্বিগুণ, বনস্থের ত্রিগুণ এবং ভিক্ষুর চতুর্গুণ কর্ত্তব্য। স্বগ্রামে পূর্ণমাত্রায় শৌচাচার পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত, অশক্ত অথবা বিপন্ন, তাহার পক্ষে কোন নিয়মই নাই। সে নিজ ক্ষমতানুসারে আচারবিধি পালন করিবে।

হে মুনিসত্তমগণ! ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুগণ উক্তবিধ বিধানানুসারে শৌচাচার সম্পাদন করিবে; দুই একবার মৃত্তিকা লেপনের পর গন্ধ দুরীকৃত হইলেও তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সম্যক্ পালন করিতে হইবে।

তবে স্ত্রী ও অনুপনীত ব্যক্তিগণের পক্ষে অন্যরূপ বিধি; তাহারা গন্ধক্ষয়াবধি লেপন করিবে এবং গন্ধ দূর হইলেই নিবৃত্ত হইয়া আচমনে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রতী ও বিধবা-দিগকে যতীদিগের ন্যায় শৌচাচার পালন করিতে হইবে।

এইরূপে শৌচ সাধন পূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া আচমন করিবে। তিন চারিবার বিমল ও ফেনবর্জ্জিত জল পান করিবে; করতল দ্বারা দুইবার কপোল ও ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে, তাহার পর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাশারন্ধ্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণযুগল এবং কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ যথাক্রমে স্পর্শ করিবে। অনন্তর করতল দ্বারা উরুস্থল, অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগদ্বারা মস্তক এবং করতল অথবা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা অংশ স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপ আচরণ করিলে তবে দ্বিজগণ শুদ্ধ হইতে পারিবেন।

আচমনান্তে স্নান কর্ত্তব্য; তাহার পর গাত্রমার্জ্জন করিয়া জলতর্পণ করিবে। তদন্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া গায়ত্রীসহ সূর্য্যকে অর্ঘ দিবে এবং যতক্ষণ না দিবা-কর পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়েন, ততক্ষণ গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে; মধ্যাহ্নেও উক্তরূপ অর্ঘ দিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সায়ংকালেও নক্ষত্রদর্শনাবধি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

হে মুনীশ্বরগণ! গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে স্নান পূর্ব্বক দর্ভপাণি হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিবে। যদি প্রমাদ বশতঃ কেহ বেদবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান

না করে, তাহা হইলে রজনীর প্রথম যামে তৎসমুদায় যথাক্রমে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সাধ্যপক্ষে সম্যক্ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থাতেও যে ধূর্ত্ত দ্বিজ সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন না করে, সে শাস্ত্রমতে পাষণ্ড; সে সকল কর্ম্মের বহিষ্কৃত। ন্যায়শাস্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত অথবা অপর কূট যুক্তি সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যে দ্বিজ সন্ধ্যাহ্নিকাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে, সে মহাপাতকীরও অধম। তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, কোন বিষয়ের তর্ক করিতে নাই।

অনন্তর গৃহস্থ যথাবিধি স্বীয় অধিষ্ঠাতৃদেবের উপাসনা করিবে, অভ্যাগত অতিথিকে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা শুশ্রূষা করিবে এবং সাধ্যানুসারে কন্দমূল ফল জল প্রভৃতি ভোজ্যপেয় দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যাঁহার কুলশীল ও গোত্র নামাদি সমস্তই অজ্ঞাত, ভিন্ন গ্রাম হইতে যিনি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়েন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া থাকেন *। অতিথি বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়; অতএব তাঁহাকে তদ্বৎ পূজা করিবে। অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার বাটী হইতে প্রস্থান করেন, তাহাকে নিজ পাপভার দিয়া তাহার সমস্ত পুণ্য লইয়া যান।

অতঃপর স্বগ্রামবাসী বিষ্ণুপ্রিয় কোন অনাথ শ্রোত্রিয় বিপ্রকে পিতৃদিগের উদ্দেশে পূজা করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞ

---

* ভগবান্ মনু বলেন, অতিথি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ হইবেন এবং এক রজনী মাত্র পরগৃহে বাস করিবেন। তদ্‌যথা ;—

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। ৩ অ, ১০২।

সমাপন পূর্ব্বক মৌনভাবে বন্ধু বান্ধব ও ভৃত্যাদিগের সহিত ভোজন করিতে বসিবে। যে দ্বিজ প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অহরহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ,—এই পাঁচটীই পঞ্চযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিজ কদাপি অভোজ্য, এবং পাত্র ব্যতিরেকে, ভোজন করিবে না। বসনার্দ্ধ পরিধান পূর্ব্বক আসনে কেবল পদদ্বয় রক্ষা করিয়া মুখশব্দ করিতে করিতে ভোজন করিলে তাহা সুরাপান তুল্য হইয়া থাকে। অন্ন, মোদক ও ফলাদি খাদ্যদ্রব্য একবার আস্বাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিবে। প্রত্যক্ষ লবণ কদাপি ভোজন করিতে নাই। ব্যঞ্জনাদিতে লবণ থাকে বটে, কিন্তু তাহা দ্রবীভূত অবস্থায় খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে; কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রত্যক্ষ লবণ ভোজন গোমাংস ভোজনের তুল্য। আচমনকালে এবং চোষ্যাদি ভোজন সময়ে কখনও শব্দ করিবে না,—করিলে নরকগামী হইতে হইবে।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ঐরূপে ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় নিরত হইবে। রজনীতে যদি অতিথি সমাগত হয়েন, তাহা হইলে কন্দমূল ফলাদি ভোজ্য ও শয়নাসনাদি দ্বারা যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিবে।

উক্তরূপ বিধানানুসারে গৃহস্থ প্রত্যহ সদাচারের অনুষ্ঠান করিবে; আচার পরিত্যাগ করিলে পাপে পতিত

হইতে হইবে;—তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। ক্রমে বয়োধর্ম্মের অনুসারে সুকুমার লাবণ্য অপগত হইলে যখন কেশ পলিত, গাত্রচর্ম্ম লোলিত, এবং দন্ত স্খলিত হইতে থাকিবে, তখন পুত্রের হস্তে ভার্য্যার ভার অর্পণ করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনমার্গে প্রবেশ করিবে। তথায় ত্রিসবন স্নান করিবে, নখশ্মশ্রু ও জটা ধারণ করিয়া থাকিবে, মৃৎশয্যায় শয়ন করিবে এবং স্বাধ্যায়নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রত্যহ কন্দমূলফল ভোজন করিবে; সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবান হইবে; সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানে নিরত থাকিবে। তৎকালে গ্রামজাত ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিতে নাই; রাত্রিতে ভোজন করিতে নাই; দিনান্তে একবারমাত্র অষ্টগ্রাস ভোজন করিতে হয়।

বানপ্রস্থ বন্য তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে, নিদ্রালস্য, বৃথা-বাক্য, পরীবাদ ও রূঢ় কথা পরিত্যাগ করিবে। শীত, রৌদ্র, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করিতে শিখিবে এবং সর্ব্বদা অগ্নিসেবন করিবে। এইরূপ নানাপ্রকার নৈসর্গিক ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে বানপ্রস্থ চান্দ্রায়নাদি ব্রত অনুষ্ঠান করিবে; ক্রমে যখন সকল বস্তুতে বৈরাগ্য জন্মিবে, মায়াডোর ছিন্ন হইয়া পড়িবে, হৃদয় পরমা বিদ্যার বিমল আলোকে বিভাসিত হইবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে; নতুবা পতিত হইতে হইবে।

চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্বিজ নিরন্তর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিস্পৃহ

ও নিরহঙ্কার হইবেন, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিবেন, শমদমাদি গুণে বিভূষিত হইবেন এবং নগ্নবেশে অথবা জীর্ণ কৌপিন ধারণ পূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে নিয়ত সচ্চিন্তায় নিরত থাকিবেন। ভিক্ষুর কি শত্রু, কি মিত্র, কি মান, কি অপমান সকলকেই সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, সকল অবস্থাতেই সমান থাকা উচিত। তিনি এক রাত্র গ্রামে এবং ত্রিরাত্র নগরে বাস করিবেন। অনিন্দিত দ্বিজগৃহে তিনি একবারের অধিক ভিক্ষা করিবেন না, প্রাণধারণের উপযোগী একবারমাত্র আহার করিবেন। গৃহস্থের গৃহের পাকধূম বিগত হইলে; অগ্নি নিবিয়া গেলে, পরিবারস্থ সকলে আহার করিয়া উচ্ছিষ্টাদি দূরে নিক্ষেপ করিলে যতি ভিক্ষার্থ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইবেন। ভিক্ষা না পাইলে বিষণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হইবেন না, পাইলেও আহ্লাদিত হইরেন না; যাহা পাইবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিবেন। তিনি ত্রিসবন স্নান করিয়া নিযতেন্দ্রিয় ভাবে প্রণব জপ করিবেন; কদাপি বিষয় চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিবেন না, মুহূর্ত্তের জন্য রিপুসকলের বশীভূত হইবেন না। দিবসে একবারমাত্র আহার করিয়া যে ব্যক্তি লাম্পট্য প্রকাশ করে, অথবা লাম্পট্যে দূষিত হয়, সে অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কখনও নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না।

হে বিপ্রকুল! যতি যদি লোভী ও দাম্ভিক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে চণ্ডাল সমান হেয়;—সে বর্ণাশ্রম হইতে অন্তরিত হয়। অতএব তিনি নির্ম্মম, নির্দ্বন্দ্ব, নিস্পৃহ

ও নিরহঙ্কার হইয়া নিরন্তর সেই অব্যয়, অক্ষয় অনাময় নারায়ণকে ধ্যান করিবেন; অবিরত বেদান্তার্থ চিন্তা করিয়া সেই জগচ্চৈতন্যস্বরূপ পরম জ্যোতি সহস্রশীর্ষ পুরুষ দেবদেব সত্যস্বরূপ সনাতন পরমাত্মায় তন্ময় হইয়া থাকিবেন; তবে চিরানন্দময় পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। বর্ণাশ্রমের উক্তরূপ বিধান সম্যক্ পালন করিয়া যে দ্বিজ জীবন ধারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া জগন্ময় বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ করিবেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ বিধি।

হে ঋষিসত্তমগণ! এক্ষণে আমি প্রয়োজনীয় শ্রাদ্ধবিধি বর্ণন করিতেছি, আপনারা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন। এ বৃত্তান্ত অতি পুণ্যপ্রদ, ইহা শুনিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। অমাবস্যা দিবসে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে হয়। সেইজন্য ক্ষয়াহের পূর্ব্বদিবসে স্নান করিয়া একবারমাত্র আহার করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রজনীতে নিম্নে ভূমিতলে

শয়ন করিয়া থাকিবে। সেই দিবসেই কার্য্যার্থ বিপ্র-দিগকে নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। সেদিন দন্ত ধাবন করিবে না; তাম্বূল, তৈল ও অভ্যঙ্গাদি ব্যবহার করিবে না। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই বেদাধ্যায়ন, পরান্ন ভোজন, পথশ্রম, ক্রোধ, কলহ, স্ত্রীসঙ্গ ও দিবানিদ্রা হইতে দূরে থাকিবে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যে বিপ্র স্ত্রীসম্ভোগ করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া অন্তে মহা-ভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! বাছিয়া বাছিয়া শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ ও বিষ্ণুতৎপর ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ প্রশান্ত, সুকুলোদ্ভূত ও রাগদ্বেষবিহীন; যিনি স্বাশ্রমোচিত আচার ব্যবহারে নিরত থাকেন; যিনি স্মৃতি, বেদান্ত ও পুরাণার্থে সম্যক্ পারদর্শী সদা সর্ব্বলোকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী থাকেন; যিনি কৃতজ্ঞ, গুরুভক্ত ও গুণসম্পন্ন; যিনি সর্ব্বদা সকলকে সৎশিক্ষা প্রদান করেন, সৎশাস্ত্রকথার আলাপন করেন, তিনিই নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য পাত্র। এইরূপ ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে হইবে।

হে মুনিবর্গ। কি প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে পরিত্যজ্য, তাহাদিগেরও বিবরণ বলিতেছি। যাহাদের শরীরের কোন অঙ্গ বিকৃত অথবা ন্যূন; কিম্বা যাহাদের কোন অঙ্গ অধিক; যাহারা প্রায়ই সচরাচর রোগ ভোগ করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা কুষ্ঠরোগে পীড়িত, কুনখী, লম্বকর্ণ, ক্ষতব্রত, নক্ষত্রপাঠক অথবা শবদাহক, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে নাই।

যাহারা কুভাষী, পরিবেত্তা *, দেবল, নিন্দক, মর্ষণ, ধূর্ত্ত অথবা গ্রামযাজক; যাহারা অসৎশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভালবাসে, পরান্ন ভোজন করে, বৃষলীকে পালন করে, কিম্বা যাহারা বৃষলীপতি, কুণ্ড অথবা গোলক, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। যাহারা অযাজ্যযাজক; যাহারা দম্ভ ও অহঙ্কার করিয়া থাকে, অপরের স্ত্রী অথবা ধন দেখিলে যাহাদের লোভ উদ্রিক্ত হয়, বিষ্ণু ও শিবের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই; যাহারা বেদ অথবা মন্ত্র বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, নাটক অভিনয় করে, কাব্য রচনা করে, অথবা ভৈষজ্যশাস্ত্রের উপর জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। যাহারা কৃতঘ্ন, কপটী, কূটযুক্তিপর অথবা অত্যভিমানী, যাহারা নিত্য রাজসেবা করিয়া থাকে, সর্ব্বদা দ্যূতক্রীড়া ও সুরাপান করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, গ্রাম ও অরণ্যে অগ্নি প্রদান করে, দুগ্ধ, ইক্ষুরস অথবা অন্য কোন রস বিক্রয় করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে নাই। শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে পূর্ব্বদিবসে অথবা শ্রাদ্ধদিনে যথোচিত সৎকার সহকারে অন্যূন তিনটী অথবা দুইটী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। নিমন্ত্রিত হইলে

* জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত ও অনগ্নিক থাকাতে যে কনিষ্ঠ পত্নী পরিগ্রহ ও অগ্নি গ্রহণ করে, শাস্ত্রানুসারে সে পরিবেত্তা এবং তাহার সেই অনগ্নিক ও অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ পরিবিত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা :—

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥

মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বিপ্রকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে এবং যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহারও সেইরূপ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকা আবশ্যক।

অনন্তর শ্রাদ্ধের দিবস অতি প্রত্যূষে উত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া কুতপকালে * শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিবে। দিবার অষ্টমভাগে,—ঠিক যে সময়ে দিবাকরের প্রখর তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক তাহাই কুতপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই সময়ে পিতৃকুলকে পিণ্ডদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়। স্বয়ম্ভু অপরাহ্নকাল পিতৃদিগের শ্রাদ্ধের উপযুক্ত কালরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; অতএব দ্বিজোত্তম-গণ সেই সময়েই হব্যকব্য দান করিবেন।

হে বিপ্রকুল! অকালে হব্যকব্য দান করিলে, তাহা রাক্ষসদিগের ভোগ্য হইয়া থাকে, পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না। উভয় সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতেও হব্যকব্য দান করিতে নাই। এই সকল নিষিদ্ধকালে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সে এবং ভোক্তা উভয়েই নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

অতঃপর পূর্ব্বনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া দৈব ও পিতৃপক্ষের

* দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত কুতপ নামে প্রসিদ্ধ :—

অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা।
তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপ স্মৃতঃ॥

মৎস্যপুরাণ।

ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। দৈবপক্ষে দুই এবং পিতৃ-পক্ষে তিন ব্রাহ্মণ, অথবা দৈবশ্রাদ্ধে এক এবং পিতৃপিতা-মহাদির শ্রাদ্ধে এক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ক্ষমতা থাকিলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে নাই। এইরূপে শ্রাদ্ধব্যাপারে অনুজ্ঞাত হইয়া দুইটী মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ এবং বৈশ্যের বর্ত্তুলাকার মণ্ডল কর্ত্তব্য;—শূদ্রের কেবল অভ্যুক্ষণ করিলেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অভাবে স্বীয় ভ্রাতা, পুত্র, অথবা আপ-নাকে নিয়োগ করিবে। পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমনাদি করিয়া বিপ্র নারায়ণের অর্চ্চনা করিবেন, এবং দ্বারদেশে ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "অপহত" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকর্ত্তা তিল ছড়াইয়া দিবে।

ভোক্তা ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধদিবসের রজনীতে স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবে এবং স্বাধ্যায় ও বেদাধ্যয়ন হইতে দূরে থাকিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! পথিক, আতুর ও নির্ধন ব্যক্তিগণ আম শ্রাদ্ধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে না পারে, দ্বিজের সাহায্য লাভ করিতে অসমর্থ হয়, সে কেবল অন্নপাক করিয়া পৈতৃক সূক্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে। যে ব্যক্তি নিতান্ত দীনহীন, যাহার সহায় নাই, সম্বল নাই, সে ধেনুকে কিঞ্চিৎ তৃণ দান করিবে; অথবা স্নান করিয়া বিধিবৎ তিলতর্পণ করিবে; কিম্বা বিজন বনমার্গে প্রবেশ পূর্ব্বক "আমি দরিদ্র, মহাপাপী, আমার কিছুই ক্ষমতা

নাই।” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে। তাহা হইলেই তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, সে দেবতাগণের তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে।

হে বিপ্রগণ! শ্রাদ্ধের পরবর্ত্তীদিবসে যে মানব পিতৃ-তর্পণ করেনা, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে কলুষিত হয়; তাহার বংশ শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে; তাহারা কখন বিপদে পতিত হয় না। পিতৃকুলের শ্রাদ্ধ করিলে বিষ্ণুর পূজা করা হয়। কি পিতা, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্বকিন্নর, কি অপ্সর বিদ্যাধর, কি মনুজ দনুজ; সকলই বিষ্ণু; তিনিই সর্ব্বভূতময়। যাঁহা কর্ত্তৃক স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি ইহার সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; তিনিই দাতা, তিনিই ভোক্তা। হে মুনিবর্গ! যাহা প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, যাহার সত্তা আমরা অনুভব করিতে পারি, এবং যাহা বিদ্য-মান নাই, তৎসমস্তই বিষ্ণুময়, তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনিই সমস্ত জগৎসংসারের আধারভূত, তিনিই সর্ব্বভূতাত্মক; তিনি অব্যয় ও অক্ষয়; তিনি অনুপমেয়; তিনিই হব্যকব্যভুক্। সেই সত্যস্বরূপ বিষ্ণু পরব্রহ্মাভিধানে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। হে বিপ্রকুল! তিনিই কর্ত্তা ও কারয়িতা।

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই পরম পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি আপনা-দিগের নিকট বর্ণিত হইল। এই বিধান সর্ব্বথা পালন

করিতে পারিলে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃকুল পরম পরিতোষ লাভ করেন, তাহার সন্তানসন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত-বিধি

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে আমি প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; আপনারা সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। বেদবিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে যাহার হৃদয় পবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি যে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করে, তাহাতেই সুফল লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহারা কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, তাহারা কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না; তাহারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই বিফল হইয়া যায়। হে মুনিগণ! হরিভক্তিহীন ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্ত খণ্ডন করিয়া বলিয়া থাকে যে, "আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কি হইবে?" কিন্তু তাহারা নিতান্ত মূঢ়, সেই জন্যই এইরূপ অযৌক্তিক কথা উচ্চারণ করে।

শতসহস্র নদী যেমন সুরাভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না, সেই প্রায়শ্চিত্তবিরোধী মূঢ়গণ সেইরূপ কিছুতেই আত্ম-শুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্পগ—এই চারিজন ব্যক্তি মহাপাতকী; এবং যে মূঢ় ইহাদের একজনের সহিত ক্রমাগত এক বৎসর ধরিয়া একত্রে ভোজন, একত্র শয়ন অথবা একত্র বসবাস করে, সে ব্যক্তি পঞ্চম মহাপাতকী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হে ঋষিকুল! স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলেই ব্রহ্মহত্যা হইল না; ব্রহ্মহত্যা বহুবিধ আছে। স্বহস্তে অথবা অপর লোক দ্বারা ব্রাহ্মণকে বধ করিলে তাহা ব্রহ্মহত্যা; সেইরূপ ব্রাহ্মণের গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি হরণ করিলে যদি তিনি দুঃখে—ক্রোধে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তির দুরাচরণে তিনি আত্মঘাতী হয়েন, তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ না জানিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মঘাতী চীরজটা ধারণ পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিবে এবং সেই নিহত বিপ্রের কপাল ধারণ করিয়া বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হত ব্রাহ্মণের কপাল না পাইলে অপর মৃত ব্যক্তির কপাল ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন স্বরূপ ধ্বজদণ্ডে ধারণ করা কর্ত্তব্য। সেই ব্রহ্মহা বন্য কন্দমূলফলে দিবসে একবার মাত্র পরিমিত ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে, সন্ধ্যাকালে উপবাসী থাকিবে, ত্রিকাল স্নান করিবে, হরির চরণ স্মরণ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরিত্যাগ করিবে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, গন্ধমাল্যাদি কদাপি ব্যবহার

করিবে না এবং পুণ্যতীর্থ ও পবিত্র আশ্রমসমূহে সময়ে সময়ে গমন করিবে। যদি তাহার বন্য ফলমূলাদির সংযোজনা না হয়, সে গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করিবে, এবং শরাবপাত্র করে ধারণ করিয়া বিষ্ণুচিন্তা করিতে করিতে ধীরভাবে গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে "আমি ব্রহ্মঘাতী।" এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্ব্বর্ণের অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই গৃহে সর্ব্বসমেত সাতটী বাটী পর্য্যটন করিবে।

নারায়ণকে নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে এই-রূপ ব্রতচারণ করিলে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং শীঘ্রই কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য হইয়া উঠিবে। ব্রতকালের মধ্যে যদি হিংস্রজন্তুর অথবা কোন রোগের আক্রমণে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়; কিম্বা যদি সে ব্যক্তি জলপতিত অথবা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত গো ও দ্বিজের প্রাণরক্ষা নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণ পরি-ত্যাগ করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। বিপন্ন গো-ব্রাহ্মণের উদ্ধারের পর সেই ব্রহ্মঘাতী যদি জীবিত থাকে, দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলেও সে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রকুলকে অযুত গো দান করিলেও ব্রহ্মহা শুদ্ধ হইতে সক্ষম হয়।

দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে হত্যা করিয়া ব্রহ্মহার ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিবে; অথবা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে, কিম্বা উচ্চ শৈলকূটে উত্থিত হইয়া বায়ুসাগরে ঝম্পপ্রদান

করিবে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে উহার দ্বিগুণ এবং আচার্য্যাদি বধে চতুর্গুণ কঠোরতা সহ্য করিবে। কিন্তু জাতিমাত্র বিপ্রকে হত্যা করিলে এক বৎসর মাত্র ঐরূপ ব্রত পালন করিবে; তাহা হইলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বিপ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে; ক্ষত্রিয় উহার দ্বিগুণ এবং বৈশ্য ত্রিগুণ পালন করিবে। শূদ্রের পক্ষে ত স্বতন্ত্র কথা। যে শূদ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে কলঙ্কিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে মুষল্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাজা মুষল্যের শাস্তিবিধান করিবেন; রাজারই আদেশানুসারে তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে। ব্রাহ্মণীবধে দ্বাদশ ব্রতচারণের অর্দ্ধেক এবং অনুপনীতা ব্রাহ্মণকন্যার বধে তাহার এক পাদমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। বিপ্র যদ্যপি ক্ষত্রিয়কে হত্যা করে, তাহা হইলে ছয় বৎসর, বৈশ্যবধে তিন বৎসর এবং শূদ্রের বধে এক বৎসর মাত্র কৃচ্ছ্র সহ্য করিবে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণীকে হত্যা করিলে আট বৎসর ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে। হে মুনিসত্তমগণ! বৃদ্ধ, আতুর, স্ত্রী ও বালক বালিকাগণের হত্যায় সর্ব্বত্রই সমান প্রায়শ্চিত্ত; সেরূপ হত্যাকারী ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে।

হে দ্বিজোত্তমবর্গ! সুরাপান মহাপাতক। এদেশে গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিন প্রকার সুরা প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে গৌড়ী গুড়, মাধ্বী মধুকবৃক্ষের

পুষ্প এবং পৈষ্টী পিষ্ট হইতে প্রস্তুত। চতুর্ব্বর্ণের নরনারী-গণ কখনও এই তিন প্রকার সুরা পান করিবে না।

হে মুনিগণ! দ্বিজ যদি অজ্ঞানবশতঃ জল মনে করিয়া সুরাপান করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মহত্যার সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেবল তাহার চিহ্ন ধারণ করিবে না। রোগ-নিবারণের নিমিত্ত ঔষধস্বরূপ সুরাপান করিলেও পাপে পতিত হইতে হয়; কিন্তু সে পাপ অতি সামান্য; দুইটী চান্দ্রায়নব্রত সম্পাদন করিলেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে। সুরাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন অথবা সুরা-ভাণ্ডোদক পান করিলে সুরাপানের সমান পাপ গ্রহণ করিতে হয়। হে দ্বিজগণ! গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী ব্যতিরেকে পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, আদ্বিক, মৈরেয় ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য আছে; বিপ্র ইহাদের একটীকেও কদাপি পান করিবে না; কেননা ইহাতেও মহাপাতক সঞ্চয় হইয়া থাকে। জানিয়া দূরে থাকুক, অজ্ঞানবশতও যদি কেহ ঐ একাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে একটী পান করে, তাহা হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার পুনর্ব্বার সম্পাদন করিতে হইবে; সেই সুরাপায়ী বিপ্র জ্বলন্ত সুরা পান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে। সুরাপানের এই সকল প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, এক্ষণে স্তেয়পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সমক্ষে, পরোক্ষে বলপূর্ব্বক অথবা গুপ্তভাবে সুবর্ণ পরিমাণে পরস্ব অপহরণ করিলে তাহা

স্তেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সুবর্ণ পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ইহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, আমি যথাযথ তাহা বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। হে মুনিগণ! গবাক্ষস্থিত রন্ধ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে যে ভাসমান রেণুজাল দেখিতে পাওয়া যায়; বুধগণ সেই এক একটী রেণুকে রজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ আটটী রেণুতে এক লিখ্য, তিনটী লিখ্যে এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গোসর্ষপ, ছয় গোসর্ষপে একটী যব; তিনটী যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাস, ষোল মাসে এক সুবর্ণ।

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ সুবর্ণপরিমাণেও ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে দ্বাদশাব্দ ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিবে; কেবল ব্রহ্মহত্যার নিদর্শন সেই কপাল ও ধ্বজ বহন করিবে না। গুরু, যজ্ঞকর্ত্তা, ধার্ম্মিক, অথবা বেদবিদ্ দ্বিজকুলের হেমহরণ করিলে যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। স্তেয়ী ব্যক্তি আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া স্বীয় সমস্ত দেহ ঘৃতে লেপিত করিবে এবং করীষে আচ্ছাদিত হইয়া অনলে দগ্ধ হইবে; তবে সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইতে সক্ষম হইবে। যদি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে আত্মপরিমাণে সুবর্ণ দিবে, অথবা গোসবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, কিম্বা সহস্র গো

অর্পণ করিবে। ব্রহ্মস্বাপহারী আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া যদি আত্মাপহৃত দ্রব্য পুনর্দান করে, তাহা হইলে আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? সে সান্তপন পূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস উপবাসী থাকিলেই শুদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাহাকে পতিত হইতে হইবে। রত্নাসন, মনুষ্য, স্ত্রী, ধেনু ও ভূম্যাদি হরণ করিলে সুবর্ণ হরণের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে দ্বিজসত্তমগণ! ত্রসরেণু পরিমাণে সুবর্ণ হরণ করিয়া সমাহিত মনে দুইবার প্রাণায়াম করিলেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। লিখ্য প্রমাণ সুবর্ণ হরণ করিলে তিনটী প্রাণায়াম, রাজসর্ষপ পরিমাণে চারিটী প্রাণায়াম, গৌরসর্ষপ প্রমাণে বিধিবৎ স্নান করিয়া অষ্ট-সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিবে; যবমাত্রে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত অবহিত মনে গায়ত্রী জপ করিবে; কৃষ্ণলমাত্রে সান্তপন পালন করিতে হইবে। মাসমাত্র সুবর্ণ হরণ করিলে পাপী গোমূত্রসিক্ত যবাগূ ভক্ষণ করিয়া তিন মাস নারায়ণকে নিরন্তর ধ্যান করিবে, তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সুবর্ণমাত্রার কিছু ন্যূন হেমহরণ করিলে উক্ত প্রকার কৃচ্ছ্র সহ্য করিয়া এক বৎসর থাকিবে এবং সম্পূর্ণ সুবর্ণমাত্রার হরণে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সুবর্ণমাণের অন্যূন রজত অপহরণ করিলে সম্যক্ সান্তপন অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা পতিত

হইতে হইবে। শত নিষ্ক পরিমিত রজত অপহরণ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতে শান্তিলাভের নিমিত্ত দুইটী চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। শত হইতে সহস্র নিষ্ক পর্য্যন্ত রজত হরণ করিলে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার অধিক হইলেই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সহস্র নিষ্ক পরিমিত কাংস্য পিত্তলাদি হরণ করিলে পারক্য নামক পাতক গ্রহণ করিতে হয়। রত্নাদির স্তেয়ে রজতবৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! গুরুতল্পগামী পাপীগণের প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় মাতা অথবা বিমাতায় উপগত হইলে স্বহস্তে নিজ মুষ্কচ্ছেদন করিবে এবং হস্তে সেই ছিন্ন মুষ্ক ধারণ পূর্ব্বক নৈঋ৾তদিকে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। নিজ বনিতাভ্রমে স্ববর্ণা কোন রমণীতে গমন করিলে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এরূপ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তুষানলে প্রাণত্যাগ করিবে, তবে শুদ্ধ হইতে পারিবে।

হে মুনিগণ! বিপ্র যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় পিতার ক্ষত্রিয় ভার্য্যাতে গমন করে, তাহা হইলে নয় বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিবে; এইরূপ পিতার বৈশ্যা ভার্য্যাতে ছয় বৎসর এবং শূদ্রাতে তিন বৎসর মাত্র ব্রহ্মহত্যাকৃচ্ছ্র পালন কর্ত্তব্য। মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা, আচার্য্য-ভার্য্যা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ, অথবা দুহিতাতে কামবশতঃ গমন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তদ্বিবরণ শ্রবণ করুন।

উহাদের মধ্যে যে কোন রমণীতে দুই দিবস সঙ্গত হইলে যথাবিধি ব্রহ্মহত্যার ব্রতধারণ কর্ত্তব্য ; অগ্নিদগ্ধ হইলেও এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সেইরূপ একবারমাত্র গমন করিলে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যার কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে হয়। কামানল নিবারণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি চাণ্ডালী, পুক্কষী, পুত্রবধূ, ভগিনী, মিত্রস্ত্রী ও শিষ্যপত্নীতে গমন করে, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া অথবা অনিচ্ছা বশতঃ সঙ্গত হয়, সে তিন বৎসরমাত্র ব্রহ্মহত্যার কৃচ্ছ্র সহ্য করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইবে। সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ এই বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হে মুনিসত্তমগণ! এক্ষণে মহাপাতকি-সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত বিষয় কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মঘাতী, স্তেয়ী, সুরাপায়ী ও গুরুতল্পগামী,—এই চারিজন মহাপাপী। ইহাদের মধ্যে যে কোন মহাপাতকীর সহবাসে কালযাপন করিবে, তাহারই সমান পাপী হইতে হইবে এবং তাহারই ব্রতপালন করিলে পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে। অজ্ঞানবশতঃ ইহাদের সহিত পঞ্চরাত্রমাত্র বসবাস করিলে সম্যক্ কায়কৃচ্ছ্র সহ্য করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে ; অন্যথা পতিত হইবে। দ্বাদশ রাত্রি সংসর্গে মহা সান্তপন, পঞ্চদশ রাত্রে দশ উপবাস, মাস সংসর্গে পরাক, তিন মাসে একটী চান্দ্রায়ণ, ছয় মাসে তিনটী চান্দ্রায়ণ, এবং এক বৎসরের কিঞ্চিন্ন্যূনে ছয় মাস ব্রহ্মহত্যাব্রত পালন কর্ত্তব্য।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! না জানিয়া মহাপাতকীর সহিত বাস করিলে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞান বশতঃ করিলে যথাক্রমে তৎসমস্তের পাঁচ পাঁচ গুণ গ্রহণ করিতে হয়।

হে মুনিবর্গ! জীবজন্তুদিগের প্রাণনাশে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে ক্রমান্বয়ে তৎসমস্তের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। মণ্ডুক, নকুল, কাক, বরাহ, মূষিক, মার্জ্জার, অজ, মেষ, কুক্কুর ও কুক্কুটাদির বধে একটীমাত্র কৃচ্ছ্র, অশ্ববধে তিনটী, হস্তিবধে সাতটী এবং গোবধে পরাক বিধেয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক গোবধ করিলে যে মহাপাতক সঞ্চিত হয়, তাহার আর কিছুতেই শান্তি নাই; সেই মহাপাতকী কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। যান, শয্যা ও আসনাদি এবং পুষ্প, ফলমূল ও ভোজ্যভক্ষ্যাদির অপহরণে পঞ্চগব্য প্রাশন করিলেই অপহারক শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শুষ্ক কাষ্ঠ, তৃণ, দ্রুম, গুড়, চর্ম্ম, বস্ত্র ও আমিষাদির অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। টিট্টিভ, চক্রবাক, হংস, কারণ্ডব, উলূক, সারস, কপোত, বলাকা, জালপাদ, শিশুমার ও কচ্ছপ;—এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে কোন একটীকে বধ করিলে দ্বাদশ দিবসের উপবাসেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

শূদ্র সকল বর্ণের অধম; সর্ব্বথা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত পালন, রেত ও বিণ্মূত্র ভোজন, অথবা তিনটী চান্দ্রায়ণ করিলেই শুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। রজস্বলা,

চণ্ডাল, মহাপাতকী, সূতিকা-পতিত ব্যক্তি, উচ্ছিষ্ট, অথবা রজকাদি অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে স্নান করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে এবং বিশুদ্ধমনে অষ্টশত গায়ত্রী জপ করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ঐ সকলের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুকে স্পর্শ করিয়া যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া পঞ্চগব্য প্রাশন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইতে পারিবে। স্নান, দান, ভোজন ও অধ্বর সময়ে যদি ঐ সকল পতিত ও পাপী ব্যক্তিগণের কণ্ঠরব শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভোক্তা ভুক্ত অন্ন তখনই বমন করিয়া ফেলিবে এবং স্নানপূর্ব্বক সেই দিবস উপবাসী থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে ঘৃতভোজন করিবে; তবে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রতাদির অনুষ্ঠানকালে যদি উহাদের বাক্য শ্রুতিগোচর হয়, অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে।

হে মুনিসত্তমগণ! দ্বিজ দেবনিন্দা মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত। যে নরাধমগণ দ্বিজ ও দেবতাকুলের নিন্দা করে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; তাহারা অসীম পাপ হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল পাতক ও মহাপাতক নিচয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তেরই প্রায়শ্চিত্ত এক্ষণে কথিত হইল। উপরি-উক্ত বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কিছুতেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারা যায় না। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নারায়ণের চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া যে

ব্যক্তি নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়; সে অন্তে সেই পরমানন্দময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপভার ক্রমে দুর্ভর হইয়া উঠে। হে ঋষিকুল! বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ তপ, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ গতি; বিষ্ণুই জীবের একমাত্র নিয়ন্তা। সেই সর্ব্বদেবময় অনাদি ও অনন্ত আদিদেব নারায়ণকে যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে স্মরণ করে, সে মহাপাতকী হইলেও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই সনাতন জগন্নাথকে স্মরণ করিলে, তাঁহাকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে, তাঁহাকে নির্ম্মল-হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করিলে, তাঁহার মোক্ষপ্রদ চরণতলে প্রণত হইলে জীবের সকল পাপ প্রশমিত হয়,—সকল যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া যায়। এমন কি মোহবশতঃ অনাময় নারায়ণকে পূজা করিলেও সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারা যায়। তবে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরম ভক্তিসহকারে সেই ভক্ত-বৎসল ভগবানকে পূজা করিলে যে, পরম ও অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি পাপ, তাপ ও কঠোর যন্ত্রণাদিতে নিপীড়িত হইয়া অকপট হৃদয়ে ভক্তিগদগদভাবে একবার মুরারি সনাতন হরিকে স্মরণ করে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, দুষ্টগ্রহ দমিত হয়, সকল যন্ত্রণা নিবারিত হয়; সে নির্ব্বিঘ্নে অনন্ত সুখের নিলয় স্বর্গধামে যাইতে পারে।

হে মুনীশ্বরগণ! ইহ জগতে কত পুণ্যবলে মানবজন্ম লাভ করিতে পারা যায়! সেই দুর্ল্লভ মানবজন্ম কে

অবহেলে হারাইতে পারে? কিন্তু এই মানবজীবনে হরিভক্তি অধিকতর দুর্লভা। হায়! এই মানবজন্ম তড়িল্লতার ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল,—নিরতিশয় অস্থির। এই ক্ষণস্থায়ি মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি নিত্য ও অনন্ত সুখলাভের বাসনা থাকে, তবে পশুপাশমোচক পরমেশ্বর হরিকে ভক্তিসহকারে পূজা করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিঘ্ন, সকল বিপদ, সমুদায় অন্তরায় বিনষ্ট হইবে; মন বিমল শুদ্ধি লাভ করিবে, পরম মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। নতুবা এ জগতে যাতায়াতই সার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে যে চারিটী পরম পুরুষার্থ আছে, হরিপূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণই নিশ্চয় তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অহো! এই মোহনিদ্রাসমাকুল মহা ঘোর সংসারে যাহারা নারায়ণের শরণাপন্ন হয়, তাহারাই কৃতার্থ; তাহাদেরই মানবজন্ম সফল।

এই সংসারের চারিদিকেই মোহ,—সর্ব্বত্রই মায়া। পুত্র, দারা, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনধান্য সেই সমস্ত মোহমায়াকে দ্বিগুণিত করিয়া মানবকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তাহার উপর আবার দুর্জ্জয় রিপুদল প্রবল হইয়া মানুষের সমস্ত জ্ঞান হরণ করে। অতএব এই মোহময়ী মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়া কেহ কখন দর্প করিও না; কেহ কখনও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বশীভূত হইও না; পরনিন্দা ও পরগ্লানি করিও না। বিষয় ব্যাপার ত্যাগ করিয়া কেবল নারায়ণের চরণাম্বুজ ভজনা করিবে। আর সময় নাই;—কাল সন্নিহিত। ঐ দেখ,

কৃতান্তনগরের প্রান্তস্থিত দ্রুমরাজি নয়নগোচর হইতেছে। অতএব, যতক্ষণ না জরা আসিয়া শরীরকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয় সমুদায় বিকল হইয়া পড়িতেছে, যতক্ষণ না মৃত্যুর করাল-ছায়া সর্ব্বাঙ্গে বিসারিত হইতেছে, ততক্ষণ হরির অর্চ্চনা কর। রে মানব! তুমি যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে এই অনিত্য মানবদেহে অনুমাত্র বিশ্বাস করিও না; ইহা যে কখন অসাড় হইয়া পড়িবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মনে করিতেছ, এই সংসারে চিরকাল থাকিবে; মনে করিতেছ, তোমার যৌবন, শ্রী, লাবণ্য, তেজোবীর্য্য, ধনগৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে?—ভ্রম! নিতান্তই ভ্রম! বিকট কালবেশে মৃত্যু যে অহরহ তোমার শিয়রে রহিয়াছে, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? নিশ্চয় জানিও মৃত্যুই তোমার একমাত্র নিয়তি। তবে আর দর্প করিও না; ধনযৌবনমদে মত্ত হইও না। নিশ্চয় জানিও সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবে; জায়মান সমস্ত দ্রব্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সার কথা—এই জগৎ সংসারের সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য—অসার। একমাত্র সেই সত্যস্বরূপ সনাতন হরিই নিত্য, অনন্ত, সার। অতএব ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা কর; তবে অত্যন্ত দুর্ল্লভ মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। মহাপাতকীও যদি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর ভজনা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। অকপট হৃদয়ে নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে যে পরমপুণ্য অর্জ্জিত হয়, গঙ্গাস্নান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সর্ব্বতীর্থ-সেবন, তাহার

ষোড়শ ভাগের একভাগও পুণ্য প্রদান করিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার তপোজপ, যাগ, যজ্ঞ, বেদ, শাস্ত্র ও তীর্থাদিতে কি হইবে ?

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! দেবর্ষি নারদ পরম পুণ্যাত্মা সনৎ-কুমারের নিকট প্রায়শ্চিত্তের উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু অনাদি ও অনন্ত, অক্ষয় ও অচ্যুত। তিনি ওঁঙ্কারগত, তিনি সকল দেবতার বরেণ্য ;—বেদান্তবেদ্য। যাহারা ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহারা পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

যমমার্গ বর্ণন।

মুনিগণ সূতমুখে প্রায়শ্চিত্ত-বিধির বিবরণ শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনে! আপনার নিকট বর্ণাশ্রম বিধি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আরও কয়েকটী বিষয়ের বিবরণ শুনিতে আমাদের পরম কৌতূহল জন্মি-য়াছে। হে তপোধন! শুনিয়াছি যমমার্গ অতি ভয়াবহ, কিন্তু তাহা কিরূপ তাহা কখনও শুনি নাই। সেই সঙ্গে,

দুঃসহ সংসার-যন্ত্রণা; সে যন্ত্রণা কিসে নিবারিত হয়, কিসে মোহান্ধ মানব পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে? ঐহিক ও নরকাদি কি প্রকার? তৎসমস্ত বিষয়ও যথাযথ বর্ণন করিয়া আমাদিগের দারুণ কৌতূহল নিবারণ করুন।"

সূত বলিলেন, "হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি সর্ব্বাগ্রে ভীষণ যমমার্গের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা অবহিত মনে শ্রবণ করুন। হে ঋষিকুল! যমমার্গ অতি দুর্গম ও ভয়াবহ; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ নহে। যাঁহারা ইহজীবন কেবল পুণ্যানুষ্ঠানে যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সুগম ও সুখপ্রদ; দুরাচার পাপিগণই তাহাতে দুঃসহ কষ্ট পাইয়া থাকে। হে মুনীশ্বরগণ! যমমার্গ অতি বিস্তৃত; তাহার বিস্তার ষড়শীতি সহস্র যোজন। যে মানবগণ দান, ধ্যান ও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাল অতিবাহিত করেন, তাঁহারা সুখে সেই সুবিস্তৃত শমনভবনে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন; কিন্তু অধর্ম্মাচারী দুর্ব্বৃত্তগণের কষ্টের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। পাপিগণ ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলে বিকট প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যমলোকে নীত হইয়া থাকে। অহো! তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, শাস্তি নিতান্ত দুর্ব্বিষহ। সেই সময়ে তাহারা বিবস্ত্রবেশে অতি ভীষণ যন্ত্রণা সহকারে শমনভবনে তাড়িত হয়; দারুণ তৃষ্ণায় তাহাদের তালুকা শুষ্ক, ওষ্ঠাধর বিদগ্ধ। ভীমদর্শন যমদূতগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নানাবিধ কঠোর অস্ত্রে তাড়িত হইয়া শ্রবণবিদারক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে

সেই হতভাগ্যগণ পশুবৎ চালিত হইতে থাকে। অস্থিভেদি ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ভাগ্যেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে ভয়ঙ্কর যম-মার্গের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি,—শ্রবণ করুন। সেই ভয়াবহ শমনমার্গের সর্ব্বত্র নানা সঙ্কট! তাহার কোথাও পঙ্ক, কোথাও বহ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দ্দম, কোথাও তপ্ত সৈকত, আবার কোথাও বা তীক্ষ্ণধার শিলারাশি বিরাজ করিতেছে! তাহার কোন স্থলে জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি, কোন প্রদেশে প্রচণ্ড শিলারাশি, কোথাও মুষলধারে সলিলরাশি, আবার কোথাও বা তীক্ষ্ণ শস্ত্র, উত্তপ্ত জল, বিকট ক্ষার-কর্দ্দম বর্ষিত হইতেছে! প্রলয় প্রভঞ্জন যেন সহস্র বহ্নিশিখা উদ্গীরণ পূর্ব্বক ভীমরবে প্রবাহিত হইতেছে! অত্যুষ্ণ কর্দ্দমরাশি সেই ভীষণ বায়ুবেগে চালিত হইয়া ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে! দুরারোহ কণ্টকতরু সমূহের শাখাজাল ভয়াবহ মড়্ মড়্ শব্দে ভগ্ন হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইতেছে! স্থানে স্থানে অন্ধকার,—গাঢ়—নিবিড়—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না! স্থানে স্থানে কণ্টকাবরণ, অত্যুচ্চ বন্ধুর সানু, তিমিরাবৃত ভয়ঙ্কর কন্দর। হতভাগ্যগণ নিষ্ঠুর শমনদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই সকল সানুর উপরিভাগে উঠিতেছে, আবার কেহ কেহ সেই সমস্ত কন্দরে প্রবেশ করিতেছে। স্থানে স্থানে শর্করা, লোষ্ট্র ও সূচিতুল্য কণ্টকজাল! কোথাও পিচ্ছিল শৈবালরাশি পতিত, কোন স্থানে তীক্ষ্ণ কীলক

সমূহ উদ্যত। কোন দিকে মদমত্ত মাতঙ্গগণ বিকট বৃংহন সহকারে ভীমবলে ধাবমান হইতেছে; তাহাদের পদভরে ভূমিতল কম্পিত, ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত!

হে মুনিসত্তমগণ! পাপিকুল এইরূপ বহুবিধ ক্লেশে নিপীড়িত হইয়া বিকট আর্ত্তনাদ ও শ্রবণবিদারক রোদন সহকারে যমালয়ে প্রবেশ করিতেছে। কেহ গলদেশে পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া ভীষণ অঙ্কুশাঘাত সহ্য করিতে করিতে ধাবমান হইতেছে। কাহার নাসাগ্রে, কাহার কর্ণে, কাহার গলদেশে, কাহার গাত্রে, কাহারও বা পাদাগ্রে রজ্জু বন্ধন করিয়া যমদূতগণ ভীববলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! তীক্ষ্ণ কণ্টক ও উত্তপ্ত কঙ্করাদিতে হতভাগ্যদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে! কাহার শিশ্নাগ্রে, কাহার নাসাগ্রে, এবং কাহারও বা কর্ণযুগলে দুর্ভর লৌহপিণ্ড স্থাপিত; সেই দুর্ব্বহ ভার বহন পূর্ব্বক তাহারা অতিকষ্টে গমন করিতেছে; তথাপি নিস্তার নাই। কেহ কেহ যমদূত কর্ত্তৃক ভীষণ অঙ্কুশে তাড়িত হইয়া স্খলিতপদে ধাবমান হইতেছে। কেহ নিরুচ্ছ্বাস ভয়ে ভীত; কাহার বা নয়নযুগল দৃষ্টিহীন। আহা! হতভাগ্যগণ যে ভয়াবহ পথ দিয়া তাড়িত হইতেছে; তাহার কুত্রাপি একটী বৃক্ষ নাই, পুষ্করিণী নাই। সুতরাং উৎকট রৌদ্রে তাহাদের ব্যথিত অঙ্গ দ্বিগুণতর ব্যথিত; নিদারুণ তৃষ্ণায় তাহাদের কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, অনুতাপের নরকানলে তাহাদের হৃদয় বিদগ্ধ! আহা! হতভাগ্যদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়! পাপের পরিণাম ঘোর হৃদয়দারণ!

হে মুনীন্দ্রমণ্ডল! যাঁহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল ও সুবুদ্ধিমান; তাঁহারা অতীব সুখ ভোগ করিতে করিতে শমনমার্গে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা পৃথিবীতে অন্নদান করেন, তাঁহারা সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিতে করিতে গমন করেন; জলদাতা, তক্রদাতা ও দধিদানকর্ত্তা উত্তম ক্ষীর এবং ঘৃত, মধু ও ক্ষীরদাতা সুধা পান পূর্ব্বক পরম সুখে অগ্রসর হয়েন। শাকদাতা পায়স ভোজন এবং দীপদাতা বিমল আলোকে দশদিক বিভাসিত করিতে করিতে গমন করেন। হে বুধশ্রেষ্ঠগণ! বস্ত্রদাতা দিব্য বসনে সজ্জিত হইয়া এবং অলঙ্কারদাতা নরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতে হইতে যাইয়া থাকেন।

হে মুনিসত্তমগণ! গোদাতার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভূমিদাতা ও গৃহদাতা অপ্সরাগণসেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার সুখপ্রদ ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করেন। অশ্বদাতা, যানদাতা ও রথদাতা দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া নানা প্রকার সুখভোগ করিতে করিতে যান। যাঁহারা ফল পুষ্পাদি দান করেন, তাঁহারা অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাম্বূলদাতা তুষ্ট-হৃদয়ে যমমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েন; যিনি পিতামাতা, যতি ও ব্রহ্মচারিগণের শুশ্রূষায় সর্ব্বদা রত থাকেন, তিনি মুহুর্মুহু অমরগণে পূজিত হইয়া শমনভবনে প্রবেশ লাভ করেন। বিদ্যাদাতা ও পুরাণপাঠক মানব কমলযোনির আত্মজ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া থাকেন। এইরূপে ধার্ম্মিকগণ নানা সুখ এবং পাপিগণ

অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যমালয়ে প্রবেশ করেন।

হে দ্বিজোত্তমগণ! সৎকর্ম্মশীল পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ ঐরূপ নানা সুখ ভোগ করিয়া শমনভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র যমরাজ শঙ্খচক্রগদাদিশোভিত চতুর্ভুজ উত্তোলন পূর্ব্বক পরম স্নেহভরে তাঁহাদিগকে মিত্রবৎ আলিঙ্গন করিয়া বলিবেন, "হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, নরকভীরু, সাধুগণ! তোমরা যে পুণ্য করিয়াছ, তাহাতে এই পর-লোকে পরম সুখ ভোগ করিবে। দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে মূঢ় পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, সে মহা-পাতকী,—সে আত্মঘাতী। মনুষ্যজীবন অনিত্য, কিন্তু এই অস্থির জীবনে যে নিত্য ও অনন্ত জীবন লাভ করিতে চেষ্টা না করে, যে নিত্যবস্তুর সাধনা না করে, সে নিতান্ত মূঢ়; তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? মানবদেহ যাতনার মন্দির, তাহাতে আবার তাহা মলাদি দ্রব্যে পরিপূরিত, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহে যে বিশ্বাস করে, সে আত্মঘাতক। এই জগৎসংসার ভূতসমূহের সমষ্টিমাত্র। প্রাণিগণ সেই সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠ; প্রাণির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী; বুদ্ধিমান জীবদিগের মধ্যে নর শ্রেষ্ঠ; নরের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্; বিদ্বানের শ্রেষ্ঠ কৃতবুদ্ধি; কৃতবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা; কর্ত্তার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী। এই ব্রহ্মবাদীর আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ধেয় নির্গম নামে আখ্যাত। হে পুণ্যাত্মন্! ইহাঁদেরও শ্রেষ্ঠ আছেন; তিনি নিত্য ধ্যানপরায়ণ। বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় তিনি গভীর

নিমগ্ন। অতএব, প্রাণপণে ধর্ম্মসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য; ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগের আধার স্থানে গমন কর। যদি জীবনে কিছু দুষ্কৃতি করিয়া থাক, তাহার প্রতিফল সেই স্থলেই ভোগ করিবে।”

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! ধর্ম্মরাজ ঐরূপে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে সদ্গতি অর্পণ করিবেন এবং পরে সমস্ত পাপিদিগকে আহ্বান করিয়া ভীষণ কালদণ্ডে তাড়না করিতে থাকিবেন। সে সময়ে তাঁহার আকৃতি অতি ভয়াবহ। তাঁহার দেহ অঞ্জনগিরিসদৃশ ঘোর কৃষ্ণ ও প্রকাণ্ড; তাহা যোজনত্রয় বিস্তৃত; বিদ্যুৎ-প্রভান্বিত; দ্বাবিংশদ্ভুজসংযুক্ত! তাঁহার নয়নযুগল গভীর আরক্ত ও বাপীবৎ বিশাল; নাসিকা* দীর্ঘ; বদনমণ্ডল করাল দশন পংক্তিতে বিকৃত! তাঁহার চতুর্দ্দিকে মৃত্যু ও জ্বরাদি বিকটবেশে বিরাজ করিতেছে! অতঃপর তাঁহার অনুমতিক্রমে ভীমাকৃতি চিত্রগুপ্ত সেই পাতকিদিগকে কঠোরস্বরে তিরস্কার করিবেন। হে মুনিগণ! বিভীষণ চিত্রগুপ্ত প্রলয়জলদরবে গর্জ্জন করিয়া ভীত, চকিত ও কম্পমান পাপিদিগকে বলিতে লাগিলেন, “রে, রে, পাপী, দুরাচারগণ! বৃথা গর্ব্ব ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলি, তাহার ফলভোগ কর। মূঢ়গণ! তোরা নিতান্তই অবিবেকী; নতুবা কাম ক্রোধাদিতে উন্মত্ত হইয়া পশুবৎ তত দুষ্কর্ম্ম করিবি কেন? নতুবা পৃথিবীতে যাহা কিছু পাপময়, তাহারই অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইবি কেন?

দুর্ব্বৃত্তগণ! পূর্ব্বে যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নানা প্রকার পাপ করিয়াছিলি; এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর; তবে আর অদ্য বৃথা দুঃখিত হইতেছিস্ কেন? তোদের দুর্ব্বৃত্ততায় কত শত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; পরিশেষে এই বিচারস্থানে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা কি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলি? হারে মূঢ়বর্গ! যে স্ত্রীপুত্র, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে সুখে রাখিবার জন্য নানা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলি, তাহারা কর্ম্মবশে কোথা গিয়াছে; আর তোরা এই স্থানে কষ্টভোগ করিতেছিস্! আর এখন অনুতাপ করিয়া কি হইবে? পরের অনিষ্ট করিয়া, পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তোরা যে নিজ নিজ পুত্রকলত্রদিগকে পোষণ করিয়াছিলি, তাহারা অন্যত্র গমন করিয়াছে; কিন্তু তোরা তৎসমস্ত পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিস্; আহা, তোদের অবস্থা কি শোচনীয়! কিন্তু ইহাতে আর দুঃখের কি কারণ আছে? তোরা যেরূপ পাপ করিয়াছিলি, অদ্য তাহারই উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে; তবে ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? তোরা নিশ্চয় জানিস, ধর্ম্মরাজ কখনও কাহার প্রতি পক্ষপাত করেন না। তিনি ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া সকলের যথাযোগ্য বিচার করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি তোদের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করিবেন না। তবে তোরা যেরূপ পাপ করিয়াছিস্, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি। এখন নিজ নিজ পূর্ব্বকর্ম্মের বিষয় বিচার করিয়া দেখ। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বীর, কি ভীরু,

সকলেরই শিরে যম সদাসর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, ইহা যেন দৃঢ়ধারণা থাকে।”

চিত্রগুপ্তের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য পাপিগণ বিষম ভয়ে আকুলিত হইল। কিন্তু তাহারা কি করিবে? আর উপায় নাই; পূর্ব্বে যাহা করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহারা স্ব স্ব দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

অতঃপর চণ্ডাদি ভীমমূর্ত্তি যমদূতগণ সেই পাতকিদিগকে ভয়াবহ নরকসমূহে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথায় তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ পূর্ব্বক পাপমুক্ত হইয়া মহীতলে নিক্ষিপ্ত হইল এবং এখানে স্থাবরাদি হইয়া রহিল।

পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূতের নিকট এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণে ঋষিকুল দারুণ সংশয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—“হে ভগবন্! আমাদিগের মনোমধ্যে বিষম সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে; সে সন্দেহ একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই ছেদন করিতে সমর্থ নহেন; কেননা আপনি ভগবান্ ব্যাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। দয়াময়! আপনি বিবিধ ধর্ম্ম ও পাপ এবং তৎসমস্তের ফলভোগের বিষয় বর্ণন করিলেন। পাপপুণ্যের ফল যে চিরকাল ভোগ করিতে হয়, তাহাও কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু, প্রভো! এ সকল বিষয়ে আমাদের এই বিষম সন্দেহ উপস্থিত

হইতেছে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে পাপপুণ্যের ফল অনন্ত কাল ধরিয়া কি প্রকারে ভোগ করা যাইতে পারে? ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মার দিবসাবসানে ত্রিলোক নষ্ট হইয়া যাইবে এবং পরার্দ্ধ দ্বিতয়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইবে। আরও আপনি বলিয়াছেন যে, গ্রামাদি দান করিলে সহস্রকোটিকল্প ধরিয়া দাতা তাহার সুফল ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু হে ব্যাসবল্লভ! সেই মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়সলিলে বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাদের ফলভোগ কোথায় থাকিবে? তাঁহারাই বা কোথায় থাকিবেন? আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, সেই মহাধ্বংসকালে একমাত্র জগন্ময় বিষ্ণু অবশিষ্ট থাকিবেন। তবে, পাপ ও পুণ্যের ফলভোগের সমাপ্তি কি প্রকারে হইবে? দয়ার্ণব! আমাদিগের এই ঘোর সংশয়চ্ছেদন করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।"

মুনিগণের এই সারগর্ভ বিচিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পুরাণতত্ত্ববিৎ সূত তাঁহাদিগকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগবৃন্দ! অদ্য আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা গুহ্যেরও গুহ্যতম; এক্ষণে আমি ইহার উপযুক্ত উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা অনন্যমনে শ্রবণ করুন। হে মুনিগণ! সনাতন নারায়ণ অক্ষর, অনন্ত এবং পরম জ্যোতিস্বরূপ। তিনি বিশুদ্ধ, নিত্য ও মহামোহবর্জ্জিত। যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণবৎ প্রকাশ পান, এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও শিবভেদে ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; যিনি ব্রহ্মারূপে সমস্ত জগৎসংসার সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন এবং অন্তে রুদ্ররূপে সমস্ত ধ্বংস করিতেছেন; সেই জগন্ময় বিষ্ণু জনার্দ্দন প্রলয়ান্তে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরূপে এই বিশ্বচরাচরকে আবার পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করেন; স্থাবরজঙ্গমাদি পূর্ব্ব হইতে যেরূপ হইয়া আসিতেছে, পরেও সেইরূপ হইবে; তরু, লতা গুল্মাদি; সেই গিরি, প্রান্তর, নদী; সেই পশুপক্ষী, মানব, দানব যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি আবার পূর্ব্ববৎ জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব মানবগণ পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ না করিবে কেন? হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এ জগতে কোন পদার্থেরই সত্তা একবারে নষ্ট হইয়া যায় না; কেননা তৎসমস্তই পরমাণু হইতে গঠিত; পরমাণু নিত্য ও অক্ষয়। ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফল কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং ইহ জগতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে জগন্ময় নারায়ণ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; যিনি বিশ্বোদ্ভব; যিনি গুণভেদে জগৎসংসার সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন; তিনিই পরিপূর্ণ সনাতনরূপে সর্ব্বকর্ম্মের ফল স্বয়ং ভোগ করেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জীবের নিয়তি।

হে মুনিবৃন্দ! এ জগৎ সুখদুঃখ উভয়েরই লীলাস্থল। জন্তুগণ কর্ম্মপাশে নিযন্ত্রিত;—কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার উপযোগী ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে; ইহা স্থির;—ইহাই জীবের নিয়তি। এই কঠোর ও অবশ্যম্ভাবী নিয়তির হস্ত হইতে কেহ কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া কর্ম্মাবসানে ইহলোকে পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক স্থাবরাদিকুলে জন্মগ্রহণ করে। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ ও গিরি প্রভৃতি স্থাবর নামে অভিহিত। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য সুখভোগ করিতে পারে না। প্রাকৃতিক পীড়নে তাহাদিগকে নিরন্তর নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল প্রভৃতি নানা উপসর্গ উত্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার করে। এই যে সম্মুখে প্রকাণ্ড কাণ্ডবিশিষ্ট মহীরূহরাজি নয়নগোচর হইতেছে; এখনই প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়া ইহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে, এখনই ভীষণ বজ্রাঘাতে ইহাদের শাখাপ্রশাখা দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে, এখনই দাবানল উৎপন্ন হইয়া ইহাদিগকে সমূলে ভস্মসাৎ করিতে

পারে। হে ঋষিকুল! যে বৃক্ষ এককালে উন্নতমস্তকে আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ অথবা ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুতে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় না। কালে তাহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া কখন মাংস, আবার কখনও বা কন্দমূলাদি আহার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে; দুর্ব্বল প্রাণিগণের উপর সর্ব্বদা পীড়ন করে; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অপর অপর জীবের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তাহাদিগকেও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তদন্তে অপর যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবগণ কখন বায়ু, কখনও বা মেধ্যাদি অশন পূর্ব্বক নিত্য নানা দুঃখে—কষ্টে জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহার পর তাহারা গবাদি গ্রাম্য পশুকুলে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র সুখ-লাভ করিতে পারে না। নিষ্ঠুর মানবগণের অত্যাচারে তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়; তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, যষ্টিতাড়িত, এবং প্রায়ই নিহত হইয়া থাকে। দুঃসহ স্বজাতিবিয়োগরূপ ক্লেশও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা কি করিবে? মনুষ্য তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলবান্।

হে মহাভাগবৃন্দ! এইরূপে বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে তাহারা মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার সহজে নহে; জীবনের মধ্যে কচিৎ যদি তাহারা অল্প পুণ্য করে, তাহা হইলেই এই সুদুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্য হইয়াও সুখ পায় না; হতভাগ্যদিগকে প্রথমে

অতি নিকৃষ্টকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; তাহার পর কর্ম্মানুসারে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কুলে উত্থিত হইতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তাহারা ব্যাধ, চণ্ডাল, চর্ম্মকার, রজক, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, বণিক ও জটাশিখাদির কুলে জন্মগ্রহণ করে; তাহাতেও নিস্তার নাই। দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, পরিতাপাদিতে তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। তাহাতে আবার কাহার কাহারও এক একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব অথবা আধিক্য হইতে দেখা যায়। কেহ কাণ, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির, কেহ মূক, কেহ বা অন্ধ; কাহারও বা একটী পদ, হস্ত, অথবা অন্য কোন অঙ্গ অধিক। কেহ শিরোরোগ, কেহ উদরাময়, কেহ বা হৃদ্বেদনাদিতে নিরন্তর নিপীড়িত হইতে থাকে।

হে মুনিবৃন্দ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে পুরুষের শুক্র জরায়ু-কোষে প্রবিষ্ট হইলে জীব কর্ম্মবশে তৎসহ সেই জরায়ু মধ্যেই প্রবেশলাভ করে এবং শুক্রশোণিতের সংমিশ্রণে গঠিত হইতে থাকে। এইরূপে জীব জন্মগ্রহণ করিলে পঞ্চদিবসে তাহা কলল, অর্দ্ধমাসে পলল এবং একমাসে প্রাদেশ প্রমাণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর হইতে বায়ুবশে ক্রমে তাহার চৈতন্য উদিত হওয়াতে সে স্বীয় জননীর জঠরস্থ উৎকট তাপক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমাগত নড়িয়া বেড়ায়। দুইমাস পরিপূর্ণ হইলে পুরুষাকার, এবং তৃতীয় মাস পূর্ণ হইলে কর, চরণাদি অবয়বে সজ্জিত হইয়া থাকে। তাহার পর চতুর্থ মাস অতীত হইলে গর্ব্ভস্থ জরায়ুর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট

হয়; পঞ্চম মাস অতীত হইলে নখাদির রেখাপাত; ষষ্ঠ মাস পরিপূর্ণ হইলে নখাদির পরিস্ফুটতা; সপ্তম মাস অতীত হইলে রোমাদির পরিস্ফূরতা এবং অষ্টম মাসের প্রারম্ভে তাহার শরীরে চৈতন্যের স্ফূরতা জন্মে। শিশু স্বীয় নাভিসূত্রে পুষ্যমান হইতে হইতে অমেধ্য মূত্রে সিক্ত হইয়া জরায়ু দ্বারা বন্ধিত হইয়া থাকে।

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! অষ্টম মাসে গর্ব্ভস্থ শিশুর উক্তরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইলে জননীর কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ ও রুক্ষাদি রসে দহ্যমান হইয়া অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে থাকে। তৎকালে তাহার মনোমধ্যে নানা দুঃখের চিন্তা উত্থিত হয়। সে সেই সমস্ত চিন্তায় আকুল হইয়া এই বলিয়া মনে মনে বিলাপ করে;—"হায়! হায়! আমি কি পাপী; কি হতভাগ্য! পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থ কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছি,—কত লোকের ধনধান্য ও ক্ষেত্রগৃহাদি অপহরণ করিয়া তাহা-দিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত লোকের স্ত্রী হরণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম শোকশেল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। হায়, আজি তাহার ফলভোগ করিতেছি; কত যোনি ভ্রমণ করিয়া অদ্য মনুষ্যকুলে জন্মিয়াছি; তথাপি কত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে! জরায়ুতে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্প্রতি অন্তর্দুঃখ ও বহিস্তাপে নিরন্তর বিদগ্ধ হইতেছি। আমি তত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যে দারাপুত্রগণকে ভরণপোষণ করিয়াছিলাম, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মবশে এখন অন্যত্র গমন করিয়াছে; আর আমি

এই কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অহো! দুঃখ—বিষম দুঃখ,—উৎকট অসহ্য দুঃখ;—দেহীদিগকে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। হায়! এই দেহই পাপ হইতে জনিত; অতএব আর যেন কেহ কখনও পাপ না করে। ভৃত্য, মিত্র ও পুত্রকলত্রদিগের জন্য আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছি; আজি সেই সমস্ত পাপে জরায়ুবেষ্টিত হইয়া বিষম দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। হায়! আমি কি পাষণ্ড! কি হতভাগ্য! পূর্ব্বে পরের সৌভাগ্য দেখিয়া অসূয়ায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিলাম, এক্ষণে কঠোর গর্ব্ভানলে দগ্ধ হইয়া মরিতেছি। পূর্ব্বে আমি কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্ট করিয়াছিলাম, সেই পাপে আমি একাকী আজি এত কষ্টভোগ করিতেছি।" এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া দুঃখনিবারণার্থ সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও মানবদিগের পূজিত নারায়ণের চরণকমল ধ্যান করিতে থাকিবে এবং প্রসবকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মবায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া, মাতার দুঃখ উৎপাদন করিয়া যোনিমার্গ দিয়া অতি কষ্টে নিষ্ক্রান্ত হইবে। তাহার পর বাহ্যবায়ু তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। বাহ্যবায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইবামাত্র তাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়; সে অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখপুঞ্জ ভুলিয়া গিয়া বিষম কষ্টে পতিত হয়।

জননীর গর্ব্ভ হইতে নির্গত হইয়া শিশু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহার জ্ঞান নাই, বিবেচনা নাই, সদসৎ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। সে সম্মুখে যাহা

পায়, তাহাই ধরে; যাহা পায়, তাহাই উদরসাৎ করে। মল, মূত্র, সর্প ভেকাদি তাহার কিছুই বিচার থাকে না। সে এতদূর জ্ঞানহীন যে, নিজ মলমূত্রই ভোজন করিতে থাকে। ইহাতে তাহার নানাপ্রকার পীড়া জনিত হয়। এইরূপে কখন সে আধ্যাত্মিক, কখনও আধিভৌতিক, কখন বা আধিদৈবিক কষ্টে নিপীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশে কালযাপন করে; কিন্তু কি কষ্ট হইতেছে; তাহাকে কিরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে, তাহার কিছুই সে বলিতে পারে না। শিশু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া রোদন করিতে থাকে, তাহার জননী মনে করেন সন্তানের উদরে বেদনা হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ঔষধ প্রয়োগ করেন; সুতরাং শিশুর প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হয় না। তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হয় না; সে অবিরত রোদন করিতে থাকে।

ক্রমে শিশু স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে; কিন্তু তখনও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র পরিস্ফুট হয় নাই। সে যেখানে ইচ্ছা গমন করে, যাহা অভিলাষ তাহাই ভোজন করে; কখন ধূলা, কখন ভস্ম, কখনও বা কর্দ্দম মাখে; পথে, গোষ্ঠে, মলকুণ্ডে, নানা অশুচি স্থানে খেলা করিয়া বেড়ায়; সমবয়স্কদিগের সহিত কলহ করে, মারামারী করে; অপরের অনিষ্ট করে। সে এইরূপ নানা প্রকার অন্যায় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। তাহাকে কুকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য তাহার পিতা, মাতা, শিক্ষক তাড়না করেন; কখন কখন প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত

হয়েন না। সুতরাং শিশু সে জীবনে আর অণুমাত্র সুখ পায় না।

শৈশবের সুকুমার বয়স অতীত হইল; ক্রমে যৌবনের স্ফূর্ত্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান হইল। সে আর তখন বালক নহে। হয়ত সে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছে, অথবা শিক্ষাভাবে মূর্খ হইয়াই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে অর্পিত। সুতরাং তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক। যুবক অর্থের অনুসন্ধানে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই যৌবনের উল্লাসময় জীবনেই তাহার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। সে কষ্টশ্রেষ্ঠে অর্থ উপার্জ্জন করিল; কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সেই ধন কিসে নষ্ট বা অপহৃত না হয়, কিসে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিসে সে ধনী লোক হইতে পারে; এই আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা উদ্বেজিত হইতে লাগিল। হয়ত সে রাশীকৃত ধন উপার্জ্জন করিতে পারিল, কিন্তু তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তাহার উপর আবার তাহার মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃথা গর্ব্ব, মত্ততা, অসূয়া ও অহঙ্কার উদিত হইয়া তাহাকে অন্ধ করিল। পরের ধন দেখিয়া তাহার হিংসা উদ্রিক্ত হইল, পরের স্ত্রী দেখিয়া সে কামোন্মত্ত হইল।

যৌবনের প্রখরতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িল। সে পুত্রপৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবীন বয়সে পদার্পণ করিল। কিন্তু তাহাতেও সে সুখ পাইল না। মনে করিয়াছিল পুত্রের মুখকমল দেখিয়া সংসারজ্বালা অবহেলা

করিবে, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কর্ম্মদোষে তাহার সন্তানগণ রোগে, কেহ বা কালগ্রাসে পতিত হইল; সুতরাং তাহার দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। বিষম মনোদুঃখে কাতর হইয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল;— "গৃহক্ষেত্রাদি কর্ম্ম ও কার্য্য কিছুই বিচার করিয়া দেখি নাই; সেইজন্য এক্ষণে এত কষ্ট পাইতেছি। সম্বন্ধ কুটুম্বের নিকট কি প্রকারেই বা বৃত্তি স্বীকার করি? আমার মূলধন নাই; পৃথিবীতেও বারিবর্ষণ হয় না! এক্ষণে আমার উপায় কি? আমার অশ্ব কোথায় পলায়ন করিয়াছে; গাভীসকলও আসিতেছে না। আমার ভার্য্যা বালাপত্যা; আমি রুগ্ন ও নির্ধন। হায়, অনাচারে আমার কৃষি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পুত্রগণ আহারাভাবে নিত্য রোদন করিতেছে; আমার বাটী ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; বন্ধুবান্ধবগণও নিকটে নাই; কোথাও একটী বৃত্তি খুঁজিয়া পাই না;— রাজা তাহাতে বাধা দেন;—সে বাধা অতি দুঃসহ। এদিকে রিপুগণও নিরন্তর নানা বাধাবিপত্তি উত্থাপন করিতেছে; তাহাদিগকেই বা কি উপায়ে জয় করি? ব্যবসায় করিয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব; তাহারও কোন ক্ষমতা নাই। হায়, আমি নিতান্ত অপদার্থ। আমার আর উপায় কি? ধিক্, আমার জীবনে শত ধিক্! এই অকিঞ্চিৎকর দুর্ব্বহ জীবন বহন করিয়া আমার ফল কি?"

ক্রমে মানব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে জরা আসিয়া দেখা দিল; তাহার কেশ পলিত, গাত্রচর্ম্ম লোলিত, দন্ত গলিত হইল। সর্ব্বাবয়ব শোভাহীন হইয়া

পড়িল। ইন্দ্রিয়াদির বল ক্ষুণ্ণ হওয়াতে সে বধির, অন্ধ, ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত অশক্ত হইল। একে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর আবার শ্বাসকাশাদি দুরূহ রোগ আসিয়া আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ যষ্টি ব্যতিরেকে পদমাত্র যাইতে পারে না; দণ্ডের উপর ভর দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আইসে; উচ্ছ্বসিত শ্লেষ্মায় তাহার নয়নযুগলও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে পুত্রদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এককালে সে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, আজি তাহারা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভৎর্সনা করিতে থাকে, অনুদিন তাহার মৃত্যুকামনা করে। তাহাদের আচরণে বৃদ্ধ যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া আত্মদ্রোহিতায় উদ্বিগ্ন হইতে থাকে। "হায়! কবে আমি মরিব? কবে সংসারজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইব?" তখন বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে; কিন্তু তথাপি সংসারের মায়া ভুলিতে পারে না। "আমি মরিলে আমার অর্জ্জিত গৃহক্ষেত্রাদি মদীয় পুত্রগণ কি প্রকারে রক্ষা করিবে? হায়! এত পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জ্জন করিয়া যাইলাম, হয়ত তৎসমুদায় অপরের হস্তগত হইবে! তাহা হইলে আমার পুত্রদিগের ভাগ্যে কি হইবে? তাহারা কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে?" এইরূপ নানা চিন্তায় আকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবে। ক্রমে যখন ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিবে, জীবনের সমস্ত আশাভরসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; মৃত্যুর বিকটমূর্ত্তি শিয়রে আসিয়া

বিরাজ করিতে থাকিবে; তখন কঠোর যন্ত্রণায় কাতর হইয়া রোগী ক্ষণ শয্যায়, ক্ষণ মঞ্চের উপরিভাগে, ক্ষণকাল মৃত্তিকায় পর্য্যটন করিবে এবং দারুণ তৃষ্ণায় অধীর হইয়া সর্ব্বদা নিরতিশয় করুণস্বরে জল যাচ্ঞা করিতে থাকিবে। কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তখন তাহাকে কিছুতেই জল দিবে না। ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িবে; দেহ অসাড়, নিস্পন্দ, জড়বৎ প্রতীয়মান হইবে। নয়নের জ্যোতিঃ, জিহ্বার বল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তখন সে মৃত্যুর বিকট বেশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। মনে মনে কথা কহিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু হতভাগ্য বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে না। মনোদুঃখে হৃদয় পীড়িত হইতে থাকিবে; নয়নযুগল দিয়া অবিরলধারে জলধারা নির্গত হইবে। তখনও হতভাগ্য নিজ ধনগৃহাদির মায়া ভুলিতে পারিবে না! ক্রমে তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আসিবে। কণ্ঠ ঘড় ঘড় করিতে থাকিবে; অবশেষে তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

তখন ভীষণাকার যমদূতগণ আসিয়া তাহাকে কঠোর পাশে বন্ধন করিবে এবং নানাবিধ ভর্ৎসনাসহকারে অসংখ্য কষ্টপ্রদান পূর্ব্বক সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। হায়! সে যেরূপ একাকী আসিয়াছিল, সেইরূপ একাকীই যাইবে; কেহ তাহার সঙ্গে যাইবে না।

হে দ্বিজসত্তমগণ! জগতে প্রত্যহ এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে; প্রত্যহ অসংখ্য লোক এইরূপে শমনভবনে নীত হইতেছে; তথাপি মোহান্ধ মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত

হয় না; তথাপি তাহারা বুঝিয়া দেখে না যে, সংসার মায়াময়,—অসার। একমাত্র পরম জ্ঞান ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব, যে ব্যক্তি এই সংসারকাননের দাবানল হইতে শান্তিলাভের বাসনা করে, সে পরম জ্ঞান অভ্যাস করিবে; পরম জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যে মানব জ্ঞান-শূন্য, যে সংসার মায়ায় মুগ্ধ, সে পশু। এই সর্ব্বকর্ম্মের সাধক দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি হরির পূজা না করে, তাহা অপেক্ষা আর মূঢ় কে আছে?

হে মুনীশ্বরগণ! মানবের চরিত্র কি বিচিত্র! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বিষ্ণু সকলের সম্মুখে বিরাজ করাতেও মূঢ়গণ তাঁহাকে একবার স্মরণ করে না! হায়, তাহারা কেন বৃথা যাতনা ভোগ করিতেছে? কেন নরকে পচিয়া মরিতেছে? হায়! মলমূত্রময় অনিত্য দেহ লাভ করিয়া যাহারা মনে করে যে, চিরকাল এ জগতে জীবিত থাকিবে, তাহাদের তুল্য পাতকী আর কে আছে? রক্তমাংসময় দেহ লাভ করিয়া যে মানব সংসারচ্ছেদক বিষ্ণুর ভজনা করে না, সে মহাপাতকী। অহো! মূর্খতাই যত পাপ ও কষ্টের নিদান।

হে বিপ্রকুল! চণ্ডালও যদি নারায়ণের পূজা করে, তাহা হইলে সে সুখী হইতে পারে। স্বদেহ হইতে মল-মূত্রাদি কিল্বিষরাশি নির্গত হইতে দেখিয়া যে মূঢ় মানব স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন না হয়, তাহার তুল্য আর হতভাগ্য কে আছে? এই মানবজন্ম অতি দুর্ল্লভ। দেবগণও

ইহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; অতএব এই পরমার্থসাধক মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বান্ পরলোকের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। হরিপূজাপরায়ণ অধ্যাত্মজ্ঞানশীল ব্যক্তিগণ পরম জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়েন; আর তাঁহাদিগকে জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। হে মুনিবর্গ! যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর জন্মিয়াছে, যিনি জগতের চৈতন্য-স্বরূপ; অন্তে যাঁহাতে সমস্তই লয় পাইবে; যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণবানের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, সেই পরমা-নন্দময় দেবদেব নারায়ণকে ধ্যান কর, তবে সংসারসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে; অনন্ত সুখলাভ করিতে সক্ষম হইবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

জীবের মোক্ষোপায়;—যোগ।

ঋষিগণ বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই বর্ণন করিলেন। এক্ষণে আরও কয়েকটী বিষয় জানিতে আমাদের বিষম কৌতূহল জন্মিয়াছে, দয়া করিয়া তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। হে মহাত্মন্! জীব

কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু কিসে তাহারা সেই সমগ্র যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইবে? কি উপায়ে তাহারা মোক্ষলাভ করিবে, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ করুন। হে মুনে! জীবগণ অহর্নিশি যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তাহার যথার্থ ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে; কিন্তু, দয়ার্ণব! তাহাদিগের কর্ম্মফল কিসে নাশ পাইতে পারে? কিসে তাহারা সংসার-যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনন্ত সুখসম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে? জীব কর্ম্মফলস্বরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; দেহী বাসনায় জীবন ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বাসনা হইতে লোভ; লোভ হইতে ক্রোধ; ক্রোধ হইতে ধর্ম্মনাশ; ধর্ম্মনাশ হইতে মতিভ্রম। যাহার মতিভ্রম ঘটে, সে আবার পাপে রত হইয়া থাকে; সুতরাং এ দেহই পাপমূল—পাপ-কর্ম্মরত। এক্ষণে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দেহী কি প্রকারে মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।"

মুনিগণের এই সারগর্ভ প্রশ্ন শ্রবণে মহানুভব সূত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে মহাভাগগণ! আপনাদিগের বুদ্ধি অতিশয় বিমল ও উজ্জ্বল; আপনারা যথার্থই জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী; সেইজন্যই অদ্য সংসারদুঃখার্ত্ত পাপিগণের যন্ত্রণা-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; সেই জন্য জীবের

মোক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। হে মুনিবৃন্দ! যাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন এবং রুদ্র নাশ করিতেছেন; তিনিই একমাত্র মোক্ষ। তিনি ব্যতীত আর কেহই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহা হইতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কিছুমাত্র ভিন্ন নহে; বলিতে কি যিনিই ইহা; যাঁহা ব্যতীত ইহার চেষ্টা চৈতন্য হইতে পারে না; সেই সত্য অক্ষর অনন্ত দেবই মোক্ষদাতা; তাঁহাকে ধ্যান করিলেই জীব মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, অজ, শুদ্ধ, সপ্রকাশ ও নিত্য নিরঞ্জন; জ্ঞানীগণ যাঁহাকে জ্ঞানরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, সেই চিরানন্দরূপ সনাতনই মোক্ষদাতা। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অবতাররূপকে সদা অর্চ্চনা করেন, তিনিই মোক্ষদ; তিনিই কেবল জীবকে অনন্ত সুখের নিলয়ে স্থান দান করিতে সক্ষম। জিতপ্রাণ, জিতাহার ও নিত্যধ্যানপর যোগিগণ যাঁহার আনন্দময় মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে দেখিতে পান, তিনিই একমাত্র মোক্ষদ। যিনি নির্গুণ ও নিরাহার হইয়াও লোকের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত করুণাময় মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই পরিপূর্ণ সনাতনই একমাত্র মোক্ষদাতা। যিনি সকল ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, যিনি জ্ঞান ও জ্যোতিরূপে সকল যোগিগণের হৃদয়ে সদা বিরাজ করেন, সেই অনুপম বিশ্বাধারই মোক্ষদানের একমাত্র কর্ত্তা; অতএব তাঁহার শরণ লওয়া সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। কল্পান্তে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় উদরে ধারণ করিয়া

অনন্ত জলরাশির উপর স্বয়ং শয়ন করিয়া থাকেন, তত্ত্বদর্শী মনুজগণ তাঁহাকেই মোক্ষদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদার্থবিদ্ কর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ যাঁহাকে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা যজন করেন, কর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই নিত্য নিরঞ্জন ভক্তবৎসল নারায়ণই মোক্ষদ। হব্যকব্যাদি দানের সময় যিনি পিতৃ-দেবাদির রূপ ধারণ করিয়া তৎসমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞেশ্বর একমাত্র মোক্ষদ। যাঁহাকে ধ্যান করিলে, ভক্তিসহকারে যাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে, যাঁহাকে পূজা করিলে মানব শাশ্বত স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই দয়াময়, করুণানিদান পরমেশ্বরকে পূজা করিবে। যিনি সর্ব্বভূতের আধার; যিনি এক অব্যয় পুরুষনামে প্রথিত; যাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; যাঁহার চরণকমল পূজা করিয়া মানবগণও দেবতা হইয়া থাকে, সেই অব্যয়, অক্ষয় পুরুষোত্তম নারায়ণই একমাত্র মোক্ষদাতা। যিনি আনন্দস্বরূপ, অক্ষর ও পরম-জ্যোতির্ম্ময়, সেই পরাৎপরতর পরমাত্মা বিষ্ণু জীবের মোক্ষদাতা। হে মুনিবর্গ! এই শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেবকে যিনি যোগমার্গের বিধানানুসারে উপাসনা করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি সর্ব্বসঙ্গরহিত, সমাদিগুণাবলি যাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার, কামাদি রিপুগণ যাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, সেই পুণ্যাত্মা পরম যোগীই জগদেকদেব বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম।"

পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূতের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বদতাম্বর! যোগিগণ

কি প্রকার কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহার উপায় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানের সাহায্যে যে পরম মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানই ভক্তির মূল; ভক্তিদ্বারাই সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। কি প্রকার কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।"

মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ মহর্ষি সূত বলিলেন, "হে মুনীন্দ্রবর্গ! হরিভক্তি অতি দুর্ল্লভা। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যে ব্যক্তি দান, ধ্যান ও বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, তিনিই হরিভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন; ভগবান্ নারায়ণের প্রতি তাঁহারই ভক্তি উদিত হইয়া থাকে। লেশমাত্র ভক্তির সাহায্যে অক্ষয় ও পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়; এবং পরম শ্রদ্ধা দ্বারা সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়; সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইলে যে নির্ম্মল বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে পণ্ডিতগণ তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হে ঋষিকুল! সেই জ্ঞানই মোক্ষদ। একমাত্র যোগিগণই তাহা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানভেদে যোগ বহুবিধ। কিন্তু ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে মুনিগণের জ্ঞানযোগ সাধিত হয় না। অতএব, ক্রিয়াযোগরত ব্যক্তিগণ হরির অর্চ্চনা করিবে। জগন্ময় বিষ্ণু জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজমান; কি প্রতিমা, কি দ্বিজ, কি ভূমি, কি অগ্নি, কি সূর্য্যচন্দ্র সকল বস্তুতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং

তাঁহাকে ভাবিয়া ঐ সকলকে পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবনে কদাপি কর্ম্ম, বাক্য অথবা মনেতেও পরের অনিষ্ট সাধন করেন নাই, তিনি পরম পুণ্যবান্;—তিনিই ভক্তিসহকারে নারায়ণকে পূজা করিবেন। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য, অনীর্ষা ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণনিচয়ই উভয়বিধ যোগেতেই সমান।

হে মহর্ষিকুল! চরাচরাত্মক জগন্ময় বিষ্ণুকে মনোমধ্যে ধ্যান করিয়া উভয়বিধ যোগই অভ্যাস করিবে। যে মনীষিগণ সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেবদেব নারায়ণের পরম পদে স্থান পাইতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত, সে যদি নারায়ণের ধ্যানে রত হয়, বিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন না; কেননা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কখনই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যায় না। যে ব্যক্তি কামাদি রিপুগণের দাস, সে যদি দেবপূজা করে, তাহার পূজা ও আরাধনা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়; সে স্বয়ং মহাপাতকীরও অধম হইয়া পড়ে। তপঃপূত ও ধ্যানরত ব্যক্তি অসূয়াপরতন্ত্র হইলে তাহার সমস্ত তপ, সকল পূজা, সমুদায় ধ্যান নিরর্থক হয়। অতএব সমাদি গুণাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া ক্রিয়াযোগের সাহায্যে সর্ব্বাত্মক বিষ্ণুকে মুক্তির নিমিত্ত পূজা করিবে।

হে মুনীন্দ্রবর্গ! কর্ম্ম, মন ও বাক্যে সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া যে দেবদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করা হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্তোত্রপাঠ, পুরাণ শ্রবণ, উপবাস ও পুষ্পাদি দ্বারা জগৎ-

যোনি বিষ্ণুর যে পূজা করা হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। এরূপ ভক্তিসহকারে ক্রিয়াযোগের সাহায্যে বিষ্ণুকে পূজা করিলে সমস্ত পাপ, এমন কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাতকনিচয়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। পাপরাশি ক্ষয়িত হইয়া গেলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তখন সেই বিগতপাপ শুদ্ধচেতা ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হয়েন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সেই জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। কি প্রকারে সেই পরম জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি। এ জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অনিত্য, কেবল একমাত্র হরিই নিত্য। সুতরাং অনিত্য পদার্থ ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় লইবে। কি ইহ, কি পর, কোন লোকেই ভোগসুখের বাসনা করিবে না; যে ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বিরক্ত না হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারেই আসিতে হয়; জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে সে আর কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। যে ব্যক্তি অনিত্য পদার্থ-সমূহে অনুরাগী হয়, সংসারক্লেশ তাহার কখনই নিবারিত হয় না। অতএব মুমুক্ষু মানব সমাদিগুণে সংযুক্ত হইয়া জ্ঞান অভ্যাস করিবে; সমাদি গুণহীন ব্যক্তির জ্ঞান কদাপি সিদ্ধ হয় না।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! যে সে ব্যক্তি মুমুক্ষু হইতে পারে না; মুমুক্ষু হইবার পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, নতুবা কার্য্যসিদ্ধির কিছুই সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষবিহীন, যাঁহার হৃদয় সমাদিগুণে বিভূষিত, তিনি যদি মোক্ষলাভের জন্য

নারায়ণের পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুমুক্ষু বলা যায়। যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কাম ক্রোধ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি যদি নিত্য নারায়ণকে ধ্যান করেন, তাঁহাকে মুমুক্ষু বলা যাইতে পারে। হে বিপ্রগণ! এইরূপ চতুর্ব্বিধ সাধনের সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে দয়াপর হইয়া সর্ব্বত্রগামী জগন্ময় বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে।

হে ঋষিকুল! যোগের সাহায্যে সংসার-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়; এক্ষণে সেই পরম মঙ্গলকর যোগের সাধনোপায় আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যোগধ্যান অতি বিশুদ্ধ; সেই ধ্যানেরই সাহায্যে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়।

হে মুনিসত্তমগণ! আত্মা দ্বিবিধ,—পর ও অপর। উভয়ই ব্রহ্মার জ্ঞাতব্য; ইহাই অথর্ব্ববেদের উক্তি। যিনি পর, তিনি নির্গুণ, তিনিই পরমাত্মা; যিনি অপর তিনি সগুণ অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত, তিনিই জীবাত্মা। ইহাদের উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই যোগ। এই পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহে যিনি হৃদয়ে সাক্ষীস্বরূপ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অপর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; আর যিনি পরমাত্মা, তিনিই পর। সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; সেই ক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যখন কিছুমাত্র ভেদ-ভাব না থাকে, তখনই সংসারপাশ ছিন্ন হয়। পরমাত্মা

এক, নিত্য, শুদ্ধ, অক্ষর ও অনন্ত ; তিনি জগন্ময়। মানবের বিজ্ঞানভেদেই তিনি কেবল ভেদভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন, নতুবা তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বেদবেদান্ত.শাস্ত্রে সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতনের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে দ্বিজকুল! সেই পরমাত্মা নির্গুণ, সেই জন্যই কর্ম্মকার্য্য, রূপবর্ণ, কর্ত্তৃত্ব অথবা ভোক্তৃত্ব নাই। তিনি সর্ব্বহেতুর নিদান, তিনি কারণেরও কারণ ; তাঁহার তেজ অপরিমেয়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিতে প্রয়াসী হইবে। হে দ্বিজগণ! পরাৎপর পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। কেবল মায়ামুগ্ধ লোকদিগের জ্ঞানভেদে তিনি বহুরূপধর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যার প্রভাবে যখন মানবগণ পরমাত্মাতে ভেদভাব আরোপ করে, তখন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অগ্রে সেই অবিদ্যারূপিণী মায়াকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন ; অতএব মুক্তিপ্রয়াসী মানবমাত্রেরই যোগ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যখন যোগলব্ধা পরমা বিদ্যার প্রভাবে লোকের মায়া নষ্ট হইয়া যায়, তখন সনাতন পরব্রহ্ম তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আলোকের সহিত প্রকাশ পাইতে থাকেন ; সেই জন্য বলিতেছি যে, যোগী যোগের সাহায্যে অজ্ঞান নাশ করিবেন।

হে বুধসত্তমগণ! যোগের অষ্টবিধ সাধন বর্ণিত আছে। এক্ষণে তৎসমস্তের বিষয় বলিতেছি। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহাই

অষ্টবিধ যোগাঙ্গ। ইহাদের বিধান এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনসূয়া যম নামে কথিত। যাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের মঙ্গল ও অক্লেশ সাধিত হয়, তাহাই অহিংসা। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া যে যথার্থ বাক্য বলা যায়, তাহাই সত্য। চৌর্য্য অথবা বল পূর্ব্বক যে পরস্ব অপহরণ, তাহাই স্তেয়; অস্তেয় ইহার বিপরীত। সর্ব্বত্র মৈথুন-ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য নামে বর্ণিত। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিলে পাতকী হইয়া থাকে। সর্ব্বসঙ্গ-পরিত্যাগী ব্যক্তিও যদি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, সে চণ্ডাল সমান হেয়, সে সর্ব্ববর্ণবহিষ্কৃত। যোগরত হইয়াও যে ব্যক্তি বিষয় স্পৃহা ত্যাগ করিতে পারে না, সে মহাপাতকী; তাহাকে সম্ভাষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ গ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও যদি কেহ পুনর্ব্বার সঙ্গ লাভ করে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গের সঙ্গিনীর সঙ্গ হইতেও মহাপাতকে কলুষিত হইতে হয়।

আপদে পতিত হইলেও যদি পরের দান গ্রহণ করা না হয়, তাহাই অপরিগ্রহ; ইহা যোগসিদ্ধির একটী প্রধান সাধন। আত্মার সমুৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে যে নিষ্ঠুর ভাব উদ্রিক্ত ও ভাষা উচ্চারিত হয়, তাহাই ক্রোধ; এই ক্রোধ বর্জ্জন করাকেই অক্রোধ বলা যায়। পরের ধনধান্য ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মনোমধ্যে যে নিদারুণ তাপ জনিত হয়, তাহাই অসূয়া; অনসূয়া ইহার ঠিক বিপরীত ভাব। এই কয়েকটীই যম।

হে বুধসত্তমগণ! এক্ষণে নিয়মের কথা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। তপ, সাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ, হরিপূজন, সন্ধ্যাবন্দনা, ও উপাসনা—এই কয়েকটী বিষয় নিয়মের প্রধান অঙ্গ। চান্দ্রায়নাদি ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের যে বিশুদ্ধতা সাধিত হয়, তাহাই তপ; ইহা যোগসাধনের একটী প্রধান উপায়। প্রণবোচ্চারণ, উপনিষব, দ্বাদশ ও পঞ্চ এবং অষ্টাক্ষররূপ মহামন্ত্রাদির জপ স্বাধ্যায় নামে কীর্ত্তিত। যে কূটতার্কিক ব্যক্তি স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া যোগ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। স্বাধ্যায় এমনই শুভকর কার্য্য যে, যোগ বিনা একমাত্র ইহারই সাহায্যে সমস্ত পাপ হইতে নিশ্চয় নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। স্বাধ্যায় দ্বারা স্তুত হইলে দেবতাগণ সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন।

হে মুনীন্দ্রবর্গ! জপ ত্রিবিধ,—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পরটী শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টী এবং দ্বিতীয়টী হইতে তৃতীয়টী শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তৃতীয়টী সকলের শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রের সম্যক্ ও পরিস্ফুট উচ্চারণ বাচিক জপ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। মন্ত্রের প্রতি পদ বিচার পূর্ব্বক উচ্চারণ করার নাম উপাংশু; ইহাতে বাচিকের দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রতি পদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন পূর্ব্বক মনে মনে যে জপ উচ্চারণ করা হয়, তাহা মানস জপ নামে অভিহিত। মানস জপে মানব যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া

থাকে। নিত্য জপ দ্বারা স্তুত হইলে দেবতাগণ সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই জন্য জপক স্বীয় মনোরথের সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে যে তৃপ্তি জন্মে, তাহাই সন্তোষ। যে ব্যক্তি কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, সে কখনই সুখরূপ অমৃতের আস্বাদন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অভীষ্ট দ্রব্যের উপভোগে বাসনা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না; "যাহা পাইলাম, তাহার অধিক পাইব, আরও অধিক পাইব।" এইরূপ অতৃপ্ত দুরাকাঙ্ক্ষায় বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব দেহের উদ্বেগকারণ এবং শরীরশোষক কাম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা কখনই সুখ লাভ করিতে পারিবেন না।

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং চিত্তের শুদ্ধি দ্বারা আন্তরিক শৌচ সাধিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অন্তঃশুদ্ধিহীন ব্যক্তি সহস্র পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সুফল লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ—সকল অনুষ্ঠান ভস্মন্যস্ত হব্যবৎ বিফল হইয়া যায়। অতএব যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, যাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সকলেরই উচিত। অন্তঃশুদ্ধি বিনা কেহই সুফল লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি অন্তঃশুদ্ধিবিহীন, সে সহস্র মৃদ্ভার এবং কোটি কুম্ভ জলে শৌচ সাধন করিলেও চণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য। সে অলঙ্কৃত সুরাভাণ্ডবৎ প্রতীয়মান

হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে কিছুতেই শুদ্ধ হইতে পারে না। অন্তঃশুদ্ধিহীন ব্যক্তি যদি দেবপূজা করে, তাহা হইলে সে অন্তে নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! নদী যেমন সুরাভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহারা সহস্র তীর্থে গমন করিলেও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মুখে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যাহাদের মন পাপবিষে পরিপূর্ণ, তাহারা ভণ্ড, তাহারা মহাপাতকী; তাহাদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই। বাক্য, মন ও কর্ম্ম এবং স্তুতি, স্মরণ ও পূজনাদি দ্বারা নারায়ণের প্রতি যে দৃঢ় ভক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাই হরিপূজা।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! যম ও নিয়মাদির বিষয় আপনাদিগের নিকট এই সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল। যাহাদের মন এই সকল প্রকৃষ্ট সাধনে পবিত্রীকৃত, তাহারা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারে;—বলিতে কি মোক্ষ তাহাদিগের হস্তগত। ঐ সকল যম ও নিয়মাদি দ্বারা অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হইবে, ইন্দ্রিয় সকল হস্তগত হইবে, তখন জিতেন্দ্রিয় শান্তহৃদয় ব্যক্তি যোগের সাধন স্বরূপ আসন গুলি অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পদ্ম, স্বস্তিক, পীঠ, সৌবর্ণ, কুঞ্জর, কৌর্ম্ম, বজ্র, বারাহ, মৃগচৈনিক, ক্রৌঞ্চ, তালিক, সর্ব্বতোভদ্র, বার্ষভ, নাগ্রগ, বৈয়াম, অর্দ্ধচন্দ্রক, দণ্ড, তার্ক্ষ্য, শৈল, খড়্গ, মুকুরু, মাকর, ত্রৈপঞ্চ, স্থানু, কার্ষ, হস্তিকর্ণিক, ভৌম, বীরাসন, সিংহাসন ও কুশাসন—এই ত্রিংশদ্বিধ আসন কথিত আছে। এই সকলের মধ্যে যে কোন

একটীতে বদ্ধ হইয়া বীতরাগ, বিমৎসর ও গুরুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা পঞ্চ প্রাণকে জয় করিবে।

যোগী প্রাক্, উদক্, অথবা প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবে। হে মুনীন্দ্রবর্গ! প্রাণায়াম শব্দের ব্যুৎপত্তি এস্থলে বর্ণিত হইল। শরীরস্থ বায়ু প্রাণ নামে অভিহিত, সেই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ নিগ্রহকে প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়াম দ্বিবিধ,—অগর্ভ ও সগর্ভ। জপ ও ধ্যান বিনা যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাহা অগর্ভ;—সগর্ভ ইহার বিপরীত; অর্থাৎ সগর্ভ প্রাণায়ামে জপ ধ্যান আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত প্রাণায়াম চতুর্ব্বিধ উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে; সেই চতুর্ব্বিধ উপায়,—রেচক, পূরক, কুম্ভক ও পৃথক। হে দ্বিজেশ্বরগণ! জীবগণের দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা এবং বাম নাড়ী ইড়া নামে পরিকীর্ত্তিত; চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতা। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী, তাহা সুষুম্না নামে অভিহিত। সুষুম্না অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম। ইহা ব্রহ্মদৈবতা নামে প্রসিদ্ধ। বামভাগস্থ নাড়ী দিয়া বায়ু রেচন করিয়া দক্ষিণভাগস্থ নাড়ী দিয়া পূরণ করিবে। এই রেচন ও পূরণ হইতেই রেচক ও পূরক নামক দুইটী যোগসাধন অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে বায়ু সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে দেহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া কুম্ভবৎ অবস্থিত থাকিবে; ইহাই কুম্ভক। আর যাহা অন্তর্বায়ু পরিত্যাগ করিতেছে না, এবং বাহ্য বায়ুও গ্রহণ করিতেছে না, তাহাই শূন্যক নামে প্রসিদ্ধ।

হে মুনিগণ! শনৈঃ শনৈঃ প্রাণায়াম সাধন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভয়ঙ্কর মহারোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এইরূপে

প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক বিষয়প্রসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে যে নিগ্রহ করা যায়, তাহাই প্রত্যাহার। যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, হৃদয় যাঁহাদের পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাঁহারা ধ্যানশূন্য হইলেও পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন,—আর তাঁহাদিগকে জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলকে জয় না করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকে, সে নিতান্ত মূঢ়; ধ্যান তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না, তাহার ধ্যান সিদ্ধ হয় না। যোগীর যাহা কিছু নয়নগোচর হইবে, তৎসমস্তকেই তিনি আত্মবৎ দেখিবেন।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত হইলে যোগী ধারণা সাধন করিবে। সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ বিশ্বাত্মক বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। তৎকালে ভগবানের সেই ভক্তবৎসল মূর্ত্তি,—সেই বিকচ পদ্মপলাশলোচন, সেই কর্ণযুগলে চারু কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট, বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত, পদতলে সুরাসুরগণ প্রণত,—যোগীর হৃদয়-সরোজে শোভা পাইতে থাকিবে। এইরূপে পরাৎপরতর বিভু পরমাত্মাকে যোগী ধ্যান করিবে। পণ্ডিতগণ প্রত্যয়ের একতানতাকে ধ্যান বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এই ধ্যানে মুহূর্ত্তমাত্র নিমগ্ন হইলে মানব পরম মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধ্যান হইতে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়,—মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়,—নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ধ্যান সর্ব্বার্থসাধন। ভগবান্ মহাবিষ্ণুর

যত প্রকার রূপ আছে, তৎসমস্তই যোগী ধ্যান করিবে; তাহা হইলে তাহার ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাহাকে মোক্ষ দান করিবেন।

হে মুনিসত্তমগণ! যোগী স্বীয় মনকে নিশ্চল করিয়া ধেয় বস্তুকে ধ্যান করিবে। ক্রমে যখন তাহার জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন জ্ঞানামৃত পানে তাহারা একমাত্র সত্যস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তখন যোগীর সমাধি হয়। যোগিগণ সমাধিকে সর্ব্বোপাধিমুক্ত, নিশ্চল, পরিপূর্ণ সদানন্দৈক বিগ্রহকে সমাধি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যোগী সমাধি-অবস্থায় শুনিতে পান না, দেখিতে পান না, গন্ধ আঘ্রাণ অথবা স্পর্শ করিতে পারেন না;—কোন কথাই উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদিগের আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে নির্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অচঞ্চলভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে বিমল জ্যোতি প্রদান করিতে থাকে।

হে পণ্ডিতগণ! পরমাত্মা নির্গুণ হইলেও অজ্ঞদিগের পক্ষে গুণবান্‌বৎ প্রকাশ পান; কিন্তু মায়ামুগ্ধ মানবগণের যখন সে মোহান্ধ ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, যখন তাহারা মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহাদিগের আর সে ভাব থাকে না; তখন তাহারা পরব্রহ্মের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়—দেখে সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম জ্যোতির্ম্ময় এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ আনন্দময় মূর্ত্তিতে চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন।

তিনি অণুরও অণীয়ান, মহতেরও মহত্তর; জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পরম যোগিগণ তাঁহার ভক্তবৎসল মূর্ত্তি নিরন্তর দেখিতে পান। যিনি অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণভেদে ব্যবস্থিত; যিনি পুরাণপুরুষ, অনাদি শব্দব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন; পঞ্চভূতাত্মক দেহে অন্তঃকরণযুক্ত হইয়া যিনি অপরাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন; যিনি পূর্ণ, যিনি নিত্য, যিনি বিশুদ্ধ, যিনি অজর, যিনি আকাশমধ্যগ; পরমানন্দস্বরূপ, নির্ম্মল, শান্ত পরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই অভিহিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালক বিষ্ণু, অন্তক মহেশ্বর যাঁহার অযুত অংশেরও অংশ, তিনিই পর-ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ঋষিসত্তমগণ! ধ্যানের অপর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—ইহা সংসারতাপতপ্ত মানবগণের পক্ষে সুধাবৃষ্টিতুল্য। মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রণবসংস্থিত পরানন্দরূপ নারায়ণকে ধ্যান করিবে। হে মুনিগণ! প্রণব অতি পবিত্র। ইহার অন্তর্গত অকার ব্রহ্মরূপ, উকার বিষ্ণুরূপ এবং মকার রুদ্ররূপ। ইহার মাত্রাত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিয়া খ্যাত; সেই তিনটী মাত্রার সমুচ্চয়ই পরব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম বাচ্য; বাচক প্রণব। প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাতকী সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা তাহার অভ্যাসে নিযুক্ত, তাহারা মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক প্রণব নিত্য জপ করিয়া যোগী আত্মায় নির্ম্মল কোটিসূর্য্য সমান তেজ ধ্যান করিবে; শালগ্রামশিলা অথবা প্রতিমা প্রভৃতি যাহা কিছু

পাপহারক সে হৃদয়ে তাহাও চিন্তা করিতে পারে; তাহা হইলে পরম মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হইবে। হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদিগের নিকট এই যে পরম পবিত্র বৈষ্ণবজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, যোগীন্দ্র ইহা লাভ করিয়া অনুত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া হরির সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

ত্রিংশ অধ্যায়।

হরি-মাহাত্ম্য।

মহাত্মা সূতের মুখে ঐ অপূর্ব্ব যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং সানন্দ ভাবে বলিলেন, "হে মহামুনে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত যোগাঙ্গ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে, হে সর্ব্বজ্ঞ! আর একটী বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করুন। আপনি বলিয়াছেন যে, ভক্তিমান্ ব্যক্তিদিগেরই যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ভক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতি দেবদেব জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হয়েন। এ সকল বিষয়ের অর্থ কি?

করুণাময়! তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।”

সূত উত্তর করিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে মহাত্মা সনৎকুমার পরমতত্ত্বজ্ঞ নারদকে ঐ পবিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের নিকট তাহা বলিতেছি; এক্ষণে আপনারা অবহিত মনে সেই অপূর্ব্ব কথামৃত পান করুন। হে ঋষিকুল! যদি আপনারা মুক্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নারায়ণকে পূজা করুন। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির ত্রিসীমায় রিপুগণ উপস্থিত হইতে পারে না, গ্রহগণ তাহাদিগের সুখের পথে বাধা স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না, রাক্ষসগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। দেবদেব জনার্দ্দনে যাহাদিগের ভক্তি দৃঢ়া, তাহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। আহা! হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনই সার্থক,—সফল—পবিত্র। যে চরণযুগল বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করে, তাহা সফল; যে হস্তদ্বারা গন্ধপুষ্পাদি লইয়া নারায়ণের পূজা করা হয়, তাহা ভাগ্যের নিলয়; যে নয়নদ্বয় জনার্দ্দনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে, তাহা সার্থক; যে জিহ্বা সদা হরি-নাম-কীর্ত্তনে রত, তাহাই সফল জিহ্বা।

হে মুনিগণ! বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব নাই; ইহা সত্য, হিত ও সার বচন। এই অসার দগ্ধ সংসারে একমাত্র বিষ্ণুপূজাই সার। সংসারপাশ অতি দৃঢ়, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া মানব

মহামোহে পতিত হইযা থাকে; আপনারা হরিভক্তিকুঠার দ্বারা সেই সুদৃঢ় পাশ ছেদন করিয়া অনন্ত সুখ লাভ করুন। যে মন কেবল সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুতেই নিবিষ্ট, তাহাই প্রকৃত মন; যে বাণী কেবল তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে রত, তাহাই প্রকৃত বাণী এবং যে শ্রবণ তাঁহার কথামৃতে পরিপূরিত, তাহাই উপযুক্ত শ্রবণ;—তাহাই লোকবন্দিত। হে ঋষিসত্তমগণ! শুদ্ধ, অক্ষয়, সদানন্দ, ত্রিদশপূজিত আকাশমধ্যগ দেবকে ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। যে নারী পতিপ্রাণা, যিনি নিরন্তর পতির পূজা করিয়া থাকেন, মুরারি মধুকৈটভারি জগন্নাথ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। যে ব্যক্তি নিরহঙ্কার, অসূয়াহীন; দেবপূজায় যিনি নিরন্তর ব্যাপৃত, কেশব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব, হে ঋষিপুঙ্গবগণ! সতত হরির ধ্যান করিবে। মূঢ় মানবগণ যে শ্রী, গৌরব, ও ধনসম্পত্তিতে মুগ্ধ হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকে, তাহাও বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল, অনিত্য; তবে সেই ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য অনর্থকর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কি হইবে? এই শরীর মৃত্যুরই আয়ত্ত, জীবনও যারপর নাই চঞ্চল, সুখসম্পদও ক্ষণভঙ্গুর; তবে আর তোমাদিগের কি আছে?—ধন? তাহাও এই মুহূর্ত্তে রাজা কর্ত্তৃক গ্রস্ত অথবা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারে; তবে রে মূঢ় মানব! কেন বৃথা নিদ্রালস্যে আয়ু শেষ করিতেছ? হায়, তোমাদিগের জ্ঞাননেত্র কবে উন্মীলিত হইবে?

ভোজনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ আয়ুর কিয়দংশ ক্ষয় করিলে, বাল্য ও বার্দ্ধক্যে কিছু নাশ করিলে, কিন্তু কবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে? বাল্যে বার্দ্ধক্যে বিষ্ণুপূজা ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং বয়সকালে অনহঙ্কৃত ভাবে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিবে।

হে মানবগণ! এই সংসাররূপ বিশাল গর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া বৃথা আত্ম নাশ করিও না। এই বপু বিনাশের নিলয়স্বরূপ, ইহা আপদের পরম পদ, ইহা ব্যাধির মন্দির, ও মলদূষিত। তবে এই অনিত্য পাপসঙ্কুল দেহকে নিত্য ভাবিয়া কেন বৃথা পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছ? এই সংসার অসার, ইহা নানা দুঃখের আবাসনিলয়। নিশ্চয়ই ইহা একদিন ধ্বংস পাইবে; তবে ইহাতে বিশ্বাস করিবে না। হে ঋষিকুল! আমি এই সার কথা বলিতেছি যে, শরীর ধারণ করিলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়; মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু এ অনিত্য জীবন হইতে যে নিত্য ও অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি বিমুখ হইতে চাহেন? এ মানবজন্ম অতি দুর্ল্লভ, দেবতাগণও ইহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। এই সুদুর্ল্লভ মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া অনিষ্টকর আত্মাভিমান ও কামক্রোধাদি রিপুগণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত কৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। সহস্রকোটি জন্ম স্থাবরাদিতে উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মানবকুলে সম্ভূত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপের ফলানুসারে মানবগণ দেববুদ্ধি, জ্ঞানবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, এই

দুর্ল্লভ মানুষজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নারায়ণের ধ্যান না করে, তাহা হইতে মূর্খ ও অচেতন আর কে আছে? ভক্তবৎসল ভগবান জগন্নাথকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিলে তিনি মনোগত ফল প্রদান করেন, তবে এই ভীষণ সংসারকাননের দাবানলে দগ্ধ হইয়া কে শান্তিলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে পূজা না করিবে?

হে মুনিসত্তমগণ! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও দ্বিজের অপেক্ষা পূজ্যতর; এবং বিষ্ণুভক্তিহীন দ্বিজ শ্বপচের অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। আবার যে চণ্ডাল রাগদ্বেষ-বিহীন, সে দ্বিজের অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। অতএব কামাদি রিপুগণকে দমন করিয়া অব্যয় নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হও। আকাশে যেমন চরাচর বিশ্ব ও স্থাবরজঙ্গম ব্যাপ্ত, অর্থাৎ আকাশ যেমন নিত্য ও অনন্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বস্থলে রহিয়াছে, বিশ্বাত্মক বিষ্ণুও সেইরূপ সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতে-ছেন; তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী; তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে সমস্ত জগৎ তুষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলেই আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়; জন্মমৃত্যু সকলেরই সন্নিহিত; একমাত্র হরিপূজা ব্যতীত আর কিছুতেই এই জন্মমৃত্যুরূপ ঘোর আবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। যাঁহাকে ধ্যান করিলে, পূজা করিলে, স্মরণ করিলে, যাঁহার চরণতলে ভক্তিসহকারে প্রণত হইলে সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাঁহাকে কে না আরাধনা করিবে? যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে মহাপাতকীও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ

করিতে পারে, যাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, হায়, মূঢ় মোহান্ধ মানবগণ কেন তাঁহাকে পূজা না করে? অহো, কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য্য! সেই সর্ব্বতাপহারক হরিনামরূপ অমৃত সকলের অধিগত থাকাতেও কেন তাহারা জন্মমৃত্যুক্লেশ ভোগ করিতেছে? কেন তাহারা বারবার সংসারে আসিয়া অসীম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছে?

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! আমি বার বার বলিতেছি, সত্য বলিতেছি। যতক্ষণ না শরীর অপারগ হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়সকল যতক্ষণ সবল থাকে, যমদূতগণ যতক্ষণ না আক্রমণ করে, ততক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন কর;—হরির অর্চ্চনা কর। মাতৃগর্ব্ভ হইতে নির্গত হইয়া যখন আবার ভীষণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তখন সেই আবৃত্তি-ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য কেন নারায়ণের পূজা না করিবে? হে বিপ্রকুল! এই অসার মানবদেহ কেবল কষ্টের আধারমাত্র, ইহা ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশপ্রবণ; এই আছে—এই নাই। কখন যে ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই অনিত্য চঞ্চল জীবনের বিনিময়ে নিত্য স্থির জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত অনন্ত বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। সত্য, সত্য, এ সমস্তই সত্য; আমি আপনাদিগকে যাহা বলিতেছি, তৎসমস্তই সত্য; আবার বলি হরিনামই সত্য। অতএব দম্ভাচার, অহঙ্কার, আত্মাভিমান, অসূয়া এবং কামাক্রোধাদি রিপুগণকে পরিত্যাগ করিয়া একান্তমনে জগন্ময় বিষ্ণুকে পূজা করিবে।

হে পণ্ডিতগণ! আমি বার বার আপনাদিগকে বলিতেছি, একমাত্র জগন্ময় বিষ্ণু সর্ব্বভূতের পূজনীয়; এবং অসূয়া, অধৃতি ও কামক্রোধাদি পরিত্যজ্য। ক্রোধই সকল অনর্থের মূল; ক্রোধ হইতে মনস্তাপ ও ধর্ম্মক্ষয় হয়; ক্রোধ জনন-মরণ-ক্লেশের প্রধান উপায়; অতএব এই মহানিষ্টকর ক্রোধকে পরিত্যাগ করা মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। হায়! জন্মই কামমূল; লোকে বাসনা ছাড়িতে না পারাতেই সংসারে আসিয়া থাকে; কামই পাপের কারণ; ইহা হইতে হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত হয়, যশঃ নষ্ট হইয়া যায়; অতএব কাম পরিত্যাগ করিবে। মাৎসর্য্য সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার কারণ। মাৎসর্য্যযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকে গমন করে, অতএব মাৎসর্য্য ত্যাগ করা মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। হে মুনিগণ! মানবের মনই তাহাদের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ও বন্ধনমুক্তির প্রধানতম কারণ। যাহার মন শুদ্ধ ও নির্ম্মল, সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব, পরমাত্মা বিষ্ণুতে মন অর্পণ করিয়া সুখী হইবে। হায়, মূঢ় মানবগণ জগন্নাথ বিষ্ণুকে পূজা না করিলে কেমন করিয়া কোন্ ক্ষমতার সাহায্যে এই ঘোর সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে! হে ঋষিবর্গ! আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, যাহারা গোবিন্দ, গদাধর বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিতে ভয় পায়, তাহারা নানাপ্রকার রোগে পতিত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে; তাহাদিগের কিছুতেই সুখ নাই। যাঁহারা বাসুদেব, জনার্দ্দন, জগন্নাথ নারায়ণের নাম

নিত্য উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ পুণ্যবান্; তাঁহারা সকলের বন্দিত। আহা, বিষ্ণুভক্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের অসীম মাহাত্ম্য আজিও ব্রহ্মাদি দেবগণও বুঝিতে পারেন নাই।

হায়, একি সামান্য মূর্খতা! একি সামান্য দুঃখের বিষয়! যিনি হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, মোহান্ধ মানবগণ একবারও তাঁহার বিষয় ভাবিয়া দেখে না, আজিও তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না! যাঁহারা হরিভক্তি-পরায়ণ; নারায়ণকে পরম ভক্তির সহিত যাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তাঁহারা ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন; সুতরাং তাঁহারা ধন, ধান্য, রত্ন মাণিক্য ও বন্ধু বান্ধবাদি লইয়া কি করিবেন? তাঁহারা জন্ম জন্ম ধনরত্ন ও মিত্র লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের কিছুই অপ্রাপ্য নহে। এ দেহ অনিত্য, ইহা পাপ হইতে জনিত; পাপ-কর্ম্মে রত হইতে ইহা বড় ভালবাসে,—ইহা জানিয়া সকলেই মোক্ষদাতা জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। তাঁহার শরণ লইলে আর জন্মমৃত্যু ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। হরিপূজা যাঁহাদের একমাত্র পরম ব্রত, তাঁহারা নিশ্চয়ই পুত্রমিত্র, কলত্র ও ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাঁহাদের কোন বিষয়েই অভাব থাকে না। অতএব যিনি ইহ ও পর উভয় লোকেই সুফল লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি সতত হরিকে পূজা করিবেন, পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন। দেবদেব জনার্দ্দনে যাহাদের ভক্তি নাই, যাহারা সৎপাত্রে দান করে না, তাহাদিগের জীবনে শত ধিক্। যে ব্যক্তি

পশুপাশবিমোচক কর্ম্মভেদী বিষ্ণুকে প্রণাম না করে, তাহার শরীর পাপের আকর। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে দান না করিয়া রাশি রাশি ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহার অর্থাদি সর্পরক্ষিত দ্রব্যের ন্যায় অতি সঙ্কটাপন্ন।

হে পণ্ডিতগণ! এ জীবন, শ্রী ও ধনসম্পত্তি সমস্তই বিদ্যুতের ন্যায় লোল। ইহা ক্ষণভঙ্গুর; ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য-নিচয়ে যাহারা উন্মত্ত হয়, তাহারাই বিশ্বেশ্বরকে পূজা করে না। হে মুনিমণ্ডল! দেবাসুরভেদে সৃষ্টি দ্বিবিধ;— যাহা হরিভক্তিযুক্ত, তাহাই দৈবী; তদ্বিপরীত আসুরী। হরিভক্তি অতি দুর্ল্লভ; পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিনা কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না, সুতরাং হে বিপ্রেন্দ্রগণ! হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র পূজ্য। যাহাদের হৃদয়ে অসূয়া নাই, বিপ্রের ত্রাণার্থ যাহারা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, কামক্রোধাদি রিপুগণ যাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না, জগৎপতি কেশব তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট। সম্মার্জ্জনাদি কার্য্যের দ্বারা যাহারা সতত হরির শুশ্রূষা করিয়া থাকে, যাহারা সৎপাত্রে দান করে, তাহারা পরম পদে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়। সংসারকাননের দাবানলে যাহারা নিরন্তর বিদগ্ধ হইতেছে, হরিনাম একমাত্র তাহাদিগের পক্ষে শান্তিবারি; একমাত্র পরমা গতি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দেবমালির উপাখ্যান।

হে মুনিগণ! দেবদেব চক্রপাণির মাহাত্ম্য আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; সেই বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে সদ্য সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা শান্তচরিত, বিশুদ্ধাত্মা, অনহঙ্কৃত, ইন্দ্রিয়সমুদায় যাঁহাদিগের বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের সাহায্যে জ্ঞানরূপী অব্যয়কে পূজা করেন; এবং কর্ম্মযোগিগণ তীর্থস্নান, ব্রতানুষ্ঠান, দান ও যজ্ঞাদি কর্ম্মযোগ দ্বারা সর্ব্বধাতা অচ্যুতের আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা লুব্ধ ও ব্যসনপ্রিয়; যাহাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; তাহারা জগৎপতির মহিমা জানে না; তাহারা ঘোর পাপী। সেই জন্য সেই নরাধমগণ নরকের কীট হইয়া অজর ও অমরবৎ অনন্তকাল নানা কষ্ট ভোগ করে। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এই মানবজীবনকে নিত্য ভাবিয়া যাহারা মত্ত হয়; যাহারা অহঙ্কৃত; তাহারা সর্ব্বমঙ্গলময় জগন্নাথের যজনা করে না। তাহারা কি মূঢ়! তাহারা জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা শান্তচরিত; যাঁহারা নিত্য হরিপূজা করেন, তাঁহারা আবৃত্তি-ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; কচিৎ তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন

ইহ জগতে আবার জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্ম, বাক্য ও মনের দ্বারা যিনি পরম ভক্তিসহকারে হরির পূজা করেন, তিনি সর্ব্বলোকের উত্তম স্থানে আসন লাভ করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ অথবা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে বিপ্রকুল! যজ্ঞমালি ও সুমালির চরিত অতি পবিত্র; ইহা শ্রবণ করিলে অশ্বমেধফল লাভ করিতে পারা যায়। অতি পুরাকালে রৈবত মন্বন্তরে দেবমালি নামে এক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শান্তস্বভাব ও হরিপূজাপরায়ণ; সর্ব্বভূতে তাঁহার সমান দয়া। তিনি স্বীয় পুত্রমিত্রকলত্রের জন্য ধন উপার্জ্জন করিতেন, অপণ্য ও রস বিক্রয় করিতেন; যাহার তাহার কাছে, এমন কি চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির নিকট দান গ্রহণ করিতেন; তপজপাদি ব্রত বিক্রয় করিতেন এবং কলত্র ও অপর লোকের জন্য তীর্থস্থলে ভ্রমণ করিতেন।

হে বিপ্রকুল! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবমালির দুইটী পুত্র সঞ্জাত হইল; তাহাদিগের এক-জনের নাম যজ্ঞমালি; অপর পুত্র সুমালি নামে আখ্যাত হইল। তাহারা উভয়েই সমান রূপবান্। দেবমালি নবজাত কুমারযুগলকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; সেই জন্য তিনি বহুবিধ সাধনে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিলেন। দেবমালি এইরূপে বিস্তর ধন সংগ্রহ করিলে, একদা তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমিত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি; এক্ষণে একবার গণিয়া দেখি।" তিনি

সমস্ত ধন গণনা করিয়া দেখিয়া স্বয়ং যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সহস্র কোটি নিষ্কপরিমাণের কোটি কোটি গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"অসৎপাত্রে দান গ্রহণ করিয়া, অপণ্য ও তপজপাদি বিক্রয় করিয়া এত বিপুল ধন সঞ্চয় করিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অদ্যাবধি শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না; আমার দারুণ তৃষ্ণাও নিবারিত হইল না; এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, তথাপি এখনও ইচ্ছা হইতেছে যে, আরও মেরুতুল্য ধনরাশি অর্জ্জন করি। অহো! লোভই যত অনর্থের মূল; লোভে পতিত হইয়াই লোকে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা লোভী, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইলেও আবার আরও কামনা করে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কার্য্য ক্রমে ক্রমে শীথিল হইয়া পড়িতেছে; জরা উপাগত হইয়া আমার সমস্ত বল হরণ করিতেছে; কিন্তু তৃষ্ণা আর জীর্ণ হয় না;—তাহা যেরূপ তেজস্বিনী সেইরূপই রহিয়াছে! হায়! এ সংসারে যে ব্যক্তি লোভের বশীভূত, সে বিদ্বান হইলেও মূর্খ, শান্ত হইলেও উদ্ধত, ধীমান্ হইলেও মূঢ় হইয়া থাকে। আশা মানবের একটী অজেয় অরাতি; অতএব যদি ধ্রুব সুখলাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে আশা পরিত্যাগ করিবে। আশা হইতেই দুরাকাঙ্ক্ষা; দুরাকাঙ্ক্ষা হইতেই লোকের বল, তেজ, যশ, বিদ্যা, মান, সুখ, এমন কি সুকুলে জন্মের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। আশাভিভূত মানবের চরিত্রের এটুকু

বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। অহো! আশামুগ্ধ মানবগণ মহামোহে অন্ধ হওয়াতে তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাহাদিগকে অবমান করিলে, লাঞ্ছনা করিলে, তিরস্কার করিলেও তাহাদিগের কষ্টবোধ হয় না; একমাত্র আশাই তাহাদিগের অন্তঃকরণের প্রবলা প্রবৃত্তি, তাহাদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তবে আমি আর আশার বশীভূত হইব কেন? কেন ধ্রুবশান্তি ত্যাগ করিয়া অশান্তিকে আলিঙ্গন করিব? এত ক্লেশ ও পরিশ্রম করিয়া যে, বিপুল ধন অর্জ্জন করিলাম, ইহা সৎকার্য্যে ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। জরার আক্রমণে আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, শরীরের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব, অদ্য হইতে আমি পরলোকে অক্ষয় সুখ লাভ করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।"

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বিপ্রেন্দ্র দেবমালি ধর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সদ্য স্বীয় সমস্ত ধন চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে দুই ভাগ আপনি গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট ভাগদ্বয় দুইটী পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আত্মকৃত পাপরাশি নাশ করিবার উদ্দেশে তড়াগ, আরাম, প্রপা ও দেবমন্দিরাদি বহুবিধ কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে বাস করিয়া অন্নাদি দান করিতে লাগিলেন। হরিভক্ত দেবমালি এইরূপ সদনুষ্ঠানে স্বীয় ধনরাশি ব্যয় করিয়া তপস্যার্থ এক গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই মহাবনের মধ্যে একটী তপোবন তাঁহার নয়নগোচর হইল; তপোবনটী অতি রমণায়; তাহা বিবিধ কুসুমতরু ও ফলবৃক্ষে অলঙ্কৃত। বেদজ্ঞ ঋষিগণ তাহার স্থানে স্থানে উপবেশন করিয়া পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। দেবমালি সেই মনোহর তপোবনের মধ্যে এক তেজঃপুঞ্জ মুনীন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। সেই তপোধনের নাম জানন্তি। তপোনিধি জানন্তি তৎকালে স্বীয় শিষ্যমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই তাপসেন্দ্র সমাদিগুণে বিভূষিত; রাগাদি রিপুগণ তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত।

অতঃপর মুনিবর জানন্তি অভ্যাগত অতিথির সৎকার করিবার নিমিত্ত কন্দমূলফলাদি দান করিলেন। দেবমালি সাগ্রহে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আতিথ্যসৎকার যথাকালে সম্পন্ন হইল। তখন দেবমালি ঋষিবর জানন্তির সম্মুখে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "ভগবন্! অদ্য আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম; আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল; এক্ষণে হে মহাভাগ! জ্ঞান দান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।" তাঁহার এই ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে জানন্তি আনন্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, "হে বিপ্রশার্দ্দূল! কি উপায়ে সংসার-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা ব্যক্তিগণ সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তুমি পরম প্রভু

নারায়ণের ভজনা কর; পরনিন্দা, পরগ্লানি, পৈশুন্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম কখন করিও না; পরোপকারে সর্ব্বদা নিরত থাক, মূর্খ ও পাপীর সহিত কদাপি আলাপ করিও না, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করিয়া সদা সৎকথার আলাপন কর; অসূয়া করিবে না, কদাপি পরের অনিষ্ট বাসনা মনোমধ্যে স্থান দিবে না; সর্ব্বভূতে দয়াপর হইবে, সাধু-লোকের শুশ্রূষা করিবে, সদা সত্য কথা কহিবে, অনাচারী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবে; ভক্তিসহকারে প্রত্যহ অতিথি পূজা করিবে; ফল, পুষ্প, পত্র, দুর্ব্বা ও পল্লবের দ্বারা জগন্নাথ নারায়ণকে পূজা করিবে; দেব, ঋষি ও পিতৃকুলের যথাবিধি তর্পণ করিবে, দেবপূজার নিমিত্ত মন্দির মার্জ্জন করিবে, লেপন করিবে, মার্গশোভা বৃদ্ধি ও দীপ দান করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তোত্র ও পুরাণ পাঠ, পুরাণ শ্রবণ ও বেদান্ত পাঠ করিবে; তবে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবে। জ্ঞান হইতেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, হে বিপ্রেন্দ্র! ঐ সকল পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।"

তপোনিধি জানন্তির নিকট ঐ সারগর্ভ শিক্ষালাভ করিয়া মহামতি দেবমালি সেইদিন হইতে নিত্য পরমা বিদ্যার শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার মনোমধ্যে এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন, "আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমার কি কার্য্য? আমি কেন জন্মিলাম? কেমন রূপই

বা পাইলাম? আমি কি একাকী, না বহু?” দেবমালি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সন্দেহে আকুল হইয়া তিনি সদ্য জানন্তি মুনির নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণতলে প্রণত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—“গুরুদেব! আমার মনোমধ্যে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে মন নিতান্তই চঞ্চল; মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে ব্রহ্ম-বিদাম্বর! আমি কে? ক্রিয়া কি? কেনই বা আমার জন্ম হইল?”

এই গভীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া জানন্তি মুনি উত্তর করিলেন, “হে মহাভাগ! এরূপ সন্দেহে চিত্ত ভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তুমি যথার্থ ই বলিয়াছ। দেখ, অবিদ্যার আবাসভূমি চিত্তে জ্ঞানের বিমল ভাব কি প্রকারে স্থান পাইতে পারে? “আমার গৃহ,” “আমার ধন,” “আমার স্ত্রীপুত্র” ইত্যাদি যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়; তাহাত সম্পূর্ণ অবিদ্যা হইতে জনিত। দেব-মালে! অহঙ্কার মনের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। তবে যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ “আমি কে?” তাহার উত্তর আমি কি দিব? যাহার নাম নাই, জাতি নাই, আমি কি প্রকারে তাহার নাম করিব? যাহা অরূপ, যাহা স্বভাবও নিগুর্ণ, সেই অপ্রমেয় পরমাত্মার রূপ কেমন করিয়া বর্ণন করিব? যাহা পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, তাহার নাম আর কি বলিব? যাহার ভাব অপরিচ্ছন্ন, তাহার ক্রিয়া কি বলিব? যাহা সপ্রকাশ, সেই অক্রিয়াখ্য নিত্য অনন্তদেব পরমাত্মার

আবার জন্ম কি ? জ্ঞানের বেদ্য, অজর, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, সদানন্দ, সনাতন, পরব্রহ্ম হইতেই এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের সাধন। জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে আর 'তুমি আমি,' 'তোমার আমার'—এই সকল ভেদভাব থাকিবে না ; তখন সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া দেখিতে পাইবে।"

মুনিবর দেবমালি ঋষিপ্রধান জানন্তির নিকট ঐ পরম শিক্ষা লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান পরিস্ফুট হইল ; তিনি আপনাতেই সপ্রকাশ পরিপূর্ণ জগন্ময় পরব্রহ্মকে দেখিতে পাইলেন এবং "আমিই সেই ব্রহ্ম" ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই দিব্যজ্ঞানের আলোচনা করিবার নিমিত্ত গুরুকে প্রণাম করিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে মহামতি দেবমালি বারাণসী পুরী প্রাপ্ত হইয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! নিবিষ্টচিত্তে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে স্বকর্ম্মপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরম সুখ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞমালি ও সুমালির উপাখ্যান।

হে মুনিসত্তমগণ! দেবমালির যে যজ্ঞমালি ও সুমালি নামে দুইটী পুত্রের নাম ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের চরিত কীর্ত্তন করিতেছি। পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালি পিতৃসঞ্চিত সমস্ত ধন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজে এক ভাগ লইলেন, অপর ভাগ কনিষ্ঠকে দিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! সুমালি অতি মূর্খ ও পাপাত্মা। সে সেই প্রাপ্ত ধনরাশি নানা প্রকার কুকর্ম্মে বৃথা ব্যয় করিতে লাগিল। গীতবাদ্য, মদ্যপান, বেশ্যাভি-গমন, পরদার প্রভৃতি পাপকার্য্যে ক্রমে তাহার সমস্ত ধন নষ্ট হইয়া গেলে হতভাগ্য সুমালি বিষম বিপদে পতিত হইল; তখন চৌর্য্য ব্যতীত তাহার দুষ্প্রবৃত্তি-সাধনের অন্য উপায় রহিল না। সে পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া দিবারাত্রি বেশ্যালয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। কনিষ্ঠের এই দুঃশীল আচরণ দেখিয়া যজ্ঞমালি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"অনুজ! এই সকল কষ্টকর পাপবৃত্তি ছাড়িয়া দাও। হায়! পিতার পবিত্রবংশে তুমিই একমাত্র মহাপাতকী জন্মিয়াছ।" জ্যেষ্ঠের এই সদুপদেশ পাপকর্ম্মা সুমালির কর্ণে স্থান পাইল না; বরং সে তাহাতে কুপিত হইয়া

উঠিল এবং শাণিত খড়্গ লইয়া যজ্ঞমালিকে হত্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। হে মুনিগণ! সেই সময়ে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, নগরমধ্যে হাহাকার রব উত্থিত হইল; নাগরিকগণ দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া দুর্বৃত্ত সুমালিকে বন্ধন করিল। কিন্তু যজ্ঞমালির উদার হৃদয় তাহাতে আহত হইল; তিনি ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিতে না পারিয়া পৌরজনের নিকট দয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক সুমালিকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিলেন। দুরাচার সুমালি যে, তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং ভ্রাতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বীয় ধন আবার দ্বিধা ভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগ তাহাকে অর্পণ করিলেন। হে ঋষিকুল! অতি মূঢ়াত্মা সুমালি সেই সমস্ত ধন লইয়া আবার পাপকার্য্যে রত হইল এবং পূর্ব্ব সহচর পাষণ্ড ও চাণ্ডালগণের সহিত নিরন্তর মদিরা পান করিতে লাগিল। ক্রমে সেই হতভাগ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইল এবং মদমত্ত হইয়া গোমাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তাহার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিল, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন, সে আর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া চণ্ডালরমণীর সহিত বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হে বিপ্রকুল! এদিকে যজ্ঞমালি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত তড়াগ মন্দিরাদি যথাবিধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগকে সমস্ত ধন দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহা! সদনুষ্ঠানে

ব্যয় করিবার নিমিত্তই সাধুগণ ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন ;—কল্পপাদপের ফল অমরগণেরই ভোগ্য। ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞমালি স্বীয় মহৎ সঙ্কল্প পালন করিলেন ; সমস্ত ধন ধর্ম্মার্থ দান করিয়া তিনি বিষ্ণুগৃহে নিত্য ভগবানের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে অনুলেপন, মার্জ্জন, স্তবপঠন ও পূজনাদি পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে তিনি ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সুমালিও ঠিক এক সময়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

হে মুনীন্দ্রবর্গ! যজ্ঞমালি পুণ্যবান্, সাধুচরিত ও বিষ্ণুপ্রিয় ; সেই জন্য তিনি নারায়ণের প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইবামাত্র দেবদেব জনার্দ্দন দিব্য বিমান প্রেরণ করিলেন। সুরগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল, মুনিগণ স্তবপাঠ করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বিস্তর স্তুতিবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তিনি চিত্রাভরণে ভূষিত হইয়া কামধেনু দ্বারা কৃষ্যমান সেই সুরনরগন্ধর্ব্বাদি-সেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শূন্যপথে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে করুণ রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। তিনি সেই শব্দনির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, ভীমদর্শন নিষ্ঠুর যমদূতগণ একটা মানুষকে ঘোরতর পীড়ন করিতে করিতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সেই হতভাগ্য বিবস্ত্র, প্রেতরূপধারী ; তাহার

সর্ব্বাঙ্গ পাশবেষ্টিত। সে দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। যমভটগণ তাহাকে পশুর ন্যায় আঘাত করিতেছে; মর্ম্মভেদী আঘাতে হতভাগ্য প্রেত নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া উৎকট স্বরে রোদন ও অনুশোচন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল। তাহার সেই শোচনীয় দুরবস্থা দর্শনে সদাশয় যজ্ঞমালির কোমল হৃদয় করুণরসে অভিষিক্ত হইল; তিনি সমাগত বিষ্ণুদূতদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে যমদূতগণ একটা লোককে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া লইয়া যাইতেছে, ও কে ?"

দেবদূতগণ উত্তর করিল, "ও তোমার ভ্রাতা সেই পাপাত্মা সুমালি।" ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া যজ্ঞমালি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কাতরস্বরে সেই বিষ্ণুচর-দিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে দেবদূতগণ! সোপার্জ্জিত পাপপুঞ্জ হইতে সুমালি কি মুক্তি পাইবে না ?—যদি পায়, তাহা হইলে কি উপায়ে পাইবে, তাহা আপনারা আমাকে বলুন। আপনারা আমার বন্ধু, অতএব অনুগ্রহ করিয়া সেই উপায়টী বলিয়া দিন।"

যজ্ঞমালির বাক্য শ্রবণে প্রধান দেবদূত আনন্দিত হইয়া হাস্যোৎফুল্লমুখে বলিলেন, "হে যজ্ঞমালে! হে মহাভাগ! হে নারায়ণভক্ত! তোমার নিকট সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বজন্মে তুমি বিস্তর পুণ্য করিয়াছ; এক্ষণে তাহার বিবরণ অতি সংক্ষেপে

বলিতেছি, সমাহিতমনে শ্রবণ কর। পুরাকালে তুমি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়া বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সে জীবনে তুমি অনেক পাপ করিয়াছিলে; সেই জন্য তোমাকে কেহ ভালবাসিত না। তোমার বন্ধুগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিল। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিষম মনোদুঃখে তুমি বাটী হইতে বহির্গত হইলে এবং অপর কোন স্থানেও আশ্রয় না পাইয়া একটী বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলে। তুমি তখন ক্ষুধানলে দারুণ সন্তপ্ত। সেই সময়ে ঘোর বৃষ্টি হওয়াতে বিষ্ণুমন্দির কর্দ্দমে পরিপূরিত হইল; তুমি স্বহস্তে সেই সমস্ত কর্দ্দম অপসারিত করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া দিলে; ইহাতে উপলেপনের ফল হইল। সে দিবস আহারাদির সংযোজনা না হওয়াতে উপবাস করিয়া রহিলে। সেই রাত্রিকালে সর্পদংশনে তোমার মৃত্যু হয়। সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি বিপ্রকুলে জন্মলাভ করিলে এবং দুর্ল্লভ হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইলে। এক্ষণে বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক শতকোটিকল্প ভগবানের সন্নিধানে অতিবাহিত করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এক্ষণে তুমি যে স্বীয় পাপাধম অনুজকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহার উপায় বলিতেছি। হে মহামতে! গোচর্ম্মপরিমাণ ভূমির উপলেপনে যে ফল লাভ হয়, তাহা তুমি সুমালিকে প্রদান কর, তাহা হইলেই সে উদ্ধারলাভ করিতে পারিবে।"

বিষ্ণুদূতের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি যজ্ঞমালি তাঁহার কথা প্রমাণ স্বীয় পুণ্যফলের এক অংশ পাপী

ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন। অমনি সুমালির সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল; যমদূতগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে চারিদিকে পলায়ন করিল; তখনই স্বর্গ হইতে দেবযান আসিল; সুমালি তাহাতে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইল এবং দেবতার ন্যায় তথা নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ভ্রাতৃযুগল স্বর্গধামে উপস্থিত হইবামাত্র দেবগণ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন; তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মহতী প্রীতি লাভ করিলেন। উভয়েই হরির স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন। মহামতি যজ্ঞমালি সেই স্থলেই পরম মোক্ষ লাভ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সুমালি অযুত যুগ বিষ্ণুলোকে সুখভোগ করিয়া তদন্তে পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন এবং পরম পবিত্র বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অতি গুণবান ও বেদপারগ হইয়া উঠিলেন; সর্ব্বপ্রকার সম্পদে সজ্জিত হইলেন। তিনি নিত্য নারায়ণের পূজা করিতে লাগিলেন, মোক্ষলাভের কামনায় নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত ব্রত, দান ও ধর্ম্মাদি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিত্য হরিনাম জপ করিতেন, সর্ব্বদা হরিপূজায় নিরত হইতেন এবং দিবারাত্র হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে সুমালি একদা হরিনাম জপ করিতে করিতে পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গঙ্গাজলে স্নান পূর্ব্বক জগন্নাথ বিশ্বেশ্বরকে

দর্শন করিয়া তিনি যোগিগণেরও সুদুর্ল্লভ পরম স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

হে মুনীশ্বরগণ! উপলেপন হইতে যে মহা ফল লাভ করিতে পারা যায়, তাহার বিবরণ আপনাদিগের নিকট কথিত হইল; অতএব আপনারা সর্ব্বযত্নের সহিত জনার্দ্দনকে পূজা করুন। হরিপূজাপরায়ণ ব্যক্তি ইহ জগতে যথার্থই সাধু ও সচ্চরিত্র। তাঁহাদিগকেও পূজা করিলে পরম ফল লাভ করিতে পারা যায়;—এমন কি হরিপূজারত মহাত্মাদিগের সঙ্গীর সহিত অবস্থিতি করিলেও মহাপাপরাশি মুক্ত হইয়া যায়। তবে যাঁহারা নারায়ণের পূজা করেন, ভাবিয়া দেখ, তাঁহারা কত পুণ্যবান্, তাঁহাদিগের চরিত্র কত উচ্চ, কত মহান্!

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

কনিক নামক ব্যাধের উপাখ্যান।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কমলাপতি নারায়ণের মাহাত্ম্য আবার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হরিকথামৃত পান করিতে কাহার না প্রীতি জন্মে? যাহারা নিরন্তর বিষয়বিষ পান করিয়া কাল হরণ করে, যাহারা মায়ামুগ্ধ, একমাত্র

হরিনাম ভিন্ন আর কিছুতেই তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। বিষ্ণুই জীবের কর্ম্মপাশের একমাত্র ছেদক। যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে পূজা না করে, তাহারা শবোপম; তাহাদিগের জীবন বিড়ম্বনাময়; তাহাদিগের সহিত কদাপি আলাপ করিতে নাই। যাহারা হরিপূজাহীন, বেদবিদ্বেষী ও দ্বিজ-গো-বিদ্বেষী; তাহারা শাস্ত্রে রাক্ষস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিপ্রদ্বেষী ব্যক্তি যদি নারায়ণের পূজায় রত হয়, তাহা হইলে সে পূজা বিফল হইয়া যায়। অপরের সুখের বাধা দিবার অভিপ্রায়ে যাহারা নারায়ণকে পূজা করে, তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, সেই পূজাই অবশেষে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিত্য হরিপূজা করে, সে যদি আবার পাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষ্ণুপূজা হইতে কোন সুফল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া বর্ণন করেন।

হে মুনিগণ! যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, শান্তহৃদয় ও লোকানু-গ্রাহক; সর্ব্বভূতে যাঁহাদের সমান দয়া, তাঁহারা বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যে বিষ্ণুভক্তি জন্মিয়া থাকে;—বিষ্ণুভক্তি সামান্য নহে। হরিপ্রিয় ব্যক্তিগণ কখনও পাপে লিপ্ত হয়েন না। হরিপূজারত ব্যক্তিদিগের কোটিজন্মের পাপরাশিও নষ্ট হইয়া যায়; তবে তাহাদিগের পাপবুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহারা চাণ্ডাল নামে

অভিহিত। কিন্তু তাহা বলিয়া, যাহারা বিষয়সুখে মত্ত হইয়া পরম তত্ত্ব ভুলিয়া যায়; তাহাদিগের কি উদ্ধার নাই? তাহারা কি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না?—পারিবে; হরিসেবাই তাহাদের একমাত্র সহায়, তাহাদের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। মোক্ষার্থ জ্ঞান অথবা অজ্ঞান বশতঃ, ভয় অথবা লোভবশতঃ যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সে সুখলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি কণামাত্র হরিপাদোদক ভক্তিসহকারে ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন; তিনি বিষ্ণুর প্রিয়তর। হরিপাদোদক অকালমৃত্যুর শমন; ইহাতে সমস্ত রোগ, সকল দুঃখ, সর্ব্বযন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া যায়। যাহারা পরম ধাম, পরম জ্যোতিস্বরূপ নারায়ণে শরণাগত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে পারে।

হে মুনীন্দ্রবর্গ! এস্থলে একটী উদাহরণ বলিতেছি,—আপনারা অবহিতমনে শ্রবণ করুন। কৃতযুগে কনিক নামে একজন লুব্ধক ছিল। সে পরদার, পরদ্রব্য অপহরণ করিতে ভালবাসিত, সর্ব্বদা পরের নিন্দা করিত, নানা জন্তুদিগকে পীড়ন করিত। সেই ব্যাধ এতদূর পাপাচারী যে, শত সহস্র গোব্রাহ্মণ বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সে সর্ব্বদা পরস্ব ও দেবস্ব হরণ করিত। সেই নরাধম কনিক কর্ত্তৃক কতশত ঘোরতর পাপ যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; তাহার সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহে। একদা সে কোন লোকের নিকট শুনিল যে, সৌবীররাজের নগর পরম রমণীয়; তাহাতে

বিস্তর ধনীলোক বাস করে; নানালঙ্কৃত যোষিদ্গণে তাহা শোভিত; নির্ম্মলজলপূর্ণ সরোবর এবং অলঙ্কৃত ও সমৃদ্ধ বিপণিসমূহ তাহার স্থানে স্থানে বিরাজিত,—বলিতে কি তাহা সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে অমরাবতীর তুল্য। সৌবীর নগরের ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া লুব্ধক কনিক তথায় গমন করিল। সেই নগরের প্রান্তভাগস্থ একটী সুন্দর উপবনের মধ্যে সে একটী রমণীয় দেবমন্দির দেখিতে পাইল। সেই মন্দির হেমকলসে আচ্ছাদিত। তদ্দর্শনে ব্যাধের লোভ উদ্রিক্ত হইল; সে আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, "এখানে নিশ্চয়ই বিস্তর সুবর্ণ হরণ করিব।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কনিক সেই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল এবং কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই তথায় এক শান্ত ও তত্ত্বজ্ঞ তপোনিধিকে দেখিতে পাইল। তাঁহার নাম উতঙ্ক। তিনি একাকী সেই দেবালয়ে অবস্থিতি করিয়া বিষ্ণুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; তিনি নিস্পৃহ ও ধ্যানলোলুপ। তাঁহাকে দেখিয়া দুরাচার ব্যাধ মনে মনে করিল, "এ ভণ্ডব্রাহ্মণ আবার বাধা দিতে আসিল কেন?—যাহা হউক, ইহাকে বধ না করিলে মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না।" এইরূপ স্থির করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত কনিক অমাবস্যার প্রতীক্ষায় রহিল। ক্রমে গাঢ় তামসী অমানিশা উপস্থিত হইলে নরাধম ব্যাধ উৎকট মদিরা পান করিয়া অসিকুঠারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মুনিবর উতঙ্ককে আক্রমণ করিল। সে তাঁহার পা ধরিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু মহামতি উতঙ্ক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে সাধো! আমি নিষ্পাপ, তুমি আমাকে বৃথা বধ করিতে উদ্যত হইতেছ! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, তাহা আমাকে বল? হে সৌম্য! যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা মহাপাতকী ব্যক্তিকেও কখনও হিংসা করেন না, তাঁহারা কাহারও সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়েন না। যিনি কোন শত্রুর নিকট বার বার বাধা পাইয়াও তাহাকে ক্ষমা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু; তিনিই নরোত্তম; বিষ্ণু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। পরের হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ বিনষ্ট হইবার সময়েও কখনও কাহার প্রতি শত্রুতা করেন না; দেখ, চন্দন-তরু যে কুঠারমুখে ছিন্ন হয়, তাহাকেই নিজ স্বভাবসুলভ সুগন্ধে বাসিত করিয়া থাকে। অহো! বিধাতা বহুবিধানে দুর্জ্জনকে বাধা দিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গহীন, তাঁহাদিগকে কোন দুরাত্মাও বাধা দিতে পারে না। হায়! মানব কি মোহান্ধ; দেখ যাহারা স্বপ্নেও কখন তাহাদের শত্রুতা করে না, নরাধমগণ বিনা কারণে তাহাদিগকেই হিংসা করে! স্বচ্ছন্দবনজাত শাকাদিতে উদর পূর্ণ হইতে পারে, তবে দুরাচারগণ কেন মৎস্যমৃগাদি নিরীহ জীবদিগকে সংহার করে? হায়, মায়া, সমস্তই মায়া;—সমগ্র জগৎ মায়াতে অন্ধ। মূঢ় মানবগণ একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে স্ত্রীপুত্রগণের জন্য তাহারা চৌর্য্য ও নরহত্যা প্রভৃতি ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়, তাহারা কেহই তাহার সঙ্গে যায় না, অন্তে

তাহাকে একাকীই ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়। "আমার পিতা," "আমার মাতা," "আমার পুত্র," "আমার এই সমস্ত বিষয়বিভব,"—ইহা কেবল মায়ামুগ্ধ জীবগণের ভ্রান্তি। মানব যতদিন ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, ততদিনই লোকে তাহার বন্ধু হইতে আইসে, কিন্তু ধন নষ্ট হইলে আর কেহ দেখা দেয় না। ইহলোকে যে সমস্ত ধনসম্পত্তি উপার্জ্জিত হয়, এইখানেই পড়িয়া থাকে, সঙ্গে কিছুই যাইবে না; কেবল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই পরলোকের সহায়। পাপাচারী লোকের বাসনা ক্রমে বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মা, তাঁহারা ক্রমেই নিষ্কাম হইতে শিক্ষা করেন। মূঢ় মানবগণ বৃথা অপরের উন্নতিস্রোতে বাধা দিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই হইবে। ভবিতব্যতাকে মানব বাধা দিতে পারে না। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন; জীবের জন্মমৃত্যু একমাত্র দৈবই জানে, অপরের জানিবার ক্ষমতা নাই। কি সাগরমধ্য, কি নিবিড় অরণ্যগর্ত্ত, কি মরুভূমি, কিম্বা অত্যুচ্চ পর্ব্বত, জীব যেখানে থাকুক না কেন, যে স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, নিয়তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। লোকে ইহা না জানিয়াই বৃথা শোকে মগ্ন হইয়া থাকে। অহো! মমতাকুল মায়াবিহ্বল মানব-গণই কষ্টভোগ করে; সেই জন্য তাহারা বহুকষ্টে ধন অর্জ্জন করিয়া অপরের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহারা যে সমস্ত ধন অর্জ্জন করে, তাহাই

তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের পাপের ভাগ কেহই লয় না।"

তপোনিধি উতঙ্কমুনির মুখে এই সকল সারগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া কনিক ভয়বিহ্বলভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার বলিতে লাগিল, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।" অতঃপর সেই পবিত্র মুনীন্দ্রের সংসর্গে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে অনুতপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, "ভগবন্! আমি অনেক পাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার দর্শনে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। হায়! আমি নিতান্ত পাপী; প্রভো! আমার পাপের কি নিষ্কৃতি নাই, বলুন কাহার শরণ লইব? পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই জন্য ব্যাধকুলে জন্মিয়াছি; তাহার উপর আবার কত পাপ করিলাম। হায়, আমার কি গতি হইবে? আমার আয়ু ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে; পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। জানি না আবার কোন্ কুলে জন্মিব! জানি না আমার গতি কি হইবে! হায়! আমি কেন জন্মিলাম? কেন বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিলে? কেন ভারতভূমে পাঠাইলে?" অনুতাপের নিদারুণ নরকানলে লুব্ধকের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বিষম আত্মদ্রোহিতা ও অন্তস্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া সেইক্ষণেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কনিককে পতিত ও মৃত হইতে দেখিয়া উতঙ্ক দয়ার্দ্রহৃদয়ে বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মস্তকে অভিসেচন করিলেন। সেই হরিচরণবারি স্পর্শমাত্র ব্যাধের

সমস্ত পাপ ক্ষয়িত হইল, সে তখনই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মুনিবরকে বলিল, "হে মুনিশার্দ্দূল উতঙ্ক! আপনি আমার গুরু; আজি আপনারই প্রসাদে আমি মহাপাতক-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। দয়াময়! আপনি হরিপাদোদক আমার মাথায় সেচন করিলেন বলিয়াই আজি আমি অসীম পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিলাম। আপনার অনুগ্রহেই আমি কৃতকৃত্য হইলাম; অতএব আপনি আমার গুরু; আপনার চরণে আমি প্রণত হইলাম; দয়া করিয়া আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" এই কথা বলিয়া কনিক তপোনিধি উতঙ্কের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিল এবং তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণামপুরঃসর দৈব বিমানে আরূঢ় হইয়া অপ্সরোগণপূর্ণ পরম পদ প্রাপ্ত হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া তপোনিধি উতঙ্ক শিরে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক পরম ভক্তি-সহকারে কমলাপতির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ যে উৎকৃষ্ট বর অর্পণ করিলেন, তাহার প্রভাবে মুনীন্দ্র তৎক্ষণাৎ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

উতঙ্কমুনির হরিস্তব।

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সূতের নিকট ঐ বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! সে স্তোত্র কি? দেবদেব জনার্দ্দন কেনই বা পুণ্যাত্মা উতঙ্কের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কি বর দান করিলেন?" প্রত্যুত্তরে সূত বলিলেন, "হে মুনিগণ! মুনিবর উতঙ্ক যে স্তব পাঠ করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। সেই হরিধ্যানপর তপোনিধি পাপাচারী কনিককে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া করুণাময়ের অনন্ত মহিমা চিন্তা করিতে করিতে ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন এবং রোমাঞ্চিত-দেহে বলিতে লাগিলেন, "জগন্নিবাস, জগদন্তহেতু আদিদেব পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়া অখিলজগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র সম্ভূত হইয়া সংসার সংহার করিতেছেন, সেই আদিদেব জগন্নাথকে প্রণাম করি। শঙ্খ, চক্র, অসি ও শার্ঙ্গাদি যাঁহার হস্তের আয়ুধ, যিনি নিখিল জগতের একমাত্র হেতু, যিনি বেদান্তবেদ্য, পুরাণপুরুষ, সেই পদ্মাপতি, পদ্মপলাশলোচন বিচিত্রবীর্য্য বিষ্ণুর চরণতলে প্রণত হইলাম। যিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানীদিগের

যিনি জ্ঞানাত্মক, সেই পরমাত্মা দয়ার্ণব হরির চরণে শরণ লইলাম; প্রভু আমার মনোভিলাষ পূরণ করুন। যিনি স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদে জগতের সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার। পরমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণই যাঁহার সূক্ষ্মতম রূপ নয়নগোচর করিয়া থাকেন, সেই মায়াহীন, গুণজাতিবর্জ্জিত, নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও অপ্রমেয়, সেই সর্ব্বগত বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, উপাধিভেদে যিনি সর্ব্বত্র ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েন, যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া মানবগণ পরমতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, নির্ম্মম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সর্ব্বাত্মক বিষ্ণুরূপে দেখিতে পান, সেই নির্গুণ, পরমানন্দ, অমেয়, অজর অনন্তদেবকে নমস্কার। যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাতে ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি জীবের চৈতন্য-স্বরূপ, সেই জগতের আধার, চিন্মাত্র বাসুদেব জনার্দ্দনকে নমস্কার। যোগিগণের হৃদয়নিলয়ে নিরন্তর বিরাজ করিয়া যিনি তাঁহাদের দ্বারা সেবিত হইতেছেন, যিনি যোগের আদিভূত, যিনি স্বয়ং নাদাত্মক ও নাদবীজ, সেই প্রণবাত্মক প্রণবস্থিত সচ্চিদানন্দ পরাত্মাকে নমস্কার। যিনি অক্ষয় ও অনন্ত, যিনি জগতের সাক্ষী, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বরূপকে নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয়, যিনি মন, যিনি বুদ্ধি, যিনি তেজ বল ও ধৃতি, সেই অনাদিনিধন, শান্ত সর্ব্বধাতাকে নমস্কার। যিনি বর, বরেণ্য, বরদাতা ও পুরাণপুরুষ, সেই সর্ব্বগত সনাতন বিষ্ণুর চরণতলে প্রণত হইলাম। যাঁহার চরণবারি

ভবরোগের প্রধান ঔষধ, যাঁহার পদরজ সিদ্ধির একমাত্র সাধন, যাঁহার পবিত্র নাম ভবসিন্ধুর একমাত্র তরণী, সেই অপ্রমেয় নারায়ণকে নমস্কার। যিনি রূপহীন হইয়াও সরূপ, যিনি সদসদ্রূপ, যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, সেই নিরঞ্জন, নিরাকার, অব্যয় পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে মানবের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পরমা বিদ্যার সাহায্যে পরমযোগী যাঁহাকে এক, অদ্বিতীয়, নিত্য নিরঞ্জনরূপে দেখিতে পান, এবং অবিদ্যার সাহায্যে মায়ামুগ্ধ মানব যাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে কল্পনা করে, সেই মহতের মহত্তর, অণুর অনীয়ান, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত নিত্য পরমানন্দময় পরব্রহ্মকে নমস্কার।

হে বিষ্ণো! হে কৃষ্ণ! হে জগদ্ধাম! আমি আপনার চরণতলে শরণ লইলাম, আমাকে উদ্ধার করুন। ক্রিয়া-নিষ্ঠ যোগিগণ যাঁহাকে দেখিতে পান, সেই পূজ্যের পূজ্যতর শান্ত পরম পুরুষকে নমস্কার। যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, অন্তঃ-করণের সংযোগে যিনি জীবনামে কথিত হইয়া থাকেন, নির্ম্মম পরমতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই পরাৎপরতর বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি কালাত্মক ও কালভাগহেতু; যিনি গুণত্রয়ের অতীত, গুণেশ, অজ, গুণপ্রিয় ও কামদ, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার রূপ, বল, প্রভাব ও কর্ম্মাদি আজিও জানিতে পারে নাই;

আমার কি এমন ক্ষমতা আছে যে, সেই আত্মরূপ জগন্নাথকে সন্তুষ্ট করি? হে নারায়ণ! হে করুণাময় জগৎপতে! আমি অকূল সংসারসাগরে পতিত হইয়া অতিশয় আকুল হইয়াছি, সংসারের শত সহস্র পাপ আসিয়া আমাকে বাধা দিতেছে, আমি নিতান্ত অজ্ঞানের ন্যায় বিভ্রান্তভাবে এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, আপনি আমাকে ত্রাণ করুন, আপনার চরণে শরণ লইলাম। হে বিষ্ণো! আমি অতিশয় অকিঞ্চন, অতি হতভাগ্য, অকীর্ত্তিমান্, কৃতঘ্ন ও পাপী; পতিতপাবন, করুণানিধে! আমাকে ত্রাণ করুন,—ত্রাণ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

বিপ্রেন্দ্র উতঙ্কের এই ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া দয়ার্ণব কমলাপতি বরদমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় ভাস্বর, নয়নযুগল ফুল্লকমলবৎ আয়ত, মস্তকে কিরীট, শ্রবণে কুণ্ডল, নাসাগ্রে রমণীয় মুক্তাফল, কণ্ঠদেশে স্বর্ণহার ও বনমালা, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত, বাহুতে কেয়ূর, গলে হেমযজ্ঞোপবীত; পরিধানে পীতাম্বর, চরণে কিঙ্কিণী ও নূপুর, কোমল তুলসীদলে তাঁহার চরণকমল অর্চ্চিত। ভক্তবৎসল জগন্নাথ গরুড়ধ্বজের ঐ মনোহর বেশ দেখিয়া ভক্তিবিহ্বলভাবে উতঙ্ক ভগবানের চরণতলে পতিত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার চরণকমল ধৌত করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, "মুরারে! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।"

করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে সাদরে ভূমিতল হইতে উত্থাপন করিলেন এবং সাহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আর কিছুই অপ্রাপ্য নাই—কোন কার্য্যই অসাধ্য নাই।"

দেবদেব জনার্দ্দনের ঐ দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণে উতঙ্ক মুনি ভগবানের চরণতলে পুনর্ব্বার পতিত হইয়া বলিলেন, "হে দেব! হে জগন্নাথ! আপনি আর আমায় কি ভুলাই-বেন? অন্য বর আর আমি কি চাহিব? ভক্তবৎসল! জন্মজন্মান্তরে তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে, এই বর প্রার্থনা করি। হে কেশব! কি কীট, কি পক্ষী, কি মৃগ, কি সরীসৃপ, কি যক্ষরক্ষ, পিশাচ, কি মানব—আমি যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন চিরকালের জন্য দৃঢ়া ও অব্যভিচারিণী থাকে,—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

"তাহাই হউক" বলিয়া নারায়ণ স্বীয় হস্তস্থ শঙ্খপ্রান্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে যোগিগণের দুর্ল্লভ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন এবং মুনিবরকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক স্মিতমুখে আবার বলিলেন,—"হে বিপ্রসত্তম! ক্রিয়াযোগে আমার আরাধনা করিয়া নরনারায়ণের স্থানে গমন করিলে মোক্ষ লাভ করিবে। তোমার এই স্তোত্র যে নর সতত পাঠ করে, তাহার সকল বাসনা চরিতার্থ হয়, সে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।" নারায়ণ সেই স্থানেই

অন্তর্হিত হইলেন এবং মহামুনি উতঙ্কও পবিত্র নরনারায়ণের স্থানে গমন করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! অতএব দেবদেব জনার্দ্দনের প্রতি যাহাতে ভক্তি অচলা থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সকলের উচিত, অতএব আপনারা মহাদেব গরুড়ধ্বজকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করুন। তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে, অথবা তাঁহাকে ধ্যান করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। যিনি ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ পুণ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তিসহকারে ত্রিলোকনাথ নারায়ণকে পূজা করিবেন। যিনি সমাহিতমনে এই অধ্যায় পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞধ্বজ রাজার উপাখ্যান এবং ইন্দ্র ও সুধর্ম্ম সম্বাদ।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! পরমেষ্ঠি পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিতমনে শ্রবণ করুন। মহর্ষি নারদ এই মাহাত্ম্য কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;

ইহা অতি পবিত্র ; ইহা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ; দুষ্টগ্রহ প্রশমিত হইয়া যায়। অহো ! এই পাপপূর্ণ জগতে হরিকথা পাপঘ্নী ও পুণ্যদায়িনী ; বিশেষতঃ যাঁহারা তাহা কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অসীম পুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন। এ জগতে যাঁহারা হরিভক্তিরূপ স্বর্গীয় রসের আস্বাদনে আনন্দিত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যবান্ ; সেই নরোত্তম-দিগকে আমি নমস্কার করি। যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাহারা দুর্ব্বৃত্তই হউক, আর সুবৃত্তই হউক, আমি তাহা-দিগকে বার বার নমস্কার করি। এই দুস্তর ভয়াবহ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা পরমানন্দময় হরিকে ভজনা করুক। আহা ! হরিভক্তগণ পাপহারক। গোবিন্দ গদাধরকে ধ্যান ও পূজা করিলে, তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে, তাঁহার অনুগ্রহে দুস্তর ভবসাগর হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যাহারা শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভ্রমণে, জপে, ধ্যানে সদা হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের চরণে বার বার নমস্কার। হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ যথার্থই ভাগ্যবান্।

হে মুনিমণ্ডল ! পুরাকালে পবিত্র সোমবংশে যজ্ঞধ্বজ নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ; তিনি নিত্য দেবালয়ে দীপ দান করিতেন, সম্মার্জ্জন করিয়া দিতেন ; সর্ব্বভূতে তাঁহার সমান দয়া ছিল। মহীপাল যজ্ঞধ্বজ রমণীয় রেবাতীরে কুসুমতরু-বেষ্টিত একটী সুন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তিনি তাহাতেই প্রায় দিবারাত্রি থাকিতেন; স্বহস্তে সেই বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জন করিতেন, স্বয়ং দীপ জ্বালিয়া দিতেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম বীতিহোত্র। বীতিহোত্রও তাঁহার ন্যায় হরিভক্ত ও পুণ্যবান্। রাজা যজ্ঞধ্বজের ঐরূপ বিচিত্র হরিপূজাপদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার পুরোহিত বীতিহোত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রাজন্! হে পরমধর্ম্মজ্ঞ হরিভক্তিপরায়ণ! তুমি বিষ্ণুভক্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জন্য তুমি সম্মার্জ্জন ও দীপদানাদিদ্বারা নিত্য ভক্তিসহকারে নারায়ণের পূজা কর। কিন্তু হে ভরতর্ষভ! বিষ্ণুপূজার উপযোগী আর ত অনেক উপায় আছে, তবে তুমি কেবল ঐ গুলিতেই বিশেষ রত কেন? ইহাতে কি অধিক ফল লাভ হয়? এক্ষণে আমার তদ্বিষয় জানিবার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছে; যদি কোন আপত্তি না থাকে, যদি তাহা আমার নিকট বলিবার হয়, তাহা হইলে বলিয়া সুখী কর।"

পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজসত্তম যজ্ঞধ্বজ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনতভাবে উত্তর করিলেন, "হে বিপ্রশার্দ্দূল! আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শুনুন। আমি জাতিস্মর, সেই জন্যই পুরাতন চরিত্র অবগত আছি। হে ব্রহ্মন্! পুরা কৃতযুগে স্বারোচিষ মন্বন্তরে রৈবত নামে এক বেদবেদাঙ্গ পারগ বিপ্রেন্দ্র বাস করিতেন। তিনি অযাজ্যযাজক, গ্রামযাজক, পিশুন ও নিষ্ঠুর। তিনি অপণ্য বিক্রয় করিতেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদা প্রবৃত্ত হইতেন। সেই জন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে

পরিত্যাগ করিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। একে দীন অবস্থা, তাহার উপর দারুণ মানসিক ক্লেশ; রৈবত কাশরোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। একদা তিনি ধনোপার্জ্জন করিবার অভিলাষে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। রৈবতের বন্ধুমতী নামে একটী ভার্য্যা ছিল; সে যারপর নাই দুশ্চারিণী হওয়াতে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আমি তাহারই গর্ব্ভে চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ডকেতু নাম ধারণ করিয়াছিলাম। আমি নিত্য নানা মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতাম, সর্ব্বদা পরের নিন্দা করিতাম, পরদ্রব্য ও পরদার দেখিয়া লোভ করিতাম; জীবজন্তুদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইতাম। আমি বহু গো মৃগ ও পক্ষী হত্যা এবং মেরুতুল্য স্বুবর্ণ অপহরণ করিয়াছিলাম। এইরূপে বহুবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকের সুখের পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াছিলাম।

একদা পাপাশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রীর সহিত রমণ করিবার অভিলাষে রজনীযোগে এক শূন্য দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। সেই বিষ্ণুমন্দির পরিত্যক্ত থাকাতে নিতান্ত অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে শয়ন করিবার জন্য স্বীয় বসনপ্রান্তে তাহার কিয়দ্দেশ পরিষ্কার করিয়া লইলাম। হে দ্বিজোত্তম! আমাদ্বারা যতগুলি পাংশুকনিকা মার্জ্জিত হইল, তত জন্মের পাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করিলাম। তাহার পর আবার তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া

দেওয়াতে আমার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয়িত হইল।

"হে দ্বিজসত্তম! আমি সেই বিষ্ণুগৃহে অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময়ে পুরপালকগণ আসিয়া "এ ব্যক্তি জার, মার—ধর—ইহাকে হত্যা কর" বলিয়া আমাদের উভয়কে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। নিহত হইবামাত্র আমরা উভয়ে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলাম। হে দ্বিজোত্তম! তথায় শত ব্রহ্মকল্পকাল পরম সুখে কাল যাপন করিয়া ব্রহ্মলোকে আসিলাম; সেখানেও তাবৎকাল অবস্থিতি করিয়া তৎপরে ত্রিদীবধামে উপস্থিত হইলাম। তথায় সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পরম পবিত্র যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি রাজ্যও পরম সুখ ভোগ করিয়াছি;—কেহই আমার সুখের পথে কণ্টক রোপণ করে নাই। প্রভো! ভক্তিতে কিনা সিদ্ধ হয়? ভক্তির সাহায্যে কোন্ কর্ম্ম না সাধন করা যাইতে পারে? হে দ্বিজসত্তম! সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সম্মার্জ্জন ও দীপদান দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে নারায়ণের পূজা করিব। যে ব্যক্তি বিগতস্পৃহ হইয়া জগন্নাথকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদে স্থান পাইয়া থাকে। অবশে—অজ্ঞানে ভগবানের শুশ্রূষা করিয়া যখন এরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন জ্ঞানের সহিত সম্যক্ অর্চ্চনা করিলে না জানি কি মহাফল লাভ করিব।"

যজ্ঞধ্বজের ঐ মনোহর আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া বীতিহোত্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিস্তর সাধুবাদ দান করিয়া বিষ্ণুপূজায় গাঢ়তর নিমগ্ন হইলেন। অতএব, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! জ্ঞান অথবা অজ্ঞানবশতঃ অব্যয় নারায়ণকে পূজা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। হায়! এ শরীর অনিত্য, বিষয়বিভবও অস্থির, এদিকে মৃত্যু বিকটবেশে নিত্য শিয়রে অবস্থিতি করিতেছে;—এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মসংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বন্ধুর বন্ধুত্ব, আত্মীয়স্বজনের অনুরাগ, সমস্তই অনিত্য; সম্পদ সৌভাগ্যও নিতান্ত চঞ্চল; শরীর ধারণ করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, অতএব করুণাময় কেশবকে পূজা কর। রে মানব! বৃথা মদে মত্ত হইয়া কেন গর্ব্ব করিতেছ। তুমি নিশ্চয় জানিও ধ্বংস শরীরের সন্নিহিত, শরীর ধারণ করিলেই মরিতে হয়, তবে আর ধনাদির কথা কি বলিব? হরিভক্তি অতি দুর্ল্লভ; পুণ্যবান্ ব্যক্তি না হইলে কেহই পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা সহস্র কোটি জন্ম ধরিয়া পুণ্য অর্জ্জন করেন, জনার্দ্দনের প্রতি তাঁহাদেরই ভক্তি দৃঢ়। হে মুনিবর্গ! জাহ্নবী-স্নান, অতিথিপূজন, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান সহজেই হইতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তি সুদুর্ল্লভ। সেইরূপ তুলসীসেবা ও সৎসঙ্গও অতিশয় দুর্ল্লভ। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ যে সে ব্যক্তির পক্ষে সুলভ, কিন্তু সাধুসঙ্গ, তুলসীসেবা ও হরি-ভক্তি অনেকেরই পক্ষে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। হে মানব! যদি তোমার দুস্তর ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা

হইলে হরিভক্তি রূপ তরণী অবলম্বন কর, তবে অচিরে গোবিন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় লও; আর বিলম্ব করিও না, আর উপেক্ষা করিও না, আর উদাসীন থাকিও না। ঐ দেখ—সম্মুখে ঐ কৃতান্তনগর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব, এই বেলা সময় থাকিতে সর্ব্বকারণের কারণ নারায়ণ জগদ্যোনির আরাধনা কর। যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয়ই কৃতার্থ, তাহারাই জগতের বন্ধু, আমাদের সকলের পূজ্য ও বরণীয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করায়, সে ত্রিসপ্ত কুলে সংযুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তকে যিনি ফল অথবা পানীয় প্রদান করেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান। বিষ্ণুপূজাপরায়ণ মহাত্মাদিগের যাহারা শুশ্রূষা করে, তাহারা ত্রিসপ্তকুলে সমাবৃত হইয়া বিষ্ণুভবনে স্থানলাভ করিয়া থাকে। স্পৃহাশূন্য হইয়া যাঁহারা হরি ও হরকে পূজা করেন, তাঁহারাই পরম পুণ্য-বান; তাঁহাদের শরণ লইলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। যাহার গৃহে দেবপূজাপর ব্যক্তি সর্ব্বদা বাস করে, তাহার গৃহ পবিত্র হইয়া যায়; সে গৃহে সর্ব্বদেবতা, এমন কি স্বয়ং নারায়ণ ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

হে দ্বিজকুল! যাহার মস্তকে সর্ব্বদা তুলসী থাকে, অহরহ তাহার সমস্ত মঙ্গল সাধিত হয়। কেশব শালগ্রাম শিলারূপে যথা অবস্থিতি করে, ভূত বেতালাদি তথায় কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। শালগ্রাম শিলা যথা বিরাজিত, তাহাই তীর্থ, তাহাই তপোবন। যাহার

বাটীতে তুলসীবৃক্ষ নাই, যাহার গৃহে শালগ্রাম শিলা নাই, সে বাটী শ্মশানসদৃশ, সে গৃহ অমঙ্গলের আবাসস্থল। বেদবেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ভগবান বিষ্ণুর রূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত; অতএব যে ব্যক্তি তৎসমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে, অথবা ভক্তিসহকারে তৎসমুদায়ের শ্রবণে নিরত হয়; সেই যথার্থ পুণ্যবান। ভক্তিসহকারে যাহারা বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করে, তাহারাও সর্ব্বলোকের উত্তম লোকে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়।

হে দ্বিজকুল! এস্থলে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; মহর্ষি নারদ পূর্ব্বে ইহা মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট বর্ণন করিয়া ছিলেন। ইহা অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ। পুরাকালে বৈবস্বত মন্বন্তরে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই এই কাহিনীর বিষয়ীভূত। আমি এক্ষণে তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। একদা সর্ব্বভোগান্বিত দেবেন্দ্র অমর ও অপ্সরোগণে পরি-বৃত হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাভাগ, সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদ, মহানুভব বৃহস্পতে! ব্রহ্মকল্প অতীত হইলে স্বর্গ কিরূপ হইবে? ইন্দ্র ও বিবুধগণই বা কেমন হইবেন? তাঁহাদের কর্ম্মই কি প্রকার হইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাকে বাধিত করুন।"

ইন্দ্রের ঐ প্রশ্ন শুনিয়া বৃহস্পতি কহিলেন "হে শক্র! আমি নিতান্ত অসক্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমি ইহার কিছুই বলিতে পারি না। আমার স্মৃতিশক্তি এতদূর নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, কাল যাহা করিয়াছি, আজ তাহা বলিতে

পারি না। বর্ত্তমান দিবসে বিধাতার সপ্তম মনুর কাল, তাহা জানি, কিন্তু তাহা বলিতে অক্ষম। হে পুরন্দর! সুধর্ম্ম নামে একজন সর্ব্বজ্ঞ ঋষি আছেন, তিনি এ সমস্ত বিষয় ভালরূপ জানেন, অতএব চল আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।” এইরূপ স্থির করিয়া উভয়ে সুধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত দেবেন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া সুধর্ম্ম যথাযোগ্য বিবিধ সাধনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্র দেখিলেন তাঁহার গৃহে ভগবতী বিরাজ করিতেছেন। এতদ্দর্শনে তিনি মনে মনে চিন্তিত হইলেন এবং তখনই সবিনয়ে সুধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সুধর্ম্ম! দেখিতেছি, আপনি সর্ব্বপ্রকার সম্পতে শোভিত হইয়াছেন। দেখিতেছি আপনি কি যশ, কি তেজ, কি কীর্ত্তি সকল বিষয়েই আমার অধিক হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? দান, তপ, যজ্ঞ অথবা তীর্থসেবনের প্রভাবে ঈদৃশী শ্রী লাভ করিয়াছেন। শুনিয়াছি আপনি অতীত ব্রহ্মালোকের বৃত্তান্ত অবগত আছেন; তবে বলুন অতীত ইন্দ্র ও দেবগণের বিষয় আমি কাহার নিকট জানিব?

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সুধর্ম্ম ঈষৎ হাস্য করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—“হে শক্র! চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিবস। সেই ব্রহ্মদিনে চতুর্দ্দশ মনু, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং বিবিধ দেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এক্ষণে সেই মনু ও ইন্দ্রগণের নাম পূর্ব্বাপর বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে দেবেন্দ্র! স্বায়ম্ভুব মনু সর্ব্বপ্রথম; তাঁহার পর স্বারোচিষ; তাঁহার পর উত্তম; ক্রমে তামস, রৈবত; চাক্ষুষ; বৈবস্বত; সূর্য্যসাবর্ণি; দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি; রৌচ্য ও ভৌত্য। হে বিবুধর্ষভ! অতঃপর দেব ও ইন্দ্রগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যমাদি দেব; তাঁহাদের অধিপতি ইন্দ্র শচীপতি নামে প্রসিদ্ধ। স্বারোচিষে পারাবত ও তুষিতাদি দেব; ইন্দ্র বিপশ্চিৎ তিনি সর্ব্বসম্পৎ, সমন্বিত। তৃতীয় মন্বন্তরে সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্র সুশান্তি। চতুর্থ মন্বন্তরে হরি, সুপ্ত ও সুধী প্রভৃতি দেবগণ, তাঁহাদের অধিপতি শিবি। পঞ্চমে অসিতাভ, ভূতরয় প্রভৃতি দেবগণ, দেবপতি ঋতু নামে প্রসিদ্ধ। ষষ্ঠে মনোজব ইন্দ্র; আর্য্যাদি দেবগণ। সপ্তমে আদিত্য, বসু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ; পুরন্দর তাঁহাদের অধিপতি। অষ্টমে সুতপাদি দেবগণ; বিষ্ণুপূজা প্রভাবে স্বয়ং বলি তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন। নবমে পারাবতাদি দেবগণ; তাঁহাদের অধিপতির নাম অদ্ভুত। দশমে সবামনাদি অমরগণ, শান্তি ইন্দ্র। একাদশে বিহঙ্গমাদি দেবগণ; তাঁহাদের অধিপ বৃষ নামে অভিহিত হইবেন। দ্বাদশে ঋতুধাম ইন্দ্র এবং হরিত লোহিতাদি দেবগণ; ত্রয়োদশে দিবস্পতি ইন্দ্র এবং সূত্রামণি প্রভৃতি অমরগণ; চতুর্দ্দশে শুচি ইন্দ্র এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি দেবগণ হইবেন।"

সুধর্ম্মের মুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক দেবেন্দ্র যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে

মহাভাগ! তুমি কে? কোন্ পুণ্য প্রভাবে এত বিপুল সুখসম্পদ ভোগ করিবে?"

সুধর্ম্ম সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—"হে শক্র! অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পূর্ব্বে আমি গৃধ্র হইয়া জন্মিয়াছিলাম। ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমি নিত্য অমেধ্য আমিষ ভোজন করিয়া বেড়াইতাম। হে প্রভো! একদা আমি বিষ্ণুগৃহের প্রাকারোপরি বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া আমাকে তিরে বিদ্ধ করিল; শরতাড়িত হইয়া বিষম যন্ত্রণায় আমি ভূমিতলে পতিত হইলাম; তখন সেই ব্যাধ আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় কুক্কুরগুলিকে আমার দিকে ছাড়িয়া দিল। আমার প্রাণবায়ু কণ্ঠগত; আমি নিতান্ত শক্তিহীন, তথাপি অতি কষ্টে প্রাণভয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাহাতে জগন্ময় বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার সমস্ত পাপ নাশ করিলেন এবং আমাকে পরম পদ অর্পণ করিলেন। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! প্রাণভয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ণুগৃহ প্রদক্ষিণ করাতে যখন ঐরূপ সুফল লাভ করিয়াছি, তখন তাঁহাকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিলে না জানি কি মহৎ ফল পাওয়া যায়।"

মহাত্মা সুধর্ম্মের মুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবরাজ পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং নারায়ণের পূজায় গভীরতর নিমগ্ন হইলেন। হে মুনিবর্গ! আজিও দেবগণ এই পবিত্র ভারতভূমে জন্মলাভ করিবার জন্য অনাময় বিষ্ণুকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সর্ব্বদা ভক্তির সহিত মুক্তিদাতা ভগবান বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারা জগতের পূজ্য;—ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। হরিপূজাপরায়ণ মহাত্মাগণ যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সে স্থান অতি পবিত্র, তথায় গমন করিলে সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। আহা! এ জগতে হরি ভিন্ন আর কিছুই নাই। হরিই জীবের পরম বন্ধু; হরিই পরমা গতি; হরিই একমাত্র পরম পূজ্য। তিনি জীবের চৈতন্যকারণ, তিনি স্বর্গা-পবর্গফলদাতা, তাঁহাকে সকলে পূজা কর; মঙ্গল হইবে। যাঁহারা শুদ্ধহৃদয়ে নিষ্কামভাবে নারায়ণকে পূজা করেন, বিষ্ণু তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পরাগতি অর্পণ করিয়া থাকেন। হে বুধসত্তমগণ! সমাহিতমনে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি এই অধ্যায় শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

যুগধর্ম্ম।

ঋষিগণ বলিলেন, "হে তত্ত্বার্থকোবিদ সূত! আপনিত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে আমরা যুগধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সূত যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বিস্তর সাধুবাদ দান করিয়া কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ! আপনারা যথার্থই জগতের উপকারক, সেই জন্য যুগধর্ম্ম শুনিতে এত ব্যস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি সেই সর্ব্ব-লোকের উপকারক যুগধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে মহাভাগগণ! যুগ চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রথম সত্য তাহার পর ত্রেতা, তাহার পর দ্বাপর, শেষে কলি। কি দেব, কি দানব, কি যক্ষরক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর অথবা পন্নগ সত্যযুগে সকলেই দেবতুল্য। সকলে হৃষ্ট, সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ; সকলেই পুণ্যানুষ্ঠানে তৎপর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আচারতৎপর; সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা করে, ধ্যান করে, স্ব স্ব আশ্রমোচিত আচার ব্যবহারে লিপ্ত হয়। সকলেই কামাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত, শমাদি সদ্গুণে বিভূষিত; গতাসূয় ও নিরহঙ্কার। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। ফলতঃ কৃতযুগে চারিপাদ পূর্ণ। সেই যুগে নারায়ণ সুনির্ম্মল শুক্লবর্ণ।

"হে মুনিকুল! এক্ষণে আমি ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। হে বিবুধর্ষভগণ! ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের এক পাদ কমিয়া যায়; নারায়ণ লোহিত বর্ণ ধারণ করেন, মানবগণ কিঞ্চিৎ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। সকলেই ক্রিয়াযোগরত, সকলেই যজ্ঞশীল, সত্যব্রত, ধ্যানপরায়ণ এবং দানাদান তৎপর। ইহার পর দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ গত হয়; নারায়ণ পীতত্ব প্রাপ্ত হয়েন; বেদ বিভক্ত হয়। কেহ কেহ অধর্ম্মপরায়ণ, কেহ কেহ অসত্যবাদী। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কোন কোন বিপ্র স্বর্গাপবর্গ লাভের জন্য যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কেহ বা কামাদি রিপুগণের চরিতার্থতা সাধন করিবার নিমিত্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে; কাহারা বা কুপথে প্রবিষ্ট হয়। কেহ বা ধর্ম্ম এবং কেহ বা অধর্ম্ম আচরণ করে; অধর্ম্মের প্রভাবে প্রজাকুল ক্ষয় পাইতে থাকে; লোকে অল্পায়ু হইয়া পড়ে, পুণ্যবান্‌দিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া পাপিগণ অসূয়া করিয়া থাকে।

"হে দ্বিজসত্তমগণ! এক্ষণে কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতেছি, সমাহিত মনে শ্রবণ কর। কলিযুগে ধর্ম্মের ত্রিপাদ গত হইবে; নারায়ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ধার্ম্মিকগণ যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; অধার্ম্মিকগণ ধার্ম্মিকের নিন্দা ও হিংসা করিতে থাকিবে। ব্রতাচার, ধ্যান ও যজ্ঞাদি ক্রমে নষ্ট হইয়া আসিবে; অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপন্ন হইবে।

মানবগণ নিরন্তর পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরের হিংসা করিবে; অহঙ্কারে মত্ত হইবে; শেষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া মুনিগণ সকৌতূহলে বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মুনে! আপনার নিকট যুগধর্ম্ম সংক্ষেপে অবগত হইলাম। এক্ষণে আমাদিগের আর একটী বিষয় জানিবার বাসনা জন্মিয়াছে; হে সর্ব্ব-বিদাম্বর! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কিরূপ আচার ব্যবহার হইবে, তাহা আমাদিগের নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন!"

সূত বলিলেন "হে ঋষিকুল! এ বিষয় অতি পবিত্র ও গূঢ়; পুরাকালে মহাত্মা নারদ মহোদয় সনৎকুমারকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। কৃষ্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে সকল ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং কলিকাল অতি ভয়ানক; ইহা সকল প্রকার পাপের সাধক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইবে, বেদ অবহেলা করিবে; সকলে কপট ধর্ম্ম আলোচনা করিতে থাকিবে। অসূয়া, বৃথাহঙ্কার, পরনিন্দা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকলের অঙ্গের অলঙ্কার হইয়া উঠিবে। সকলেই সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপ করিতে থাকিবে। পাণ্ডিত্য-গর্ব্বিত ব্যক্তিগণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া "আমি অতিশয় বুদ্ধিমান, আর আর অপরে মূর্খ" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে; লোলুপ, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক হইবে। নানা

প্রকার পাপের অনুষ্ঠান হইতে লোকে অল্পায়ু হইয়া পড়িবে; অল্পায়ু নিবন্ধন তাহারা সম্যক্ বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে না; বিদ্যাহীনতা হইতে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবে; এইরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে; শূদ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। কাহারও দয়া থাকিবে না; দাক্ষিণ্য থাকিবে না; সত্য, তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞাদিতে অনুরাগ থাকিবে না। উত্তম হীন হইয়া পড়িবে, হীন উত্তমতা প্রাপ্ত হইবে। প্রজার প্রতি রাজার অনুরাগ থাকিবে না; অর্থলোলুপ হইয়া তাহারা প্রকৃতিবর্গের শোণিত শোষণ করিতে থাকিবে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাণ করিয়া লোকে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিবে। সেই ঘোর পাপপূর্ণ কলিযুগে যাহার অশ্ব, রথ ও গজাদি যান বাহন থাকিবে, সেই রাজা হইবে; দ্বিজগণ উদরের দায়ে শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিবে; পতি ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হইবে; পত্নী নিজ স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ দেখাইবে; পুত্র পিতার দ্বেষ করিবে; শিষ্য গুরুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। দ্বিজগণ লজ্জা ও ঘৃণা বিসর্জ্জন দিয়া লোভাভিভূত হইবে, সদা নানা দুষ্কর্ম্ম করিবে এবং পরান্ন ভোজনার্থ সর্ব্বদা লোলুপ হইয়া থাকিবে। পুরুষগণ পরস্ত্রীতে রত হইবে, সকলে পরদ্রব্য দেখিয়া লোভ করিবে, মৎস্যাদি আমিষ ভোজন করিতে ভাল বাসিবে এবং ছাগ মেষাদির দুগ্ধ দোহন করিবে।

হে মুনিবর্গ! পাপময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, লোকে তাঁহার প্রতি অসূয়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিবে; নদীতীরে কুদ্দাল দ্বারা খনন করিয়া ধান্যাদি রোপণ করিবে; কিন্তু সে সমস্ত শস্যের অল্পই ফল হইবে। বেশ্যার লাবণ্য ও অলঙ্কারাদি যোষিৎকুল স্পৃহাসহকারে অনুকরণ করিতে থাকিবে; স্ত্রীগণ পুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিবে। দ্বিজগণ এত হেয় ও হীন হইয়া পড়িবে যে, প্রায়ই কৃপণ, বধূ, বিধবা ও সাধুগণের ধন অপহরণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ হেতুবাদ উত্থাপন করিয়া বেদের নিন্দা করিবে, ব্রতচারণে বিরত হইবে, যাগ যজ্ঞ ও হোমাদি একবারে ত্যাগ করিবে। দ্বিজকুল হিংসার্থ পিতৃযজ্ঞাদি করিবে। ধনী ব্যক্তিগণ অপাত্রে ধন বিতরণ করিবে। বিপ্রগণ স্নানশৌচাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবে, অকালে কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, কূটযুক্তি দেখাইয়া বেদ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে, প্রতিগ্রহপরায়ণ হইবে, এমন কি চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির নিকট দান গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হইবে না।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কলির প্রথম পাদেই লোকে নারায়ণের নিন্দা করিবে; যুগান্তে কেহ একবার ভুলিয়াও হরিনাম স্মরণ করিবে না। দ্বিজগণ শূদ্রস্ত্রীতে সঙ্গত হইতে ভাল বাসিবে, বিধবাগণও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইবে। শূদ্রগণ দ্বিজকুলের শুশ্রূষা করিতে ঘৃণা ও অপমান বোধ করিবে এবং কাষায় বসনে

পরিবৃত হইয়া গাত্রে ভস্মধূলি ও শিরে জটা ধারণ পূর্ব্বক লোক ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে থাকিবে। সকলে উৎকোচ গ্রহণাদি মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠবর্ষে কন্যাগণ প্রসব করিবে, এবং সপ্তম ও অষ্টম বৎসর বয়সে পুরুষ পুত্রবান্‌ হইবে! লোকে ব্যাধি, তস্কর ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পাপিগণ ধর্ম্মমার্গপ্রণেতা-দিগকে তিরস্কার করিবে, নিন্দা করিবে, হিংসা করিবে। কলিযুগে ম্লেচ্ছগণ দেশের রাজা হইবে; দ্বিজগণ তাহা-দিগের সেবা করিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পরের সঙ্করভাব প্রাপ্ত হইবে। লোকের কন্যা ভগিনী বিচার থাকিবে না।

হে বিপ্রকুল! তৎকালে নগর গ্রাম ও দুর্গাদিতে চৌরের ভয়ানক উপদ্রব হইবে; লোকে তাহাদের আক্রমণ হইতে ধনসম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কাষ্ঠযন্ত্র প্রস্তুত করিবে। প্রজাগণ দুর্ভিক্ষ ও করাদিতে পীড়িত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে দেশান্তরে গমন করিবে। ঘোর কলিযুগে লোকে কপট বন্ধুত্ব করিতে প্রয়াস পাইবে, এবং স্বকার্য্য সিদ্ধ হইলেই চলিয়া যাইবে। ভিক্ষুকগণ অর্থ ও উপাধির লোভে শিষ্য গ্রহণ করিবে। পিতা, মাতা ও গুরুজনের বাক্য কেহ গ্রাহ্য করিবে না। এইরূপ নানাপ্রকার পাপানুষ্ঠান দ্বারা কলিকালে মানব অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। কিন্তু যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের পুণ্যানুষ্ঠানে সেই অনর্থকর কাল কিছুতেই বাধা

দিতে পারিবে না। কলিযুগে যাঁহারা নিত্য হরিনাম কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারাই কৃতকৃত্য, তাঁহারাই ধন্য। হে দ্বিজগণ! কলিকালে যাঁহারা শিবপূজা করেন, শিব নাম জপ করেন, তাঁহারা যথার্থ শিবতুল্য। বাসুদেব ও গঙ্গাধরের নাম যাঁহাদের মুখে সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতে থাকিবে, তাঁহারাই কৃতার্থ; দুরন্ত কলি তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই বিশাল সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে লোকে পুত্র, দারা ও ধনধান্য পাইতে পারেন, কিন্তু হরিভক্তি লাভ অল্পে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

সনৎকুমার বলিলেন, "হে সর্ব্ববেদবিদাম্বর! সেই ঘোর কলিকালে পাপিষ্ঠ লোকদিগের কি প্রকারে মুক্তি হইবে? তাহাদিগের কি গতি হইবে?"

সনৎকুমারের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি নারদ তাঁহাকে বিস্তর সাধুবাদ দান করিলেন এবং আনন্দে বলিতে লাগিলেন "হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই উপায় আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি, সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। হে মহাত্মন্! ইহা পরম গুহ্য, সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত এবং সর্ব্বলোকের হিতকর। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশাল জগৎ দৈবাধীন; যে যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তদনুরূপই ফলভোগ করিতে হয়। অতএব, দৈবই সকলের মূল। কিন্তু তাহা বলিয়া হতাশ হইতে নাই। নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বেদবিহিত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিবে এবং তৎসমস্ত কর্ম্মই নারায়ণে অর্পণ করিবে।

পরমাত্মা বিষ্ণুতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিলে তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণমাত্র সমুদায়ই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এই ঘোর কলিযুগে হরিভক্তি ব্যতীত লোকের অন্য গতি নাই; ইহা হইতেই সকলের সকল প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। আহা! যাঁহারা প্রকৃত হরিভক্ত, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্; মানব ত ছার, দেবতাগণ তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন। ভগদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই বাধা দিতে পারে না। হরিনাম, হরিনাম, পবিত্র হরিনাম আমার জীবন, আমার সার সর্ব্বস্ব।"

সূত বলিলেন, হে মুনীন্দ্রবর্গ! মহাত্মা নারদ মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সদ্য পরম মোক্ষ লাভ করিলেন। অতএব, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই পাপপূর্ণ ঘোর কলিযুগে হরিনামই জীবের একমাত্র সহায়; হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিতে পারা যায়। কলিযুগে যাঁহারা ভক্তিসহকারে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃত-কৃতার্থ; সেই মহাত্মাদিগের চরণতলে আমি বার বার প্রণাম করি।"

সমাপ্ত।